আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপাদি গ্রন্থপ্রণেতা

পরমারাধ্যপদ শ্রীশ্রীভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দের

শিবরাত্রি ও শিবপূজ

বিষয়ক উপদেশ।

প্রথম ভাগ।
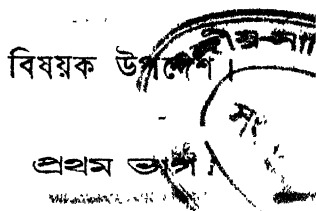
প্রথম খণ্ড।

শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়, বিত্থানন্দ, বি,এল,

দ্বারা প্রকাশিত।

উত্তরপাড়া (হুগলী)

সন ১৩৩৪ সাল।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ

বিষয়ানুক্রমণিকা।

প্রস্তাবনা।

যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে; বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভে বিচারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা: অন্নপূর্ণা উপনিষদে, পদ্মপুরাণে, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বিচারের বহু প্রশংসা এবং বিচারবিহীনের বহু নিন্দা আছে। হেকেল্‌প্রমুখ ঈশ্বরবিমুখ নাস্তিকগণকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে, 'কেবল বিচার দ্বারাই আমরা শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, বিচার দ্বারাই দুর্ব্বিজ্ঞেয় জাগতিক রহস্যের ভেদ হইয়া থাকে, বিচারশক্তিই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান, অসাধারণ অধিকার, ইহাই ইতর জীবসঙ্ঘ হইতে মানুষকে বিশেষিত করে'। বেদ হইতেই বিচারশক্তির স্ফুরণ ও প্রসারণ হইয়া থাকে, বেদই বিচারশক্তির কেন্দ্রভবন। প্রাণের স্পন্দন যদি ছন্দানুসারে হয়, তাহা হইলে, বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় বিচারশক্তির স্ফুরণ হইবেই। ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থ সমূহই জ্ঞানের একমাত্র বিষয় নহে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামই জ্ঞানকরণ নহে। পাতঞ্জলোক্ত যোগজ প্রজ্ঞা বা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাই যথার্থ বিজ্ঞান। স্থূল প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান প্রমাণ দ্বারা অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর পদার্থের সিদ্ধি হইতে পারে না। অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান একমাত্র শাস্ত্র বা আপ্তোপদেশ দ্বারাই হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যেও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ পুরুষ ছিলেন, আছেন। জগৎকে বিশ্লেষ করিলে, প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজঃ ও স্থিতিশীল তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ও চিন্ময় পুরুষ এই দুইটী পদার্থ পাওয়া যায়। বিজ্ঞান ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির যথাপ্রয়োজন স্তুতিপূর্ণ। বেদই বিশুদ্ধ বা যথার্থ বিজ্ঞান। অণুবীক্ষণ-দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রসমূহের অদৃশ্য পদার্থের সন্দর্শনের বেদই একমাত্র দর্শন। শাস্ত্রোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট আপ্তোপদেশই জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল প্রসূতি, তর্ক-বিচার (Reason), দর্শন, পরীক্ষা (Observation, Experiment) ইহারা মূলতঃ আপ্তোপদেশকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। স্থূল গ্রাহ্যবিষয়ক সমাধি হইতেই জড়বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে, হইতেছে; যোগ ব্যতিরেকে কোনরূপ পুরুষার্থের সিদ্ধি হয় না। ঈশ্বরের অনুগ্রহ

বিনা ঈশ্বরবিশ্বাস, ঈশ্বরানুরাগ হইতে পারে না। ঈশ্বরবিমুখ নাস্তিকও স্থূলভাবে ঈশ্বরকে মানিয়া থাকেন, ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন; ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া কেহ জগতে থাকিতে পারেন না; উপাস্যের সহিত উপাসকের সম্মিলিত হইবার চেষ্টাই জগতের জগত্ত্ব। ঈশ্বর, সুতরাং, জগৎ হইতে অভিন্ন, এই কথার তাৎপর্য্য। ঈশ্বরের ষাড়্‌গুণ্যের কথা; ঈশ্বরকে নিগুর্ণ বলা হয় কেন? মানব প্রকৃতির নিকট হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা করে, প্রকৃতির নিকট হইতেই প্রকৃতির ইতিহাস শ্রবণ করে, অথবা, মানব ঈশ্বর-বা-কালের নিকট হইতেই প্রাকৃতিক ইতিহাস অবগত হয়, সর্ব্বজ্ঞ নিত্য ঈশ্বর হইতেই ব্রহ্মাদি গুরু-পরম্পরাক্রমে জগতে নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার হয়। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের জ্ঞানই বেদ শব্দের প্রকৃত অর্থ। শক্তি হইতে শক্তিমানের ভেদ বাস্তব নহে। অতএব ঈশ্বর, কাল, প্রকৃতি হইতে বেদও অভিন্ন পদার্থ। প্রকৃত বিজ্ঞান ও যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর বা প্রকৃতির উপাসনা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা। যোগ দ্বারা আত্মদর্শন, ঈশ্বর সাক্ষাৎ করাই পরম ধর্ম্ম। অন্তর্ম্মুখা ও বহির্ম্মুখা, জগতের এই দ্বিবিধ গতি। বাহির হইতে কেন্দ্রাভিমুখে গমনই 'ঈশ্বরোপাসনা' বা 'যোগ'। ঈশ্বরোপাসনা বা যোগ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যে গতি যে পরিমাণে কেন্দ্রাভিমুখা হয়, সে গতি সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট; শ্রুতি এই গতিকে 'প্রেতি' (প্রকৃষ্ট গতি) বা ধর্ম্ম বলিয়াছেন। ৭—২০

শিবরাত্রি ও শিবপূজা নামক গ্রন্থের প্রয়োজন। অবিকৃত বৈদিক আর্য্যসন্তানগণের মধ্যে সকলেই শিবরাত্রিব্রত করেন, কিন্তু, বর্ত্তমান কালে অনেকেই উপাসনা ও উপাস্যের বিজ্ঞান জানেন না; শিবরাত্রিতে উপবাস করেন, রাত্রি জাগরণ করেন, শিবের পূজা করেন, কিন্তু কেন করেন, শিব কি, শিবরাত্রি কি, পূজা কাহাকে বলে, কিরূপে পূজা

করিতে হয়, অনেকেই যথার্থভাবে তাহা অবগত নহেন। উপাসনাই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির একমাত্র সাধন; অতএব যাহাতে যথার্থভাবে উপাসনা হয়, আত্মকল্যাণার্থীর তাহা জানিবার চেষ্টা হওয়া উচিত। শিবরাত্রি ও শিবপূজাতে প্রাগুক্ত বিষয় সকলের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। রমাকে ভৃগুদেব বড় দয়া করেন, তাই বোধ হয়, তাঁহার প্রেরণায় পূজ্যপাদ ভার্গব শিবরামকিঙ্করের রমাকে শিবরাত্রি ও শিবপূজা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার প্রবৃত্তি। প্রকাশকের তাহা শুনিবার ভাগ্য, এবং বর্ত্তমান কালের অভাব জানিয়া তাহা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি। ২০—২২

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শিবরাত্রি কি, এবং কিরূপে ভাল করিয়া শিবরাত্রি করিতে হয় ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্ন। শিবরাত্রি ব্রত করিলে, শিব যে বিশেষতঃ সন্তুষ্ট হন, তাহার কারণ কি? শিবচতুর্দ্দশীতে উপবাস করিলে ও রাত্রি জাগরণ করিলে আশুতোষের সন্তোষ হয় কেন? কিরূপে শিবপূজা করিতে হয়? যথার্থভাবে ধ্যান করিতে পারিলে কি শিবকে দেখিতে পাওয়া যায়? জিজ্ঞাসুর ইত্যাদি বিষয় জানিবার ইচ্ছা। উত্তর—দেখিবার প্রবল ইচ্ছা হইলেই শিবকে দেখিতে পাওয়া যায়; ভক্ত ডাকিলে তিনি উত্তর দেন, দেখিতে চাহিলে দেখা দেন, তবে 'শিব', কে, তাহা জানিতে হইবে, শিব, তোমার কে, তাহা স্থির হওয়া চাই, শিব সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি সব করিতে পারেন, তিনি ভক্তাধীন, তিনি প্রেমপারাবার, তিনি করুণাবরুণালয়, হৃদয়ে এইরূপ অচল বিশ্বাস থাকা চাই। 'শিব' সকলেরই 'শিব', ইহা সত্য, আবার 'শিব' ভক্তাধীন, ইহাও সত্য। ২৩—২৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শিব, কে? 'শিব' শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি 'শিব', শিবের এই অর্থের তাৎপর্য্য। ভক্তিই ভগবান্‌কে দেখিবার সর্ব্বাপেক্ষায় সুলভ সাধন। 'শম্ভব', 'ময়োভব', 'শঙ্কর', 'ময়স্কর', 'শিব,' 'শিবতর', এই সকল শব্দের অর্থ। সংসারে আস্তিক ও নাস্তিক চিরদিনই আছেন, চিরদিনই থাকিবেন।

চিন্তা করা কাহাকে বলে, কিরূপে চিন্তা করিতে হয়। কার্য্য মাত্রেই কোন আধারে ধৃত হইয়া থাকে, এই কথার অর্থ। কার্য্য মাত্রের স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ অবস্থা। আধারশক্তির স্বরূপ। 'আকাশ' নামক পদার্থের স্বরূপ। এক একটী সাধু শব্দই এক একটী পূর্ণ বিজ্ঞান। ছান্দোগ্যোপনিষৎ ও বৃহদারণ্যকে ব্যবহৃত আকাশ শব্দের অর্থ; ঋগ্বেদোক্ত 'পরমব্যোম', ও অথর্ব্ববেদোক্ত 'অব্যাকৃত সূত্র' শব্দের অর্থ।

অন্তঃকরণের শুদ্ধিই ভগবান্‌কে জানিবার ও পাইবার মুখ্য সাধন; ভক্তির সাধন কি?

যিনি সাংসারিকসুখদাতা, যিনি দারিদ্র্য, রোগ প্রভৃতি সাংসারিক বাধা দূর করেন, এবং যিনি জ্ঞান ও ভক্তি দিয়া সংসার হইতে মুক্ত করেন, অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্যসুখে সুখী করেন, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করেন, তিনি 'শিব', তিনি 'শম্ভু,' তিনি 'শঙ্কর', তিনি 'ময়োভব,' তিনি 'ময়স্কর'—এই সকল কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা। 'শাস্ত্র মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না' জিজ্ঞাসুর এইরূপ বিশ্বাসের কারণ। বেদ, সত্য, ব্রহ্ম ও ভগবান্ ইহাঁরা এক পদার্থ। আস্তিক ও নাস্তিক এই উভয়ই চিরদিন আছেন, চিরদিনই থাকিবেন। কর্ম্ম অনাদি, কর্ম্মভূমিও অনাদি, জগতের

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় প্রবাহরূপে নিত্য। সংসারে উন্নতির পর অবনতি পর্য্যায়ক্রমে হইয়া থাকে। গুণকর্ম্মবিভাগানুসারে সকল ভাবেরই আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। দেশভেদে, জাতিভেদে, ব্যক্তিভেদে বুদ্ধি, বিশ্বাস, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতির ভেদ হইয়া থাকে। ২৮—৪২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিবই বস্তুতঃ কল্যাণময়, সুখময়, দয়াময়; সর্ব্বশক্তিমান্ শিবই রোগার্ত্তের ভিষক্, তিনিই ভবরোগবৈদ্য, তিনিই অকিঞ্চনের সর্ব্বস্ব, তিনিই দরিদ্রের নিত্যকোষাগার। বিচার সম্বন্ধে দুই একটী কথা। অন্নপূর্ণা উপনিষদে, পদ্মপুরাণে, যোগবাশিষ্ট রামায়ণে বিচারের বহু প্রশংসা এবং বিচারবিহীনের অত্যন্ত নিন্দা দৃষ্ট হয়। বিচারই সাধুদিগের গতি, বিচার ব্যতীত বিদ্বান্‌দিগের অন্য উপায় নাই, বিচার দ্বারাই ধীমান্‌গণের বল, বুদ্ধি, তেজঃ প্রভৃতি সফল হয়; কি যুক্ত, কি অযুক্ত, কি সত্য, কি মিথ্যা, তাহা নিশ্চয় করিবার পথে বিচার মহাদীপস্বরূপ। যথোচিত বিচারশক্তির অভাববশতঃই মানুষ শিবের স্বরূপ জানিতে পারে না। নাস্তিকগণও বিচারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। বেদ হইতেই বিচার শক্তির স্ফুরণ ও প্রসারণ হইয়া থাকে, বেদই বিচার শক্তির কেন্দ্রভবন। বেদ বিশ্বের প্রাণশক্তি, বেদই বিশ্বের মন বা হিরণ্যগর্ভ। ইচ্ছাশক্তিই সর্ব্বপ্রকার স্থূলশক্তির মূল, বিচার শক্তিই আন্তর ও বাহ্যজগতের আদ্যশক্তি। শব্দ বা ব্রহ্ম হইতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি হইয়াছে, দেবতারাও শব্দ বা বেদপ্রসূত। স্থূল ভেষজ দ্বারা যে প্রাকৃতিক নিয়মে রোগশান্তি হইয়া থাকে, মন্ত্রজপ স্তবপাঠ ইত্যাদি দ্বারাও সেই প্রাকৃতিক নিয়মেই সাধারণ চিকিৎসকদিগের অসাধ্য বোধে

ন্যায় সঙ্গত। 'ভগবানের শরীর যদি বিভু—সর্ব্বব্যাপী হয়, তাহা হইলে, বৈকুণ্ঠাদি স্থানবিশেষকে ভগবানের আবাসস্থান বলা হইয়াছে কেন?' এই প্রশ্নের উত্তর। ভগবান্ যেরূপে ভক্তের জন্য নানা রূপ ধারণ করেন; মায়ার স্বরূপ; 'মায়া' বা প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে অভিন্ন এই কথার অভিপ্রায়। ঈশ্বর ও প্রকৃতি এই উভয়ই জগৎকার্য্যের কারণ; ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন; প্রকৃতি ও পুরুষ স্বরূপ সম্বন্ধে পরস্পর সম্বদ্ধ. এই কথার অর্থ; শিবা, গৌরী বা উমা কি জড়শক্তি? এই প্রশ্নের সমাধান; শিবার স্বরূপ, শিবের শরণাগত হওয়াই শ্রেষ্ঠ পুরুষকার; নিরন্তর শিবের অনুস্মরণাদি দ্বারা কিরূপে সর্ব্বজ্ঞত্বাদির প্রাপ্তি হয়; পুরুষকার ও মনের স্বরূপ; ভাবনার বিশুদ্ধির মাত্রানুসারে কর্ম্মের সিদ্ধি হইয়া থাকে; শিবা-বা-শক্তিযুক্ত শিবই বস্তুতঃ সর্ব্বশক্তির মূল প্রসূতি; শিবই পুরুষশ্রেষ্ঠ, শিবই সর্ব্বপুরুষের মূল, অতএব একাগ্র চিত্তে শিবের ধ্যান করিলেই 'প্রকৃত পুরুষকার' হয়, ইহাই বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ পুরুষকার। 'যাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, যিনি পূর্ণ, যিনি নিষ্কাম, তাঁহার কোন কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি হইবে কেন?' এই প্রশ্নের মীমাংসা। 'ঈশ্বর অগ্নি-বায়ুসূর্য্যাদিরূপে আবির্ভূত না হইয়া কি লোকের কর্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ নহেন?' এই শঙ্কার সমাধান। ঈশ্বর নিত্য নিরাকার এবং নিত্য সাকার। জীব কর্ম্ম না করিলে, ঈশ্বর ফল দেন কিনা এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর। জীবের উপকার করিতে হইলে, জগৎ সৃষ্টি করিতে হইলে, ঈশ্বরকে বাহিরের জিনিষ সংগ্রহ করিতে হয় কি না এতদ্বিষয়ক বিচার। ঈশ্বর বাহ্যসাধনের অপেক্ষা না করিয়া আপনা হইতেই সব করিতে পারেন। ৬২—৮১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শিবের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুর যেরূপ ধারণা হইয়াছে। ৮২—৮৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ (পূর্ব্বার্দ্ধ)

অশুদ্ধি শোধন

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৪		ঊপাসনাকে	উপাসনাকে
৮	১৫	প্রতাক্ষ সমবায়	প্রত্যক্ষ সমবায়
”	ফুট্‌নোট্‌	Sclence	Science
১৩	১০	বুক্‌নার্‌	কুক্‌
১৪	৯	ভৃততন্ত্র	ভূততন্ত্র
৩২	৬	অন্তর্ব হিঃ	অন্তর্বহিঃ
৩৩	২	অর্থক	অর্থ কি
৩৮	ফুট্‌নোট্‌	রিনতিশয়সর্ব্বজ্ঞবীজঃ	নিরতিশয়সর্ব্বজ্ঞবীজঃ
৪৩	১০	হুলদর্শী	স্থূলদর্শী
৪৩	১৩	শবই	শিবই
৪৭	২১	ইদানীন্তর	ইদানীন্তন
৪৮	৬	বেবল অপনার	কেবল আপনার
৫২		বিধায়	বিধায়ন
৬৪		পুকরূপ	পুরুরূপ
৭২	৫	আন্তর	আন্তব
৭৭	১০	মহানারাণ	মহানারায়ণ
১০৪	২০	স্ব কার	স্বীকার
১০৭		জলন্তীং	জ্বলন্তীং
১২২	ফুট্‌নোট্‌	মস্থরষং	মস্থরত্বং

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

প্রস্তাবনা।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান।

'ধর্ম্ম' শব্দটা অধুনা সাধারণতঃ যদর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, 'ধর্ম্ম' শব্দ উচ্চারিত হইলে ইদানীং সাধারণের মনে যে অর্থ প্রতিভাত হয়, আমার বিশ্বাস, নিখিল ধর্ম্মপ্রসূতি সনাতনী শ্রুতি এবং শ্রুতিমূলক শাস্ত্রসমূহে 'ধর্ম্ম' শব্দ তাহা হইতে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের উপক্রমণিকার প্রথম খণ্ডের ২২৯ পৃষ্ঠাতে 'ধর্ম্ম' পদার্থ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া 'ধর্ম্ম' শব্দ অধুনা সাধারণতঃ যদর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বেদে ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহে 'ধর্ম্ম' শব্দ যে তাহা হইতে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রথমে এইরূপ বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছিল। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপে লিখিত হইয়াছে, 'ধর্ম্ম' কাহাকে বলে, বেদাদি শাস্ত্রসমূহকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা এই প্রশ্নের যে উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছি, পক্ষপাতবিরহিত উন্নিনীষু-হৃদয় নিশ্চয়ই ইহা অস্বীকার করিবেন না যে, অন্য কোন দেশে কোন ব্যক্তি ধর্ম্মের সেইরূপ পূর্ণ লক্ষণ দিতে পারেন নাই। ধর্ম্মের পূর্ণ রূপ —ধর্ম্মের কমনীয় সত্য মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া, ত্রিতাপজ্বালা একেবারে প্রশমিত

করিতে হইলে, বেদোক্ত ধর্ম্মের স্বরূপজ্ঞানলাভ ও যথারীতি তদনুষ্ঠান করিতে হইবে। 'ধর্ম্ম' ও 'রিলিজন্' এক পদার্থ, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহারা কখন, 'যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই প্রকৃত 'ধার্ম্মিক' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। 'ধর্ম্ম' ও 'রিলিজন্' বস্তুতঃ সর্ব্বাংশে সমান নহে, সমুদ্রের সহিত নদীর যে সম্বন্ধ, ধর্ম্মের সহিত রিলিজনেরও তদ্রূপ সম্বন্ধ। 'ধর্ম্ম' পূর্ণ, 'রিলিজন্' ইহার অংশ, 'ধর্ম্ম' প্রকৃতি, রিলিজন্ ইহার বিকৃতি, 'ধর্ম্ম' অপরিচ্ছিন্ন, রিলিজন্ ইহার পরিচ্ছিন্ন ভাববিশেষ। যাঁহারা পূর্ণ হইতে চাহেন না, পূর্ণ হইতে চাহিলেও, যাঁহাদের পূর্ণত্বপ্রাপকসাধনবিহীন সংকীর্ণ হৃদয়ে, পূর্ণের রূপও অপূর্ণরূপে ধৃত হইয়া থাকে, তাঁহারা ধর্ম্মকে রিলিজন্ হইতে ব্যাপকতর পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিবেন না—প্রাকৃতিক নিয়মে করিতে পারিবেন না। 'ধর্ম্ম' ও 'রিলিজন্' যদি এক পদার্থ হইত, তাহা হইলে, বিদেশীয় সুধীগণ 'রিলিজন্' ও 'বিজ্ঞানকে' (Science) পৃথক্ সামগ্রী মনে করিতেন না, তাহা হইলে, বিজ্ঞানকুশল ডাক্তার জন্ উইলিয়ম্ ড্রেপারকে রিলিজন্ ও বিজ্ঞানের বিরোধ প্রদর্শন করিয়া বৃহদায়তন গ্রন্থ লিখিতে হইত না, * তাহা হইলে, ধীমান্ হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারকে রিলিজন্ ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিচার করিবার নিমিত্ত তাদৃশ আয়াস স্বীকার করিতে হইত না,

* বিজ্ঞানকুশল ডাক্তার ড্রেপারের রিলিজন্ ও বিজ্ঞান এই উভয়ের বিরোধ বিষয়ক ইতিহাস (History of the Conflict between Religion and Science) নামক গ্রন্থ যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন যে, ডাক্তার ড্রেপার্ জড়বিজ্ঞানের উন্নতিকেই চরমোন্নতি বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। রিলিজন্ দ্বারা বিশ্বের ব্যাপকতর দৃষ্টি লাভ করা যায় না, সুতরাং বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করিলে, রিলিজন্‌কে অকিঞ্চিৎকর পদার্থ বলিতে হইবে। বিজ্ঞানই মানবের স্থির অবলম্বন, বিজ্ঞান দ্বারাই বিশ্বের প্রকৃত রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, বিজ্ঞান ঈশ্বরের ভীষণতর রূপ আমাদের নয়ন সম্মুখে ধারণ করে ("In that conflict Science alone will stand secure ; for it has given us grander views of the universe, more awful views of God.")। ডাক্তার ড্রেপার রিলিজন্ বলিতে যাহা বুঝিয়াছিলেন, ধর্ম্ম নিশ্চয়ই তৎপদার্থ নহে।

তাহা হইলে, বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে রিলিজন্ বাত্যাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় কম্পান্বিত কলেবর হইত না, তাহা হইলে, বৈজ্ঞানিকের সমীপে রিলিজন্ অকিঞ্চিৎকর পদার্থ জ্ঞানে হেয় হইত না, বিদেশীয় কোবিদগণ, তাহা হইলে, কর্ত্তব্য নীতিকে (Morality) রিলিজনের সীমা বহির্ভূত মনে করিতেন না। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, যাহা হইতে নিত্যানিত্য দ্বিবিধ কল্যাণই সাধিত হয়, যাহা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স (নিশ্চিত শ্রেয়ঃ—স্থির কল্যাণ)-হেতু, তাহা 'ধর্ম্ম'। বিদেশীয় সুধীবর্গ যদি রিলিজন্‌কে এই দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা হইলে, 'রিলিজন্' ও 'ধর্ম্ম' সমান পদার্থ হইত।

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপকারের এই সকল কথা শুনিয়া, ইহারা যুক্তিসঙ্গত কি না, যথাশক্তি তাহা বিচার করিয়াছি। সংশয় দূর করিবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা নাস্তিকতা নহে, বেদের অবিরোধি-তর্ক দ্বারা শ্রুত বিষয়ের অর্থের অনুসন্ধান, শ্রুত বিষয়ের সম্ভাবিতত্বের বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য, আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপকারের মুখ হইতে বহুবার এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি। বিচার করিয়া উপলব্ধি হইয়াছে, আর্যশাস্ত্রপ্রদীপকারের কথা বেদসম্মত, যুক্তি-সঙ্গত। মহর্ষি কণাদ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক এই দ্বিবিধ ধর্ম্মেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বিজ্ঞান যে, ধর্ম্ম পদার্থ হইতে ভিন্ন সামগ্রী নহে, মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক দর্শন পাঠ করিলে, অসন্দিগ্ধভাবে তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ভূত ও শক্তিবিষয়ক সমীচীন জ্ঞান যে, ধার্ম্মিকের কদাচ উপেক্ষণীয় নহে, ধার্ম্মিকের যে ভূত ও শক্তি-বিষয়ক জ্ঞানার্জ্জনের প্রয়োজন আছে, মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক দর্শন পাঠ করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। মহর্ষি কণাদ ভূত ও শক্তিবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনকে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিরূপ পুরুষার্থের সাধনবিশেষ বলিয়াছেন, সার্ব্বভৌম সত্যের রূপাবলোকনই যে, মানুষের সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থসিদ্ধির হেতু, মহর্ষি কণাদ তাহাই বুঝাইয়াছেন, সত্যই যে, বেদ-বোধিত ধর্ম্মের স্বরূপ, মহর্ষি কণাদ তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছেন,

মহাভারতের ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদ পাঠ করিলেও স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়, সত্য, সুখ, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বেদ ইহারা এক পদার্থেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম।*

যথার্থ বিজ্ঞান কি ঈশ্বর ও ঈশ্বরের উপাসনাকে ত্যাগ করিতে পারেন ?

জিজ্ঞাস্য হইবে, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান যদি ভিন্ন পদার্থ না হয়, তাহা হইলে, এই উভয়ের মধ্যে এত বিরোধ থাকিবার কারণ কি ? তাহা হইলে, বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মানুষ্ঠাতাকে বিজ্ঞানালোকবিহীন মনে করেন কেন ? ঈশ্বরবিশ্বাস যে অসভ্যোচিত, বৈজ্ঞানিকেরা তৎপ্রতিপাদনার্থ বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন, লিখিয়া থাকেন কেন ? ধর্ম্মানুষ্ঠাতারাই বা কি নিমিত্ত সাধারণতঃ বিজ্ঞান-বিদ্বেষী হইয়া থাকেন ? বৈজ্ঞানিক হইলে কি, ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজন থাকে না ? ঈশ্বরোপাসনা কি, বস্তুতঃ মূর্খের কার্য্য ? বর্ব্বরোচিত ব্যাপার ?

যে ঈশ্বর জ্ঞান-বিজ্ঞানময়, যে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বরের সত্তাতেই সকলে সত্তাবান্, যে ঈশ্বর লোকত্রয়কে

* "ভৃগুরুবাচ। সত্যং ব্রহ্ম তপঃ সত্যং সত্যং সৃজতি চ প্রজাঃ। সত্যেন ধার্য্যতে লোকঃ স্বর্গং সত্যেন গচ্ছতি॥

* * *। তত্র যৎ সত্যং স ধর্ম্মো যো ধর্ম্মঃ স প্রকাশো যঃ প্রকাশস্তৎসুখমিতি। তত্র যদনৃতং সোঽধর্ম্মো যোঽধর্ম্মস্তত্তমো যত্তমস্তদ্দুঃখমিতি॥"—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়।

সত্যই যে বেদবোধিত ধর্ম্মের স্বরূপ, তাহা ঋগ্বেদের তৃতীয়াষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়, অষ্টমাষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়, এবং শতপথব্রাহ্মণের চতুর্দ্দশ কাণ্ড পাঠ করিলে পাঠক তাহা জানিতে পারিবেন।

ধরিয়া আছেন, যে ঈশ্বর স্থাবর-জঙ্গম জগতের নিয়ন্তা—রাজা, যে ঈশ্বর সকলের অন্তর্যামী, প্রাণিগণের অন্তরে থাকিয়া যিনি সকলকে শিক্ষা প্রদান করেন; যিনি আত্মদ, বলদ, মনুষ্যাদি নিখিল জীব ও অমরবৃন্দ যাঁহার আজ্ঞা অবনতশিরে পরিপালন করিয়া থাকেন, যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, যাঁহার ছায়া—আশ্রয়, 'আমি তোমার' বলিয়া যাঁহার শরণাগত হওয়া সর্ব্বসুখের কারণ, সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায়, মোক্ষলাভের একমাত্র কারণ, যাঁহাকে বিস্মৃত হওয়া, যাঁহার প্রপন্ন না হওয়া নরক হেতু, বেদ বলিয়াছেন, তাঁহার উপাসনা না করিয়া, তাঁহার শরণাগত না হইয়া কেহ কি থাকিতে পারে? † অপরিচ্ছিন্ন সৎকে, অনন্ত জ্ঞানকে, অপরিমিত আনন্দকে ত্যাগপূর্ব্বক কেহ কি ক্ষণকালও অবস্থান করিতে সমর্থ হয়? অতএব প্রকৃত বিজ্ঞান কখন ঈশ্বরকে ত্যাগ করিতে পারে না, যথার্থ বৈজ্ঞানিক কদাচ ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাহা হইলে, বিজ্ঞান (Science) ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেন, বৈজ্ঞানিকগণ ঈশ্বর-বিশ্বাসকে বিজ্ঞানবিহীন মূর্খের কার্য্য বলিয়া থাকেন, ঈশ্বরোপাসনা বর্ব্বরোচিত ব্যাপার বলিয়া উপহাস করেন, ইহা কি মিথ্যা?

নিশ্চয় মিথ্যা। যথার্থ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানময়কে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে কি? প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সকল কর্ম্মই ঈশ্বরোপাসনা ভিন্ন অন্য

† "য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ। যস্য ছায়াঽমৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

" * * * যস্য পরমাত্মনশ্ছায়াঽঽশ্রয়ঃ শরণাগতত্বমমৃতং মোক্ষহেতুর্যস্যা-শরণাগতত্বং মৃত্যুর্নরকহেতুঃ। * * ।"—তৈত্তিরীয়ারণ্যক ভাষ্য।

ঋগ্বেদের এই মন্ত্রের সায়ণভাষ্য একটু অন্যরূপ, যথা:—" * * * অমৃতং * * তদপি যস্য প্রজাপতেঃ ছায়া ছায়েব ভবতি মৃত্যুর্যমশ্চ প্রাণাপহারী ছায়েব ভবতি * * ৮ ", অর্থাৎ, মৃত্যু এবং অমৃত, উভয়ই যাঁহার ছায়া, উভয়ই যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে ইত্যাদি।

'বিজ্ঞান' শব্দ ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। * ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গীতার সপ্তম অধ্যায়ে স্বানুভবার্থে 'বিজ্ঞান' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন ("জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।")। কূর্ম্মপুরাণে নির্ম্মল, নির্ব্বিকল্প, অব্যয়, ব্রহ্মজ্ঞান বুঝাইতে বিজ্ঞান শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। † সায়ান্স্ (Science) শব্দ ইদানীং বিজ্ঞান শব্দ দ্বারা অনূদিত হইয়া থাকে। অমরসিংহ বিজ্ঞান শব্দের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, ইংরাজী সায়ান্স্ (Science) কথাটী তদর্থেরই বাচক। কি পাশ্চাত্য দর্শন, কি বিজ্ঞান (Science) এতদুভয়ের কেহই স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সীমা অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক বা সমর্থ নহেন। বিজ্ঞানবিৎ টিন্ড্যাল্ স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, বিজ্ঞান (Science) প্রকৃতির (Nature) আদ্যন্তের কোন সমাচার জানে না। এই রহস্যের উদ্ভেদার্থ বিজ্ঞান কর প্রসারণ করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই, ইহা দুর্ভেদ্য রহস্য। ‡ পূজ্যপাদ ভার্গব শিবরামকিঙ্করের ঈশ্বরানুগ্রহ নামক সম্ভাষণ পাঠপূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, জার্ম্মণ দেশীয় জড়ৈকত্ববাদী অধ্যাপক হেকেল্ বলিয়াছেন, যাহারা যথার্থ বিজ্ঞানপদবাচ্য, তৎসমুদায় প্রত্যক্ষসমবায়, সকল বিজ্ঞানই প্রত্যক্ষ

---

* "বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥"—কঠোপনিষৎ। "সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানম্।"—ঐতরেয় আরণ্যক।

ইহা উহা হইতে বিশিষ্ট, এইরূপ বিবেকবুদ্ধিই এস্থলে 'বিজ্ঞান' শব্দের অভিপ্রেত অর্থ ("বিজ্ঞানং ইদমস্মাদ্বিশিষ্টমিত্যেবমাদিবিবেকঃ।"—সায়ণভাষ্য।)

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। * * * সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি স বিজ্ঞানোভবতি স বিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি।"—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

† "তস্মাদ্বিজ্ঞানমেবাস্তি ন প্রপঞ্চো ন সংস্থিতিঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং লোকে বিজ্ঞানং তেন মুহ্যতি॥

বিজ্ঞানং নির্ম্মলং সূক্ষ্মং নির্ব্বিকল্পং যদব্যয়ম্। অজ্ঞানমিতরৎ সর্ব্বং বিজ্ঞানমিতি তন্মতম্॥"—কূর্ম্মপুরাণ, উপরিবিভাগ, ২য় অধ্যায়।

‡ "Science understands much of this intermediate phase of things that we call nature, of which it is the product; but science knows

হইতে জন্মলাভ করে। বৈজ্ঞানিক অনুভব দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারাই (Observation and Experiment) হইয়া থাকে। হেকেলের মতে কেবল বিচার (Reasoning) দ্বারাই আমরা জগদ্বিষয়ক বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, বিচার দ্বারাই আমাদের জগৎ সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান প্রশ্ন সকলের সমাধান হইয়া থাকে, বিচারশক্তিই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান (Gift) বিচারশক্তিই মানুষের একমাত্র অসাধারণ অধিকার (Prerogative) ইহাই বস্তুতঃ মানুষকে ইতর প্রাণিগণ হইতে পৃথক্ করে। হেকেল্ বলিয়াছেন, এখনও অনেকে ঈশ্বরসম বিচারশক্তি ব্যতীত জ্ঞানার্জ্জনের ঐশ উন্মেষ (Revelation) আপ্তোপদেশকে স্থিরতর মার্গ বলিয়া বিশ্বাস করে। বিনা বিলম্বে এইরূপ অনিষ্টকর ভ্রমকে আমাদের প্রোৎসারিত করা কর্ত্তব্য। অধ্যাপক হেকেল্ ঐশ উন্মেষ বা অলৌকিক আপ্তোপদেশ ও বিশ্বাস বিষয়ক তথ্যকে (Truth of faith) বুদ্ধিপূর্ব্বক অথবা অবুদ্ধি পূর্ব্বক প্রতারণামূলক বলিয়াছেন। * 'শিবরাত্রি ও শিবপূজাতে' উক্ত হইয়াছে, অন্নপূর্ণা উপনিষদে, পদ্মপুরাণে, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বিচারের বহু প্রশংসা এবং বিচার বিহীনের বহু নিন্দা আছে। যাহার চিত্ত সর্ব্বদা বিচারপর নহে, অন্নপূর্ণা উপনিষৎ ও পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন, তাহাকে মৃত বলিয়াই জানিবে, শ্বাস, প্রশ্বাস, আহার প্রভৃতি জীবিতের কর্ম্ম করিলেও সে বস্তুতঃ জীবিত

---

nothing of the origin or destiny of nature. Who or what made the Sun, and gave his rays their alleged power? who or what made and bestowed upon the ultimate particles of matter their wondrous power of varied interaction? Science does not know the mystery, though pushed back, remains unaltered".—Fragments of Science, Vol. II, p. 52.

* "By reason only can we attain to a correct knowledge of the world and a solution of its great problems. Reason is man's highest gift, the only prerogative that essentially distinguishes him from the lower animals. * * * Yet the opinion still obtains in many quarters that, besides our god-like reason, we have two further (and

নহে, তাহার জীবন অনর্থক। * * * এমন কোন বিষয় নাই, যাহার স্বরূপ বিনা বিচারে নির্ণীত হয়, বিচারই সাধুদিগের গতি, বিচার না করিলে, মোহভঙ্গ হয় না, অজ্ঞানের নাশ হয় না; বিচার ব্যতীত বিদ্বান্‌দিগের অন্য উপায় নাই, বিচার দ্বারাই ধীমান্‌দিগের বল, বুদ্ধি, তেজঃ, প্রতিপত্তি, ক্রিয়ানুষ্ঠান এই সমুদায় সফল হয়, কি যুক্ত, কি অযুক্ত, কি সত্য, কি মিথ্যা, তাহা নিশ্চয় করিবার পথে বিচার মহাদীপ-স্বরূপ। যথোচিত বিচারশক্তির অভাব বশত'ই মানুষ শিবের স্বরূপ জানিতে পারে না, যাঁহা হইতে প্রকৃত কল্যাণ হয়, যিনিই বস্তুতঃ কল্যাণময়, তাঁহাকে জানিতে চায় না, তাঁহাকে জানিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করে না। যাঁহারা নাস্তিক, যাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান্‌কে, সর্ব্বশক্তির কেন্দ্রভবনকে ত্যাগ করিয়া, পরিচ্ছিন্ন সুখের জন্য ক্ষুদ্র বা পরিচ্ছিন্ন শক্তির উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে,—'কেবল বিচার দ্বারাই, আমরা শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, বিচার দ্বারাই দুর্ব্বিজ্ঞেয় জাগতিক রহস্যের ভেদ হইয়া থাকে, বিচারশক্তিই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান, অসাধারণ অধিকার, ইহাই ইতর জীবসঙ্ঘ হইতে মানুষকে বিশেষিত করে'। দুঃখের সহিত বলিতেছি, বিচারের বিশুদ্ধ বা পূর্ণ রূপ ইহাঁরাও দেখেন নাই। যদি তাহা দেখিতেন, তাহা হইলে, নাস্তিক হইতেন না, তাহা হইলে, শিবই যে বস্তুতঃ শিব, শিবই যে, বিচারশক্তির মূল প্রসূতি, শিবই যে, সর্ব্ববিধ সুখের দাতা, শিবই যে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশ

even surer!) methods of receiving knowledge—Emotion and Revelation. We must at once dispose of this dangerous error. Emotion has nothing whatever to do with the attainment of truth. * * * And the same must be said of the so-called "revelation" and of the "truths of faith" which it is supposed to communicate; they are based entirely on a deception, consciously or unconsciously * * "—*The Riddle of the Universe*, P. 6—7.

কর্ত্তা, শিবই যে, বিশ্বের ধ্রুব আধার—অবিচালি বিশ্রামস্থল, বিনা আপত্তিতে তাঁহারা তাহা স্বীকার করিতেন। বেদ হইতেই বিচারশক্তির স্ফুরণ ও প্রসারণ হইয়া থাকে, বেদই বিচারশক্তির কেন্দ্রভবন। বেদ বিশ্বের প্রাণশক্তি, বেদই বিশ্বের মন বা হিরণ্যগর্ভ; মহীধর তা'ই বলিয়াছেন, শিব শাস্ত্রাদিরূপে জ্ঞান প্রদান করেন, বেদ-শাস্ত্রময় শিবের জ্ঞানপ্রদত্বই মোক্ষসুখকারিত্ব, শিব বেদশাস্ত্র দ্বারা অজ্ঞানকে প্রোৎসারণ পূর্ব্বক মোক্ষপ্রদ জ্ঞান দান করেন বলিয়াই তাঁহার মোক্ষকারিত্ব সিদ্ধ হয়। বিচার ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না; বিচারশক্তি বেদ বা শিব হইতে স্ফুরিত হয়, সম্প্রসারিত হয়। জলাশয়ে লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ করিলে, যেমন চক্রাকার গতি উৎপন্ন হইতে হইতে তীরে গিয়া লাগে, সেইরূপ সর্ব্বগত—সর্ব্বব্যাপক সংবিৎ—চিৎশক্তি, প্রাণস্পন্দন দ্বারা চিত্তভূমিতে তরঙ্গ উৎপাদন করে। ইহা হইতে বিচারশক্তির স্ফুরণ হয়, সম্প্রসারণ হয়। * * * বিচার যে, বেদমূলক, বিচার হইতে যে, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। * * * প্রাণের স্পন্দন যদি ছন্দানুসারে হয়, তাহা হইলে, বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় বিচারশক্তির স্ফুরণ হইবেই, যিনি বিচারবিহীন, তমোগুণের আধিক্য ও সত্ত্বগুণের হ্রাস বশতঃ যাঁহার বিচারশক্তির (আকাশে স্পন্দন কম হইলে, যেমন আলোকের অভিব্যক্তির হ্রাস হয়, সেইরূপ) স্ফুরণ হয় না, তিনি মৃত বা জড়বৎ, সন্দেহ নাই।

অধ্যাপক হেকেল্ যে বিচারশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, যাহাকে ঈশ্বরসম বলিয়াছেন, তিনি যে বিচারের প্রকৃতরূপ দেখিতে পান নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। যে হেকেল্ ঐশ উন্মেষকে, অলৌকিক প্রত্যক্ষকে বুদ্ধিপূর্ব্বক অথবা অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রতারণামূলক বলিয়াছেন, যে হেকেল্ 'নেচার (Nature) বলিতে আমি যৎপদার্থকে লক্ষ্য করি, তদ্ব্যতীত কোন অতিপ্রাকৃতিক (Super-natural) ও আধ্যাত্মিক (Spiritual)

রাজ্য আছে কিনা তাহা আমি জানি না, ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের কল্পিত কথায়—উপাখ্যানে কিংবা আধ্যাত্মিক বিদ্যায় কল্পনা ও নিজ মতানুসারে যে সমস্ত অতিপ্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থ বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা কেবল কাব্য (Mere Poetry), তাহারা কল্পনার বিজৃম্ভণ (An outcome of imagination),—যে হেকেল্ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, * তিনি যে, যথার্থ বিজ্ঞানের রূপ দেখিতে পান নাই, তাঁহার বিচারশক্তি যে নিতান্ত পরিচ্ছিন্ন ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থসমূহই জ্ঞানের একমাত্র বিষয় নহে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামই জ্ঞানকরণ নহে। কি সত্য, কি মিথ্যা, তাহা স্থির করিতে হইলে, প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে, প্রমাণ দ্বারাই সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ন্যায়দর্শনপ্রণেতা মহর্ষি গোতমের এবং ন্যায়ভাষ্যকর্ত্তা বাৎস্যায়ন মুনির "তত্ত্বজ্ঞান সমাধিবিশেষের অভ্যাস দ্বারা হইয়া থাকে", এই কথা যে সত্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সমাধি দ্বারা নির্ধৌতমল প্রমাণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পাতঞ্জল দর্শনে যোগজ প্রজ্ঞাকে 'ঋতম্ভরা' বলা হইয়াছে। ঋত শব্দের অর্থ সত্য; যে প্রজ্ঞা ঋত (সত্য) ভিন্ন অন্য কাহাকেও ধারণ করে না, যে প্রজ্ঞাতে মিথ্যাজ্ঞানের লেশ নাই, তাহাই 'ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা'। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাই যথার্থ বিজ্ঞান।

ঈশ্বর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অবেদ্য, পরোক্ষ বা অলৌকিক পদার্থ, অতএব স্থূল প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমাণ প্রমাণ দ্বারা অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর পদার্থের সিদ্ধি—স্বরূপাবগতি হইতে পারে না। যে বিজ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থকে দেখিতে পায় না, সে বিজ্ঞান

* "Whether there is a realm of the supernatural and spiritual beyond nature we do not know. All that is said of it in religious myths and legends, or metaphysical speculations and dogmas is mere poetry and an outcome of imagination."—*The Wonders of Life, p. 39.*

দ্বারা যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। যে বিজ্ঞান দ্বারা অলৌকিক পদার্থকেও জানিতে পারা যায়, সেই বিজ্ঞান দ্বারাই ঈশ্বরের স্বরূপ পূর্ণভাবে অবধারিত হইয়া থাকে। সাংখ্যকারিকাতে ও পূর্ব্ব মীমাংসাদর্শনে উক্ত হইয়াছে, মহদাদির সৃষ্টিক্রম, স্বর্গ, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অপূর্ব্ব ও দেবতাদির জ্ঞান প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা হয় না, এই সকল অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান একমাত্র শাস্ত্র বা আপ্তোপদেশ দ্বারাই হইতে পারে।

বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ পুরুষ ছিলেন, আছেন। গ্রোভ্ ঈশ্বরেচ্ছাকেই নিখিল কার্য্যের মূল কারণ বলিয়াছেন, বিশ্বের সৃষ্টি যে ঈশ্বরকৃতি, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। রসায়নতন্ত্রকুশল বুক্নার্ অনন্তজ্ঞানময়, আমাদের সমন্তাৎ বিদ্যমান, আমাদের অন্তরে, আমাদের পার্শ্বে, আমাদের ঊর্দ্ধে প্রদীপ্যমান ঈশ্বর পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

জিজ্ঞাস্য হইবে, যে বিজ্ঞানের সেবা করিয়া হেকেল্, বুক্নার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ ঈশ্বরকে তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই বিজ্ঞানের সেবক হইয়াও, রাত-দিন সেই বিজ্ঞানের সঙ্গ করিয়াও গ্রোভ্, টেট্, কুক্ প্রভৃতি যে, ঈশ্বরবিশ্বাসী হইয়াছিলেন, তাহার কারণ কি?

পূজ্যপাদ ভার্গব শিবরাম কিঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইয়াছি, বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সনাতন প্রসূতি বেদপ্রাপ্ত প্রতিভাই, জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময় শিবকৃপাই তাহার কারণ। 'বিচার' পদার্থ সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারিলে, যথোক্ত সমাধানের তাৎপর্য্য সুখবোধ্য হইবে। ধীমান্ বৈজ্ঞানিক হিচ্কক্ বলিয়াছেন, বিজ্ঞান (Science) পরমেশ্বরের ভূত ও ভৌতিক পদার্থ এবং মনের উপরি কর্তৃত্বের—ক্রিয়াকারিত্বের ইতিহাস। * পূজ্যচরণ ভার্গব শিবরাম

* "Scientific truth is but another name for the laws of nature. And a law of nature is merely the uniform mode in which the Deity

কিঙ্কর তাঁহার 'বেদ বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস' শীর্ষক প্রস্তাবে বলিয়াছেন, হিচ্‌কক্ বিজ্ঞানের যে লক্ষণ বলিয়াছেন, তদনুসারে আমরা বেদকেই প্রকৃত বিজ্ঞান বলিয়া অবধারণ করিয়াছি। জগৎকে বিশ্লেষ করিলে, প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজঃ ও স্থিতিশীল তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ও চিন্ময় পুরুষ এই দুইটী পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা নিবিষ্ট চিত্তে বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, যাঁহারা বৈদিক প্রতিভাবিশিষ্ট, আমাদের বিশ্বাস, বিজ্ঞান যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির যথাপ্রয়োজন স্মৃতিপূর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। ভূততন্ত্র (Physics), রসায়নতন্ত্র (Chemistry), জ্যোতিষ (Astronomy) ইত্যাদি বিজ্ঞান শাখা সমূহ যে সকল সত্য বা ধর্ম্মের স্বরূপ বর্ণন করেন, বা করিবার চেষ্টা করেন, তাহারা ত্রিগুণাত্মক জগতের ইন্দ্রিয়গম্য সত্য বা ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অতএব বেদই বিশুদ্ধ বা যথার্থ বিজ্ঞান। জড়বিজ্ঞান যে সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন না, যে সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান ব্যতিরেকে মানব কৃতকৃত্য হইতে পারেনা, যাহা না জানিলে, মানবের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ হয়না, যাহাকে না পাইলে, মানবের ঈপ্সিততম সমধিগত হয় না, বেদ ভিন্ন কেহ তৎপদার্থের সন্ধান দিতে পারেন না, অণুবীক্ষণ-দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রসমূহের অদৃশ্য পদার্থের সন্দর্শনের বেদই একমাত্র দর্শন। শাস্ত্র এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, বেদ ভিন্ন আর কেহ প্রকৃত ধর্ম্মাভিধায়ক নহেন, মুমুক্ষু মানবের বেদ ভিন্ন অন্য আশ্রয়ণীয় পদার্থ নাই। অতএব বেদই যথার্থ বিজ্ঞান, যথার্থ বেদজ্ঞই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক। স্থূল প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান, এই প্রমাণদ্বয়ের অজ্ঞেয় পদার্থ জানিবার উপায়, 'আপ্তোপদেশ'। শাস্ত্রোক্তলক্ষণবিশিষ্ট

operates in the created universe. It follows, then, that science is only a history of the divine operations in matter and mind".—*The Religion of Geology by Edward Hitchcock, D. D., LL. D., p. 290.*

আপ্তোপদেশই জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল প্রসূতি, তর্ক-বিচার (Reason), দর্শন, পরীক্ষা (Observation, Experiment) ইহারা মূলতঃ আপ্তোপদেশকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। পূজ্যপাদ ভার্গব শিবরামকিঙ্কর স্বপ্রণীত ঈশ্বরানুগ্রহ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, শাস্ত্রোক্তলক্ষণবিশিষ্ট আপ্তোপদেশই জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল প্রসূতি, এই কথা ইদানীং অনেকের কাছে (বিশেষতঃ স্থূলপ্রত্যক্ষবাদীদিগের সমীপে) সারহীন রূপেই প্রতীয়মান হইবে। আপ্তোপদেশই যে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, সন্দর্শন ও পরীক্ষা যে, মূলতঃ আপ্তোপদেশকে আশ্রয় করিয়া থাকে, নির্ব্বিতর্ক সমাধিই যে, পর (শ্রেষ্ঠ) প্রত্যক্ষ, ঈশ্বরানুগ্রহ নামক সম্ভাষণে এবং শিবরাত্রি ও শিবপূজা নামক গ্রন্থে তাহা বিশদভাবে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। "বৈদিক আর্য্য স্বভাবতঃ ঈশ্বরভক্ত" অবিকৃত—স্বভাবে স্থিত, বেদপ্রাণ বৈদিক আর্য্য যে, স্বভাবতঃ ঈশ্বরভক্ত, 'বৈদিক আর্য্য স্বভাবতঃ রাজভক্ত' নামক গ্রন্থে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝান হইয়াছে। স্থূল গ্রাহ্য বিষয়ক সমাধি হইতেই যে, জড়বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে, হইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, যোগ ব্যতিরেকে যে, কোনরূপ পুরুষার্থের সিদ্ধি হয় না, আরাধ্যপদ ভার্গব শিবরামকিঙ্করের কৃপায় তাহার যথার্থভাবে অনুভব হইয়াছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিনা ঈশ্বরবিশ্বাস, ঈশ্বরানুরাগ হইতে পারে না। দুর্ভাগ্য বশতঃ যাঁহারা ঈশ্বরকে যথার্থভাবে জানিতে পারেন না, ঈশ্বরের প্রকৃত পূজা বা উপাসনা করিতে সমর্থ হ'ন না, তাঁহারাও যে স্থূলভাবে ঈশ্বরকে মানিয়া থাকেন, স্থূলভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা'তে তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। 'শিব' ও 'শিবা' যে অভিন্ন, 'শিব+শিবাই যে ঈশ্বর,' 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা' পাঠ করিলে,তাহা অসন্দিগ্ধভাবে প্রতিপন্ন হইবে। যে হেকেলই বলিয়াছেন, 'ম্যাটার' (Matter) কখনও যে, 'স্পিরিট্' (Spirit) ব্যতিরেকে অবস্থান বা ক্রিয়া করিতে পারেনা, এবং 'স্পিরিট্' যে কখন ম্যাটার ব্যতিরেকে অবস্থান করেনা, গেটের (Goethe) সহিত আমার এই বিষয়ে মতৈক্য

আছে।* আমার বিশ্বাস, তিনি জীবিত থাকিলে, 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা'তে শিব ও শিবার স্বরূপ যে ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইলে, আনন্দিত হইতেন, উপকৃত হইতেন। 'হেকেল্', 'হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার', 'হক্স্লী' প্রভৃতি জড়ৈকতত্ত্ববাদীরা যে, জড়বাদের উপরি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন নাই,আরাধ্যপাদ ভার্গব শিবরামকিঙ্কর বহু স্থলে তাহা বিশদ ভাবে সপ্রমাণ করিয়াছেন। যিনি শক্তির পূজা করেন, যিনি ভূত ও শক্তির নিত্যত্ব অঙ্গীকার করেন, পূর্ণত্বপ্রাপ্তি ভিন্ন পরিণামক্রমের (Evolution) পরিসমাপ্তি হয় না, যিনি এই কথা মানিয়াছেন, বিশুদ্ধভাবে না হইলেও, তিনি যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন, তিনি যে, ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া, জগতে কেহ কি থাকিতে পারেন? "উপাস্যের সহিত উপাসকের সম্মিলিত হইবার চেষ্টাই জগতের জগত্ত্ব" পূজ্যপাদ ভার্গব শিবরামকিঙ্করের এই অমূল্যোপদেশের মূল্য কত, তাহা চিন্তনীয়। ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ, সুতরাং জগৎ হইতে অভিন্ন; প্রকৃতিকে অন্তরালে (মধ্যে) রাখিয়া ঈশ্বর জগৎ উৎপাদন করেন; ঈশ্বর প্রকৃতি হইতে অভিন্ন, জগৎ প্রকৃতি হইতে অভিন্ন, অতএব ঈশ্বর ও জগৎ অভিন্ন। 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা'র এই সকল কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হইলে, ঈশ্বরের স্বরূপাবগতি হইবে, ভাগ্যবানের ঈশ্বর-বিষয়ক বিপ্রতিপত্তির নিরাস হইবে। 'ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ', 'ঈশ্বর শক্তি-স্বরূপ', 'ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যস্বরূপ', 'ঈশ্বর বলস্বরূপ', 'ঈশ্বর বীর্য্যস্বরূপ', 'ঈশ্বর তেজঃস্বরূপ', ঈশ্বরের এই যাড়্গুণ্য বেদ-শাস্ত্রে পরিগীত হইয়াছে। জিজ্ঞাস্য হইবে, 'তবে ঈশ্বরকে নির্গুণ বলা হয় কেন?' 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা'তে

* "On the contrary, we hold with Goethe, that "matter cannot exist and be operative without spirit, nor spirit without matter."—*The Riddle of the Universe, P. 8.*

এই প্রশ্নের যেরূপ সমাধান করা হইয়াছে, তাহার সারাংশ হইতেছে, প্রাকৃত গুণ ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে পারেনা, এই নিমিত্ত ঈশ্বরকে নির্গুণ বলা হইয়াছে ("অপ্রাকৃতগুণস্পর্শং নির্গুণং পরিগীয়তে। শৃণু নারদ! যাড়্গুণ্যং কথ্যমানং ময়ানঘ॥"—অহির্বুধ্ন্য সংহিতা)। প্রতীচ্য ঈশ্বর-তত্ত্বচিন্তকদিগের মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বরের শক্তিময় রূপের, তাঁহার ঋতময় রূপের, তাঁহার প্রেমময় রূপের, (God revealed as Power, God revealed as Righteousness, God revealed as Love) স্বরূপ বর্ণনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের যাড়্গুণ্যের তত্ত্ব অবগত হইলে, সুখী হইবেন, লাভবান্ হইবেন।

যথার্থ বিজ্ঞান ও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক যে, ঈশ্বরকে ত্যাগ করিতে পারেন না, যথার্থ বিজ্ঞান যে, ঈশ্বর বা প্রকৃতিরই তত্ত্বান্বেষণ করেন, মানব যে, প্রকৃতির নিকট হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা করে, প্রকৃতির নিকট হইতেই, প্রকৃতির ইতিহাস শ্রবণ করে, 'বেদ বিশ্ব জগতের নিত্য ইতিহাস' নামক সম্ভাষণে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রকৃতি ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানোপদিষ্ট নেচার্ (Nature) যে সমান পদার্থ নহে, টিন্ড্যাল্, হেকেল্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের বচন হইতেই তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। 'ঈশ্বর' ও 'কাল', প্রকৃতি বা স্বভাবের নামান্তর ("ঈশঃ কালশ্চেতি স্বভাবস্যৈব নামান্তরম্।"—নীলকণ্ঠকৃত মহাভারত টীকা), অহির্বুধ্ন্য সংহিতাতেও এই কথা স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব মানব প্রকৃতির নিকট হইতেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা করে, প্রকৃতির নিকট হইতেই প্রকৃতির ইতিহাস শ্রবণ করে, এই সকল কথার পরিবর্ত্তে মানব ঈশ্বর বা কালের নিকট হইতেই প্রাকৃতিক ইতিহাস অবগত হয়, সর্ব্বজ্ঞ নিত্য ঈশ্বর হইতেই ব্রহ্মাদি গুরু-পরম্পরা ক্রমে জগতে নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার হয়, এই কথা বলা যাইতে পারে। পাতঞ্জলদর্শন এইজন্য ঈশ্বরকে আদিগুরু বলিয়াছেন, ("স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।—

পাংদং ২।৯৬)। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের জ্ঞানই 'বেদ' শব্দের প্রকৃত অর্থ। শক্তি হইতে শক্তিমানের ভেদ বাস্তব নহে। অতএব ঈশ্বর, কাল, প্রকৃতি হইতে বেদও অভিন্ন পদার্থ। অতএব ইহা অবাধে বলা যাইতে পারে, যে বিজ্ঞান অজ্ঞানবশতঃ ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেন, যে বৈজ্ঞানিক ঐশ উন্মেষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল প্রভব বলিতে অনিচ্ছুক, সে বিজ্ঞান বিজ্ঞান-পদবাচ্য নহে, সে বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক নাম ধরিবার অযোগ্য। প্রকৃত বিজ্ঞান ও যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর বা প্রকৃতির উপাসনা করিয়া থাকেন। এখন 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা'তে যে যে বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহা জানাইব। 'ধর্ম্ম বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা', 'ধর্ম্মেই সর্ব্ব পদার্থ প্রতিষ্ঠিত, শ্রুতিব্যাখ্যাত এই ধর্ম্ম পদার্থ ও রিলিজন্ কখন সমান পদার্থ হইতে পারে না। যথোক্ত ধর্ম্ম ও প্রকৃত বিজ্ঞান যে, অভিন্ন সামগ্রী, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যোগদ্বারা আত্মদর্শন, ঈশ্বর সাক্ষাৎ করাই পরম ধর্ম্ম। অন্তর্ম্মুখী ও বহির্ম্মুখী, জগতের এই দ্বিবিধ গতি, জগৎ একবার কেন্দ্র হইতে বাহিরে এবং অন্যবার বাহির হইতে কেন্দ্রের অভিমুখে গমন করে। কেন্দ্র হইতে বাহিরে আগমন এবং বাহির হইতে কেন্দ্রাভিমুখে গমন এই দ্বিবিধ গতিই জগতের জগত্ত্ব বা জগতের ধর্ম্ম। বাহির হইতে কেন্দ্রাভিমুখে গমনই 'ঈশ্বরোপাসনা' বা 'যোগ'। অতএব বলা যাইতে পারে, ঈশ্বরোপাসনা বা যোগ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মানুষ যখন কেন্দ্রাভিমুখে গমন করে, তখন তাহার চিত্তে নিরোধশক্তির প্রাবল্য হয়, সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, তখন তাহার চিত্তে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঈশ্বরানুরাগ প্রভৃতি সাত্ত্বিক গুণের বিকাশ হইয়া থাকে, তখনই মানব স্বভাবতঃ বিচার-পরায়ণ হয়, ধ্যাননিরত হয়, আত্মদর্শনেচ্ছু হয়। যে গতি যে পরিমাণে কেন্দ্রাভিমুখী হয়, অপরিণামিভাবের সমীপবর্ত্তিনী হয়, সে গতি সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট; শ্রুতি এই গতিকে 'প্রেতি' (প্রকৃষ্ট গতি) বা ধর্ম্ম

বলিয়াছেন।* মর্ত্ত্যধামে প্রকৃত মনুষ্যই 'প্রেতি' বা ধর্ম্ম (মনুষ্য বৈ ধর্ম্মো" * * *—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ-সংহিতা)। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপে ধর্ম্ম ও প্রকৃত ধার্ম্মিকের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ এই সকল কথা উক্ত হইয়াছে। জড়বিজ্ঞান 'সরল' (Rectilinear) ও বক্র (Curvilinear) এই দ্বিবিধ গতির বর্ণন করিয়াছেন। যে গতি গন্তব্যদিক্ পরিত্যাগ করে না, অর্থাৎ যে গতি গন্তব্যাভিমুখে একতানে প্রবাহিত হয়, তাহা সরলগতি। বেদে ইহাকে 'প্রেতি' (প্রকৃষ্টগতি) বা ধর্ম্ম এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে। কথা হইল, কেন্দ্র বা ঈশ্বরাভিমুখা গতিই প্রকৃষ্ট গতি বা প্রকৃত ধর্ম্ম। বৈদিক আর্য্যজাতি স্বভাবতঃ আধ্যাত্মিক, স্বভাবতঃ ঈশ্বরপরায়ণ, স্বভাবতঃ সদ্গুণ-বিভূষিত। এই নিমিত্ত এই জাতির সকল কর্ম্মই ধর্ম্মমূলক, সকল কর্ম্মই যজ্ঞ, পূজা বা উপাসনা। ঈশ্বরের উপাসনা করিব কেন, ঈশ্বর নামক পদার্থ যে আছেন, তাহার প্রমাণ কি, অসভ্য বা অর্দ্ধ সভ্যেরাই ঈশ্বরবিশ্বাসবান্ হয়, ঈশ্বরের উপাসনা করে, অবিকৃত বৈদিক আর্য্য সন্তানদিগের মনে এই জাতীয় প্রশ্ন, এই প্রকার ভাব কখন উদয় হয় না, হইতে পারে না। বৈদিক আর্য্যজাতির ঈশ্বরই আত্মা, ঈশ্বরই প্রাণ, ঈশ্বরই মন, ঈশ্বরই সর্ব্বস্ব। বিপদে, সম্পদে, জাগরণে, স্বপ্নে, বৈদিক আর্য্যজাতির হৃদয়ে নিয়ত ঈশ্বর পূজিত হইয়া থাকেন, বৈদিক আর্য্যজাতির মুখ হইতে সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হয়। 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা'তে এই সকল কথাই বিশেষতঃ বর্ণিত হইয়াছে। 'শিব' কে, 'রাত্রি' কোন্ পদার্থ, 'শিবরাত্রি'

* একাগ্রতা বা সমাধিই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির কারণ, আর্থার্ লোভেল্ (Arthur Lovell) যে, অনেকতঃ তাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত বাক্য সমূহ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইবে।—

"Concentration, therefore, as a science and an art, has its subject-matter naturally divided into two main divisions, for, it has to deal with motion to and from a given centre.

Concentration without is illustrated when the individual does work

শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, শিবরাত্রিতে শিবপূজা করিলে বিশেষ ফল প্রাপ্তি হইবার কারণ কি, 'পূজা' কাহাকে বলে, কিরূপে যথার্থভাবে পূজা করিতে হয়, 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা'তে বিশদভাবে তাহা উক্ত হইয়াছে।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা নামক গ্রন্থের প্রয়োজন।

অবিকৃত বৈদিক আর্য্যসন্তানগণের মধ্যে সকলেই শিবরাত্রি ব্রত করেন, নর, নারী, বালক, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেই পরমোল্লাসে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। বৈষ্ণব শিবরাত্রি ব্রত করেন, শাক্ত শিবরাত্রি ব্রত করেন, গাণপত্য শিবরাত্রি ব্রত করেন, সৌর শিবরাত্রি ব্রত করেন। স্বভাবে স্থিত বৈদিক আর্য্যসন্তানগণ পঞ্চোপাসক। বৈদিক আর্য্যজাতি ত এখন মুমূর্ষু, তথাপি মনে হয়, শিবরাত্রিতে এই জাতির প্রাণ যেন সমুত্তেজিত হইয়া থাকে, বৈদিক আর্য্যসন্তানগণ যে, এখনও জীবিত আছে, শিবরাত্রিতে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করা যায়। হিমালয় হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত এমন গৃহ থাকে না, যে গৃহ শিবরাত্রিতে 'শিবঃ' 'শিবঃ' 'শিবঃ' প্রাণপ্রদ এই পবিত্র মধুময় ধ্বনি দ্বারা নিনাদিত না হয়। আহা! শিবরাত্রিতে বোধ হয়, কল্যাণময়, করুণাবরুণালয় শিব তাঁহার প্রিয়তম বৈদিক আর্য্যসন্তান-গণকে এখনও একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই; আহা!

---

upon Nature, such as learning a trade, a profession, a science, an art, or carrying on a business, etc.. to which he devotes his whole attention. * * * Concentration within is illustrated when the individual thinks of 'God', 'Spirit', 'Heaven', 'Religion', 'worship', 'Peace' 'Nirvana', 'Eternity', ".—*Concentration, p. 19—20.*

আশুতোষ যে, অল্পেই তুষ্ট হ'ন, শিবরাত্রিতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যয়। বহু বৎসর ৺কাশীধামে বাস করিবার ভাগ্য হইয়াছিল, শিবরাত্রিতে বিশ্বনাথধামে যাহা দেখিয়াছি, তাহা অনির্ব্বচনীয়, তেমন জীবন্তভাব অন্য কোন দিন, অন্য কোন স্থানে দেখি নাই। শিবরাত্রিতে প্রেমময় শিব তাঁহার সন্তানদিগকে আকর্ষণ করেন, তাই তাঁহার সন্তানগণ এই শুভদিনে যিনি তাহাদের প্রাণের প্রাণ, যিনি তাহাদের মনের মন, যিনি তাহাদের আত্মার আত্মা, তাঁহাকে তাহারা বুঝিতে পারে, তাহাদের স্মৃতিপথে তাহা জাগিয়া উঠে, আহা! সব ছাড়িয়া কোনদিকে না তাকাইয়া, প্রাণের প্রতি একটু মমতা না রাখিয়া, শিবকে দেখিবার নিমিত্ত ধাবমান হয়। তা'ই বলিতেছি, শিবের আকর্ষণ না হইলে, শিবের জন্য এমন টান হইতে পারে না। এই অপূর্ব্ব মনোরম দৃশ্য দেখিয়া সংকল্প হইয়াছিল, শিব ও শিবরাত্রির প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাহা জানিব, এবং শিবভক্ত বৈদিক আর্য্যসন্তান-দিগকে তাহা জানাইব। রমা হইতে আমার সে সংকল্প সিদ্ধ হইল। রমাকে ভৃগুদেব বড় দয়া করেন, তা'ই বোধ হয়, তাঁহার প্রেরণায় পূজ্যপাদ ভার্গব শিবরাম কিঙ্করের রমাকে শিবরাত্রি ও শিবপূজা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার প্রবৃত্তি হইয়াছিল। আমার দৃঢ় ধারণা, বর্ত্তমানকালে, অনেকেই উপাসনা ও উপাস্যের বিজ্ঞান জানেন না, শিবরাত্রিতে উপবাস করেন, রাত্রিজাগরণ করেন, শিবের পূজা করেন, কিন্তু কেন করেন, শিব কি, শিবরাত্রি কি? পূজা কাহাকে বলে, কিরূপে পূজা করিতে হয়, অনেকেই যথার্থভাবে তাহা অবগত নহেন, অনেকেরই তাহা জানিবার যথার্থ ঔৎসুক্য নাই। অধিক কি বলিব, একজন মহারাষ্ট্রদেশীয় বেদপাঠী, বিবিধশাস্ত্রকুশল, এম, এ, এম, ডি, যিনি বিলাতে গিয়া মোক্ষমূলরকেও স্বীয় অদ্ভুত বেদস্মৃতিশক্তি দ্বারা আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া-ছিলেন, শিব ও শিবপূজা সম্বন্ধে স্বপ্রণীত গ্রন্থে যেরূপ মত প্রকাশ

করিয়াছেন, তাহা যথার্থ শিবভক্তের কদাচ শ্রোতব্য নহে, যথার্থ শিবভক্ত তাহা শ্রবণ করিলে ব্যথিতহৃদয় হইবেন, সন্দেহ নাই। দেশের অবস্থা কীদৃশ মলিন হইতেছে, বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের কিরূপ দুর্গতি হইতেছে, তাহা ভাবিলে বস্তুতঃ হৃদয় বিদীর্ণ হয়। উপাসনাই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির একমাত্র সাধন, কি জাগতিক উন্নতি, কি আধ্যাত্মিক উন্নতি, সমাধি ব্যতিরেকে কোন প্রকার উন্নতিই হইতে পারে না। অতএব যাহাতে যথার্থভাবে উপাসনা হয়, আত্ম-কল্যাণার্থীর তাহা জানিবার চেষ্টা হওয়া উচিত। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা যথার্থভাবে শিবরাত্রি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, যথার্থভাবে শিবপূজা করিবার নিমিত্ত যাঁহারা অভিলাষী, তাঁহারা 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা' পাঠ করিলে বিশেষতঃ উপকৃত হইবেন। ইতি—

প্রকাশকস্য।

শ্রীশ্রীসদাশিবঃ

শরণং।

রমাবোধ।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর।

জিজ্ঞাসু—রমা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শিবরাত্রি কি, এবং কিরূপে ভাল করিয়া শিবপূজা করিতে হয় ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্ন।

জিজ্ঞাসু—দাদা! শিবরাত্রি কি? শিবরাত্রিতে অনেকে উপবাস করেন, শিবপূজা করেন, রাত্রি জাগরণ করেন, কেন করেন? শুনিয়াছি, শিবরাত্রিতে উপবাস করিলে, রাত্রি জাগরণ করিলে, প্রহরে প্রহরে শিবপূজা করিলে, আশুতোষ বড় সন্তুষ্ট হন, যে যাহা চায়, তাহাকে তাহা দেন, শিবরাত্রি ব্রত করিলে, শিব যে বিশেষতঃ সন্তুষ্ট হন তাহার কারণ কি? শিবচতুর্দ্দশীতে উপবাস করিলে ও রাত জাগিলে, আশুতোষের সন্তোষ হয় কেন, আমার তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। কিরূপে শিবপূজা করিতে হয়, আমি তাহা জানিনা, ভাল করে শিবপূজা করিতে ইচ্ছা হয়, আপনি দয়া করে আমাকে ভাল করে শিবপূজা করিতে শিখাইয়া দিন, শিবচতুর্দ্দশী ব্রত করিলে শিব কেন বিশেষতঃ সন্তুষ্ট হন তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—শিবরাত্রি কি, শিবরাত্রি ব্রত করিলে, আশুতোষ বিশেষতঃ সন্তুষ্ট হন কেন, উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করিলে কি ফল হয়, তাহা জানা উচিত, আমি তোমাকে এই সকল বিষয় যথাসম্ভব স্পষ্ট ক'রে বুঝাইয়া দিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। "শিবরাত্রি" কাহাকে বলে, তাহা জানিতে হইলে, প্রথমে "শিব" ও "রাত্রি" এই শব্দদ্বয়ের অর্থ কি তাহা জানিতে হইবে। 'উপবাস' ও 'রাত্রিজাগরণ' করিলে কি ফল হয়, তাহা বুঝিতে হইলে, "উপবাস" কাহাকে বলে, 'রাত্রি' ও 'জাগরণ' এই শব্দদ্বয়ের মূল অর্থ কি, তাহা অবগত হইতে হইবে। পূজা কি? যথার্থভাবে পূজা করিতে হইলে, কি করিতে হয়, তাহা না জানিলে, কেহ যথার্থভাবে পূজা করিতে পারে না। অতএব ভাল ক'রে পূজা করিতে হইলে, "পূজা" কাহাকে বলে, কিরূপে পূজা করিতে হয়, আগে তাহা অবগত হইতে হইবে। তুমি যাহাতে যথার্থভাবে পূজা করিতে সমর্থ হও, আমি তোমাকে সেইরূপ উপদেশ দিব।

জিজ্ঞাসু—দাদা! বহুবার আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, শব্দের অর্থ না জানিলে জ্ঞান হয় না, অর্থ না জানিয়া শব্দের উচ্চারণ করিলে, মন্ত্রজপ করিলে, বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। আমি কোন শব্দেরইত ঠিক অর্থ জানি না, আমার কি হবে দাদা? যে সকল শব্দের ব্যবহার করি, কি করে আমি তাহাদের অর্থ জানিব? মুখে "শিব" "শিব" বলি, কিন্তু "শিব" কে, তাহাত জানিনা। শিবের ছবি দেখিয়াছি, শিবপূজা করিবার সময়ে সেই ছবি ভাবিবার চেষ্টা করি, পূজা করিতে হইলে ধ্যান করিতে হয়, শিবের "ধ্যায়েন্নিত্যং" ইত্যাদি ধ্যান কণ্ঠস্থ করিয়াছি, শিবপূজা করিবার সময়ে সেই কণ্ঠস্থ ধ্যানের আবৃত্তি করি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি না, শিবের ধ্যান-কালে কতকগুলি শব্দেরই উচ্চারণ করিয়া থাকি, মনে মনে যে সকল শব্দ উচ্চারণ করি, তাহাদের যে কি অর্থ, তাহা জানি না। মনে হয়, কতকগুলি শব্দের, যাহাদের অর্থ জানিনা, তাহাদের উচ্চারণ, ধ্যান নয়, ইহা করিয়া

আনন্দ হয় না। যে সকল শব্দের উচ্চারণ করি, তাহাদের অর্থ জানিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। "শিব ভগবান্", "শিব পরমাত্মা" অনেকেই এই কথা বলেন, কিন্তু ইহা শুনিয়া আমার তৃপ্তি হয় না, 'শিব'কে, তাহা জানিতে পারিলাম না বলিয়া, আনন্দ হয় না, 'শিব ভগবান্,' 'শিব পরমাত্মা', 'শিব', কে? এই প্রশ্নের এই প্রকার উত্তর দেওয়া শক্ত নয়, আমিও অন্যের কাছ থেকে শুনিয়া, 'শিব', কে, এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিতে পারি। 'ভগবান্' কি, পরমাত্মা কোন সামগ্রী, তাহাই ত জানিনা, অতএব 'শিব ভগবান্' 'শিব পরমাত্মা' এই কথা শুনিয়া 'শিব,' কে, তাহা জানিব কেমন ক'রে?

বক্তা—রমা! তোমার কথা শুনে আমার খুব আহ্লাদ হচ্চে। যাঁহাকে জানিনা, যাঁহার সহিত পরিচয় নাই, তাঁহাকে ধ্যান করা যায় না। 'ধ্যায়েন্নিত্যং' ইত্যাদি শব্দ সমূহের অর্থ না জানিয়া উচ্চারণ করিলে যে, শিবের ধ্যান হয় না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি তোমাকে পরে বুঝাইয়া দিব, "শিব" শব্দের অর্থ না জানিয়া, "শিব" শব্দের অর্থের ভাবনা না করিয়া, অন্য বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে মুখে 'শিব' 'শিব' শব্দ উচ্চারণ করিলে, জপ হয় না, এই প্রকার জপ করিলে, জাপক (যিনি জপ করেন) জপের ফল পান না, হৃৎপদ্মে আরাধ্য দেবকে দেখিতে সমর্থ হন না। ধ্যানে যে মনোহর রূপ বর্ণিত হইয়াছে, সে মনোহর রূপ তাঁহার চিত্তে প্রতিফলিত হয় না।

জিজ্ঞাসু—দাদা! যথার্থভাবে ধ্যান করিতে পারিলে কি শিবকে দেখিতে পাওয়া যায়? 'শিব' শব্দের অর্থের ঠিক ভাবে ভাবনা করিতে করিতে জপ করিলে কি শিব দেখা দেন?

বক্তা—তাহাতে কি, বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে রমা!

জিজ্ঞাসু—আপনাকে যেমন ভাবে দেখিতেছি, শিবকে, কি তেমনি ভাবে দেখা যায়? কষ্ট হ'লে, যেমন আপনাকে ডাকি, আমার ডাক

শুনিয়া, আপনি যেমন তখনি উত্তর দেন, 'কেন ডাকিতেছ ?' 'কি হয়েছে রমা,' জিজ্ঞাসা করেন, কষ্ট দূর করে দেন, শিবকে কি তেমনি ভাবে দেখা যায় ? কষ্ট হলে শিবকে ডাকিলে কি, তিনি তখনি উত্তর দেন ? 'কি হয়েছে রমা' জিজ্ঞাসা করেন, কষ্ট দূর করিয়া দেন ?

বক্তা—আমাকে যেমন ভাবে দেখিতেছ, ঠিক তেমনি ভাবে শিবকে দেখিবার প্রবল ইচ্ছা হইলে, তুমি তেমনি ভাবেই শিবকে দেখিতে পাইবে। শিব সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান, ইচ্ছামাত্রে তিনি শরীর ধারণ করিতে পারেন, তিনি করুণাসাগর, স্বতন্ত্র হইলেও, তিনি ভক্তপরতন্ত্র, তিনি ভক্তগম্য। ভক্ত ডাকিলে, তিনি উত্তর দেন, দেখিতে চাহিলে, দেখা দেন, তিনি সদা ভক্তপালনে তৎপর, ভক্তের কষ্ট নিবারণ করা তাঁহার স্বভাব। তবে 'শিব', কে, তাহা জানিতে হইবে, 'শিব' তোমার কে, তাহা স্থির হওয়া চাই, 'শিব' সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি সব করিতে পারেন, তিনি ভক্তাধীন, তিনি প্রেমপারাবার, তিনি করুণাবরুণালয় (দয়ার সাগর) হৃদয়ে এইরূপ অচল বিশ্বাস থাকা চাই।

জিজ্ঞাসু—দাদা ! 'শিব' আমার কে ? 'শিব' আমার কে, তাহা না জানিলে, শিবকে দেখিতে পাওয়া যায় না কেন ? শিব করুণাময়, তিনি 'সর্ব্বশক্তিমান্' 'শিব ভক্তাধীন', ইহা না জানিয়া, যদি কেহ দুঃখে পতিত হ'য়ে তাঁহাকে ডাকে, শিব কি, তাহার ডাক শুনেন না ? তাহার দুঃখ দূর করেন না ?

বক্তা—কষ্ট হ'লে, তুমি আমাকে ডাক, মাকে ডাক, বাবাকে ডাক, অন্যান্য আত্মীয়জনকে ডাক, কিন্তু যাঁহাদের চেন না, যাঁহাদের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ আছে বলে তুমি জান না, তাঁহাদিগকে ডাক কি ? "আমার দুঃখ দূর করে দিন," তাঁহাদের কাছে কি, এইরূপ প্রার্থনা কর ? যাঁহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই, তুমি কি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা কর ?

জিজ্ঞাসু—দাদা! আপনার মুখে শুনিয়াছি, 'শিব সকলের', 'শিব সর্ব্বজ্ঞ,' জ্ঞানী, অজ্ঞানী, পাপী, পুণ্যবান্, ধনী, নির্ধন, সকলেই তাঁহার সন্তান, তবে তিনি জ্ঞানহীন সন্তানকে কৃপা করিবেন না কেন? যে তাঁহাকে ডাকিতে জানে না, যে তাঁহাকে মাতা-পিতা বলিয়া বুঝেনা, বিশ্বমাতা, বিশ্বপিতা সেই মূঢ় সন্তানকে স্বয়ং দেখা দিবেন না কেন? প্রার্থনা না করিলেও, তাহার কষ্ট নিবারণ করিবেন না কেন?

বক্তা—'শিব সকলেরই শিব,' 'সকলেই তাঁহার সন্তান', 'তিনি সর্ব্বজ্ঞ', 'তিনি সর্ব্বশক্তিমান,' 'সকল সন্তানকেই তিনি সমভাবে পালন করেন', এই কথা সত্য, আবার 'শিব ভক্তাধীন,' 'ভক্তসন্তান তাঁহার প্রিয়তর,' 'ভক্ত ডাকিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন', 'ভক্ত দেখিতে চাহিলে', তিনি তখনি দেখা দেন, এ কথাও মিথ্যা নহে।

জিজ্ঞাসু—এই দুই কথাই সত্য? এই দুই কথাই কিরূপে সত্য হইতে পারে, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—এই দুই কথাই যে সত্য, তোমাকে তাহা বুঝাইতে হইলে, "শিব" কে, "শিব" শব্দের অর্থ কি ইত্যাদি কতিপয় বিষয় তোমাকে আগে বুঝাইতে হইবে। 'শিব কে', তুমিত তাহা জান না, তুমি আমার মুখ হইতে শুনিয়াছ মাত্র, "শিব সকলেরই শিব" 'সকলেই তাঁহার সন্তান,' কিন্তু "শিব সকলেরই শিব", 'সকলেই তাঁহার সন্তান' এই সকল কথার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তোমার অদ্যাপি ঠিক জানা হয় নাই। অতএব "শিব, কে" তাহা শ্রবণ কর। "শিব কে" তাহা বুঝাইবার পর, তোমার মনে যে সকল প্রশ্ন উঠিয়াছে, আমি তাহাদের উত্তর দিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শিব কে ? "শিব" শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। যাঁহাতে সকলে
শয়ন করে, তিনি 'শিব', শিবের এই অর্থের তাৎপর্য্য।
ভক্তিই ভগবান্‌কে দেখিবার সর্ব্বাপেক্ষায় সুলভসাধন।
'শম্ভব', 'ময়োভব', 'শঙ্কর', 'ময়স্কর', 'শিব',
'শিবতর', এই সকল শব্দের অর্থ। সংসারে
আস্তিক ও নাস্তিক চিরদিনই আছেন,
চিরদিনই থাকিবেন।

জিজ্ঞাসু—"শিব", কে, তাহা শুনিতে অত্যন্ত কৌতূহল হচ্চে।

বক্তা—স্থায়ী ও প্রকৃত কৌতূহল হইলে, যথার্থ জিজ্ঞাসা হইলে, মঙ্গলময়, করুণাসাগর, বিশ্বের নিত্য অনুগ্রহ শক্তি শিবের অনুগ্রহে 'শিব', কে, তাহা তুমি জানিতে পারিবে।

"শী" ধাতু হইতে "শিব" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "শী" ধাতুর অর্থ শয়ন করা, নিদ্রা যাওয়া। যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, যাঁহাতে বা যৎ-কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সকলে অবস্থান করে, যিনি সকলের আধার, যাঁহা হইতে সকলে উৎপন্ন হয়, স্থিতি কালে যাঁহাতে ধৃত হইয়া থাকে, লয় কালে যাঁহাতে লীন হয়, তিনি "শিব"। অথবা যিনি বিকার রহিত, যাঁহার কখনও কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, যিনি সর্ব্বদা একভাবে অবস্থান করেন, নির্ব্বিকার বলিয়া সদা শান্ত বলিয়া, যিনি তরঙ্গরহিত সমুদ্রের ন্যায়, সুষুপ্তের মত সর্ব্বদা স্থিরভাবে বিদ্যমান তিনি "শিব"। পরিবর্ত্তন (একভাব হইতে অন্যভাব প্রাপ্তি) যাহার স্বভাব, সেই জগৎ যে স্থির—ধ্রুব আধারে শয়ন করিয়া থাকে, তিনি "শিব" ("শেতে তিষ্ঠতি নন্দরতিভ্যাং ন

বিক্রিয়তে—গুণাবস্থারহিতঃ শান্তঃ শিবঃ শম্ভুঃ।"—উণাদিবৃত্তি) কেহ কেহ বলিয়াছেন, যিনি অশুভের হ্রাস করেন, অশুভ বা অকল্যাণকে কমাইয়া দেন, বিনাশ করেন, যিনি সুখস্বরূপ, মঙ্গলময়, তিনি "শিব"।*

জিজ্ঞাসু—"যাঁহাতে জগৎ শয়ন করে", এবং যিনি, স্বয়ং সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকেন, যিনি সকলকে ধরিয়া রাখেন, যিনি সুখময়, তিনি "শিব" আমি এই সকল কথার মানে কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাতে সকলে শয়ন করে, এই কথার অর্থ কি? আমরা যাহাতে শয়ন করি, তাহাকে, বিছানা (শয্যা) বলে।

বক্তা—তুমি যাহাতে শয়ন কর, সেই বিছানা, কাহা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া থাকে?

জিজ্ঞাসু—খাট, চৌকী অথবা ভূমি বা পৃথিবী কর্ত্তৃক তাহা ধৃত হইয়া থাকে।

বক্তা—"ভূমি" বা "পৃথিবী" কি, তাহাত জানন। "ভূমি" বা "পৃথিবী" কাঁহা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া থাকে, তাহা চিন্তা কর, তাহা জানিবার চেষ্টা কর।

জিজ্ঞাসু—আমিত চিন্তা করিতে জানি না, কিরূপে চিন্তা করিতে হয় দাদা! চিন্তা করা কাহাকে বলে?

বক্তা—যে বিষয়ের চিন্তা করিবে, মনকে সেই বিষয়েই ধরিয়া রাখিতে হয়, মনকে সেই বিষয়ে ধরিয়া রাখিতে পারিলে, সেই বিষয় হইতে মন অন্য বিষয়ে না যাইতে পারে, এইরূপ যত্ন করিলে ক্রমশঃ তদ্বিষয়ে চিন্তা করা হয়।

জিজ্ঞাসু—কি ক'রে চিন্তা করিতে হয়, চিন্তা করা কাহাকে বলে, তাহাত এখনও বুঝিতে পারিলাম না। মন যে চঞ্চল, মন যে, সর্ব্বদা

* "শ্যতিতনুকরোত্যশুভমিত্যৌণাদিকাৎ শ্যতেডির্বঃ।—অমরকোষ, রঘুনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃত টীকা।

এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে যায়, তাহা বুঝিতে পারি। "মন" কি দাদা?

বক্তা—এই দেখ রমা, কিরূপে চিন্তা করিতে হয়, তাহা তুমি শিখিতেছ।

জিজ্ঞাসু—কি শিখিতেছি, আমি ত তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

বক্তা—মনকে এক বিষয়ে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে, ভগবানের নিয়মানুসারে তদ্বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে, ইহা কি, ইহা কেন, মনে সেই বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকে। সতত চঞ্চল চিত্তে তাহা হয় না, যাহাদের চিত্ত যত অস্থির, তাহাদের চিন্তাশীলতা তত কম। "চঞ্চল মনকে স্থির করিবার উপায় কি" তাহা বুঝাইবার সময়ে তোমাকে চিন্তা করা কাহাকে বলে, মনের স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইব, আপাততঃ "যাঁহাতে সকলে শয়ন করে" শিবের এই অর্থের অভিপ্রায় কি, তাহাই শ্রবণ কর।

জিজ্ঞাসু—"যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব", শিবের এই অর্থের তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—"যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব", এই কথা শুনিয়া তোমার কি মনে হচ্চে?

জিজ্ঞাসু—শিবকে ভগবান্ বলেই জানি, ভগবান্ বলেই শিবের পূজা করি। কিন্তু ভগবান্ কি বস্তু, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না। "যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি ভগবান্ শিব", এই কথা শুনিয়া আমার মনে হচ্চে, মানুষ যখন ক্লান্ত হয়, রোগ বা অন্য কারণজনিত দুর্ব্বলতা বশতঃ যখন ব'সে থাক্‌তে পারে না, চলিতে পারে না, দাঁড়াইতে পারে না, মানুষ তখন শয়ন করে, বিশ্রাম করে, ঘুমাইয়া থাকে। ক্লান্ত, দুর্ব্বল, রুগ্ন ও বিশ্রাম-প্রার্থী যাঁহার কোলে শয়ন করে, যিনি ইহাদিগকে ধরিয়া রাখেন, ঘুম-পাড়ান, তিনি শিব, ইহাই কি, "শিব" শব্দের অর্থ? কিন্তু শিবের এইরূপ অর্থ হইতে শিবের (যে শিবকে ভগবান্ বলে পূজা করি) স্বরূপ সম্বন্ধে আমার তৃপ্তিজনক জ্ঞান হয় নাই।

বক্তা—যাহাতে যাহা ধৃত হইয়া থাকে, তাহাকে তাহার আধার বলে। কার্য্য মাত্রেই (যাহার জন্ম হয়, যাহা অবস্থান করে, যাহার বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ হয়, তাহা কার্য্য) কোন আধারে ধৃত হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—"কার্য্যমাত্রেই কোন আধারে ধৃত হইয়া থাকে" এই কথার অর্থ কি ?

বক্তা—কার্য্য পদার্থ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি ?

জিজ্ঞাসু—যাহা জন্মায়, কিছুকাল অবস্থান করে, যাহার বৃদ্ধি ও বিপরিণাম হয়, যাহার ক্রমশঃ অপক্ষয় হয়, এবং পরিশেষে যাহা অদৃশ্য হয়, যাহাকে আর দেখা যায় না, আপনার মুখ হইতে কার্য্য পদার্থের স্বরূপ বিষয়ে এই সকল কথা শুনিয়াছি।

বক্তা—এতদ্দ্বারা কার্য্য পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু ধারণা হয় নাই কি ?

জিজ্ঞাসু—ধারণা হইয়াছে, আমরা যাহাদিগকে দেখি, শুনি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যাহাদিগকে সৎ বলিয়া উপলব্ধি করি, তাহারা কার্য্য পদার্থ।

বক্তা—যাহাদের অস্তিত্ব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে, তাহারা যে কার্য্য পদার্থ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কার্য্য পদার্থ মাত্রের স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ অবস্থা।

জিজ্ঞাসু—কার্য্য মাত্রের স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ অবস্থা এই কথার অর্থ কি, স্পষ্ট ক'রে তাহ বলুন।

বক্তা—'কার্য্য মাত্রের কারণ আছে', তুমি এই কথা বহুবার শুনিয়াছ, সম্ভবতঃ স্বয়ং এই কথার ব্যবহারও তুমি করিয়া থাক। যাহা ব্যক্ত হয়, যাহা অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অবস্থাতে আগমন করে তাহা যে, অন্তর্বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা বিশিষ্ট, তাহা বুঝিতে পার কি ?

জিজ্ঞাসু—যে অবস্থা হইতে যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা স্থূল অবস্থাতে আগমন করে, সেই অবস্থাকে "অন্তঃ" শব্দ দ্বারা, এবং ব্যক্ত—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অবস্থাকে 'বহিঃ' শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করিতেছেন কি ?

বক্তা—হাঁ, মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, কার্য্য পদার্থের অন্তর্বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা, যাহা কার্য্য নহে, যাহা জন্মাদি বিকাররহিত, তাহার অন্তর্বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা নাই, তাহার এক অবস্থা।* যাহা স্থূল, তাহা কার্য্য, যাহা সূক্ষ্ম, তাহা কারণ। যাহা পরম কারণ, যাহা কাহার কার্য্য নহে, যাহা অন্তর্বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থাবিহীন, তৎপদার্থ ছাড়া সকল পদার্থেরই স্থূল সূক্ষ্ম বা অন্তর্বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে।

যাহা বাস করে,—অবস্থান করে, যাহা বস্তু (যাহা বাস করে—অবস্থান করে, তাহা 'বস্তু', বস্তু শব্দের ইহাই মূল অর্থ), যাহার অস্তিত্ব আমাদের উপলব্ধি হয়, তাহা নিশ্চয়ই কোন আধার-শক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া অবস্থান করে, এইরূপ বিশ্বাস আমাদের সহজ। ইহা এই স্থানে, এই আধারে আছে বা নাই, ভাব বা অভাব এই দ্বিবিধ পদার্থের চিন্তাতেই, এইরূপ আধার শক্তির দিকে সকলের দৃষ্টি পতিত হয় ("ইদমত্রেতি ভাবানাম-ভাবানাং চ কল্প্যতে।"—মঞ্জুষা)।

জিজ্ঞাসু—সব বুঝিতে না পারিলেও, এই সকল কথা শুনিয়া আনন্দ হইতেছে। আধার শক্তির স্বরূপ কি, কোন্ পদার্থ কার্য্য পদার্থ মাত্রকে ধরিয়া আছেন? কোন্ পদার্থ কর্তৃক ধৃত হইয়া, কার্য্য পদার্থ মাত্রেই অবস্থান করিতেছে?

বক্তা—ভাবমাত্রের আধারশক্তি আকাশাশ্রয়া, আকাশই সকল পদার্থ ধারণ করিয়া আছে।

জিজ্ঞাসু—যে আকাশ সকল পদার্থকে ধারণ করিয়া আছে, সেই 'আকাশ' নামক পদার্থের স্বরূপ কি?

বক্তা—যে আকাশ নামক পদার্থ সর্ব্ব পদার্থকে ধরিয়া রাখিয়াছে, সেই আকাশ পদার্থের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য আমি তোমাকে প্রথমে 'বিয়ৎ'

* "অন্তর্বহিশ্চ কার্য্যদ্রব্যস্য কারণান্তরবচনাদি কার্য্যে তদভাবঃ"—ন্যায়দর্শন ৪।২।১৮

'ব্যোম', 'বর্হি', ও 'অন্তরিক্ষ' এই শব্দ চতুষ্টয়ের (ইহারা আকাশেরই বাচক—আকাশেরই প্রতিশব্দ) অর্থক, তাহা বলিব।

যাহা বিরত হয় না,—যাহা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, তাহার নাম "বিয়ৎ"। যাহা নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া বিদ্যমান, যাহাতে সকল বস্তু ধৃত হইয়া আছে, যৎপদার্থ সকলকে রক্ষা করিতেছে, তাহা 'ব্যোম'। প্রাণিগণ যাহাতে বর্দ্ধিত হয়,—যাহা বিভু, তাহা 'বর্হি'। সমস্ত ভূতের মধ্যে যাহা শান্ত বা নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান করে, বিনাশী—পরিণামী—পরিবর্ত্তনশীল বস্তু সকলের মধ্যে যাহা অবিনাশী—অপরিণামী—পরিবর্ত্তনরহিত তাহা 'অন্তরিক্ষ'। তুমি যদি যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও মননশীল হইতে, তাহা হইলে, 'বিয়ৎ', 'ব্যোম' ইত্যাদি শব্দ চতুষ্টয়ের অর্থ অবগত হইয়া তোমার চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইত, তুমি তাহা হইলে, অনুভব করিতে পারিতে, এক একটী সাধু শব্দই এক একটী পূর্ণ বিজ্ঞান, তাহা হইলে, তোমার বিশ্বাস হইত, জড় বৈজ্ঞানিকগণ ইথার, তাপ, তড়িৎ, আলোক প্রভৃতি পদার্থ সমূহের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, গভীর গবেষণা করিয়াছেন এবং তাহা করিয়া, এই সকল পদার্থ সম্বন্ধে ইহাঁদের যেরূপ অনুমান হইয়াছে, 'বিয়ৎ', 'ব্যোম' প্রভৃতি শব্দ-চতুষ্টয়ের যথোক্ত ব্যুৎপত্তি গর্ভে সেইরূপ অনুমানের বিশুদ্ধ ও ব্যাপকতর রূপ বিরাজ করিতেছে। 'বিয়ৎ' প্রভৃতি আকাশপর্য্যায় (আকাশের প্রতিশব্দ) শব্দ চতুষ্টয়ের ব্যুৎপত্তি হইতে সর্ব্বব্যাপিনী-আধার শক্তিই যে, 'আকাশ' পদার্থ, তাহা উপলব্ধি হইবে। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "আকাশ হইতেই ভূত সকলের উৎপত্তি হয়, আকাশেই ইহাদের লয় হইয়া থাকে। স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল যখন আকাশ হইতে উৎপন্ন এবং আকাশেই যখন ইহারা বিলীন হইয়া থাকে, তখন আকাশই সকলের প্রধান, আকাশেই সর্ব্বভূত প্রতিষ্ঠিত আছে।"*

*"অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি

জিজ্ঞাসু—'আকাশ' শব্দ এখানে কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ?

বক্তা—'আকাশ' শব্দটী এখানে পরমাত্মার বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদে সর্ব্বভাবের অবিভক্ত—অখণ্ডিত, অপরিচ্ছিন্ন আত্মা বা পরম কারণ বুঝাইতে 'পরম ব্যোম' এই শব্দটীর প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ("সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্"—ঋগ্বেদসংহিতা)। অথর্ব্ববেদসংহিতা বলিয়াছেন, ব্যাকৃত বা ব্যক্ত জগৎ ওতপ্রোত ভাবে যাহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে, যে অব্যাকৃত (অব্যক্ত) সূত্রে বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে, যিনি তাহা অবগত হইয়াছেন, ব্যাকৃত জগদাধারের আধারকেও যিনি বিদিত হইয়াছেন, তিনিই পরব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়াছেন, ("যো বিদ্যাৎ সূত্রং বিততং যস্মিন্নোতাঃ প্রজা ইমাঃ। সূত্রং সূত্রস্য যো বিদ্যাৎ স বিদ্যাৎ ব্রাহ্মণং মহৎ॥"—অথর্ব্ববেদসংহিতা ১০।৮।৩৭)।

জিজ্ঞাসু—ব্যাকৃত বা ব্যক্ত জগৎ কোন্ অব্যাকৃত সূত্রে বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে ?

বক্তা—ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু, প্রাতঃস্মরণীয়া গার্গী দেবীর পবিত্র হৃদয়ে একদিন এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল। পরম কারুণিক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের চরণ ধারণ পূর্ব্বক গার্গীদেবী একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ভগবন্! শুনিয়াছি, কার্য্য মাত্রের কারণ আছে, সকল কার্য্যই অন্তর্ব্বহির্ভাবে ব্যবস্থিত, তা'ই জানিতে চাই, দ্যুলোকের উর্দ্ধ, ভূলোকের অধঃ, দ্যুলোক-ভূলোকের মধ্য এবং ভূত (অতীত), ভবৎ—বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাব সমূহ, এক কথায় বিশ্বজগৎ কোন্ অব্যাকৃত সূত্রে ওত-প্রোতভাবে বিদ্যমান' ? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর এইরূপ জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত বলিয়াছিলেন, 'গার্গি! দ্যুলোকের উর্দ্ধ, ভূলোকের অধঃ, দ্যুলোক-ভূলোকের মধ্য এবং ভূত—অতীত, ভবৎ—বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাবজাত যে অব্যাকৃত সূত্রে বদ্ধ হইয়া অবস্থান

ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।''—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

করিতেছে, তাহার নাম 'আকাশ''। গার্গী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে আকাশে ব্যাকৃত জগৎ ধৃত হইয়া আছে, ভগবন্! সেই আকাশ কোন্ আধারে ওত-প্রোত ভাবে অবস্থান করিতেছে? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর এই প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম হইতেছে, অক্ষর পরব্রহ্মই আকাশকে ধরিয়া আছেন, অক্ষর (ক্ষয় রহিত) পরব্রহ্মই অন্তরতম, ইনিই সকল কার্য্যের পরম কারণ, নির্ব্বিশেষ পরমাত্মার গর্ভেই নিখিল কার্য্য পদার্থ ধৃত হইয়া আছে।*

"যাহাতে সকলে শয়ন করে," তিনি 'শিব,' শিবের এই অর্থের তাৎপর্য্য কি, তাহা এইবার কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিবে।

কার্য্য পদার্থ মাত্রের যিনি আধার, তাঁহাতেই সকলে শয়ন করিয়া থাকে, তিনিই সকল পদার্থকে ধরিয়া রাখেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, যাহা কার্য্য, যাহা পরিচ্ছিন্ন, যাহা স্থূল, দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কারণ দ্বারা ব্যাপ্ত। পৃথিবী জল দ্বারা, জল অগ্নি দ্বারা, অগ্নি বায়ু দ্বারা এবং বায়ু আকাশ দ্বারা ব্যাপ্ত। যে পদার্থ যাহার আদি ও লয় স্থান, তৎপদার্থই তাহার মধ্যস্থান—তাহার মধ্যাবস্থা। ভূতপঞ্চক সত্য, পরমাত্মা সত্যের সত্য ("যৎ কার্য্যং পরিচ্ছিন্নং স্থূলং কারণেনাপরিচ্ছিন্নেন সূক্ষ্মেণ ব্যাপ্তমিতি দৃষ্টম্। যথা পৃথিব্যদ্ভিস্তথা পূর্ব্বং পূর্ব্বমুত্তরেণোত্তরেণ ব্যাপিনা ভবিতব্যমিত্যেব * * * তত্র ভূতানি পঞ্চ সংহতান্যে চোত্তরোত্তরং সূক্ষ্মভাবেন ব্যাপকেন কারণরূপেণ চ ব্যবতিষ্ঠন্তে। সত্যঞ্চ ভূতপঞ্চকং সত্যস্য সত্যং চ পরমাত্মা।"—শঙ্করভাষ্য)। অতএব যাহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি 'শিব' এই কথার অর্থ হইতেছে, যিনি সর্ব্বকার্য্যের পরম কারণ, যিনি সকলের পরম আধার, যাঁহাতে সকল পদার্থ ধৃত হইয়া থাকে, যাহা হইতে সর্ব্ব কার্য্যপদার্থের উৎপত্তি হয়, লয় কালে সকল কার্য্য পদার্থ যাহাতে বিলীন হয়, অর্থাৎ যিনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারণ তিনি 'শিব'।

* তস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতপ্রোতশ্চেতি।"—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

জিজ্ঞাসু—বুঝিতে পারিলাম, বুদ্ধিমান, ভাগ্যবান, ‘শিব’ শব্দের এই অর্থ হইতেই, শিবের স্বরূপ জানিতে পারেন। কিন্তু আমার বুঝিবার শক্তি অল্প, ‘শিব’ শব্দের এই ব্যাখ্যা শুনিয়াও ‘যাঁহাতে সকলে শয়ন করে,’ আমি এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, পূর্ণভাবে তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি না।

বক্তা—যথোপযুক্ত সাধন ব্যতিরেকে কোন বিষয়েরই সিদ্ধি হইতে পারে না। অন্তঃকরণের শুদ্ধিই ভগবান্‌কে জানিবার, ভগবান্‌কে পাইবার মুখ্য সাধন। পাপক্ষয় না হইলে, ভগবানে ভক্তি হয় না। তুমি যে পূজা কর, তাহা যথার্থ পূজা নহে। যথার্থভাবে পূজা করিতে হইলে, কি কর্ত্তব্য, আমি তোমাকে তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। ভগবান্ নারদ বলিয়াছেন, ভগবান্‌কে পাইবার যত প্রকার সাধন আছে, তন্মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষায় সুলভ সাধন (“অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ”—নারদভক্তিসূত্র ৫৮)। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয় নাই, তিনি কখন “যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব” এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা অনুভব করিবার যোগ্য হইতে পারেন না।

জিজ্ঞাসু—কিরূপে ভগবানে ভক্তি হয়? ভক্তির সাধন কি?

বক্তা—‘ভক্তিযোগ সাধন’ নামক সম্ভাষণে আমি তাহা বুঝাইব। ভগবানের ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের অনুগ্রহই বস্তুতঃ ভগবানে ভক্তি হইবার মুখ্য সাধন। শ্রুতি ও পুরাণাদি পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, ভগবানের অনুগ্রহ-শক্তিই ‘গুরু’, ভগবানের অনুগ্রহই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায়। “যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব”, এই স্বল্প অক্ষরাত্মক কথার গর্ভে, কত অমূল্য রত্ন বিরাজ করিতেছে, যখন তুমি তাহা জানিতে পারিবে, তখন কৃতার্থ হইবে। ভাবিয়া দেখ, কে সকলকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ? ভাবিয়া দেখ, বিপদে পড়িলে, কে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে

ক্ষমবান্? দুঃখ দূর করিবার শক্তি কাহার আছে? লৌকিক চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তকে কে রোগমুক্ত করিতে পারগ? জীব দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থ বস্তুতঃ কাহার আশ্রয় লইতে চাহে? কাহার চরণে 'আমি তোমার' বলিয়া পুনঃ পুনঃ নমোনমঃ করিতে উৎসুক হয়? শ্রুতি এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—'শম্ভবের', 'ময়োভবের', "শঙ্করের', 'ময়স্করের', 'শিবের', 'শিবতরের' ("নমঃ শম্ভবায় চ, ময়োভবায় চ, নমঃ শঙ্করায় চ, ময়স্করায় চ, নমঃ শিবায় চ, শিবতরায় চ।"—শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা—ষোড়শ অধ্যায়)।

জিজ্ঞাসু—'শম্ভব', 'ময়োভব', 'শঙ্কর', 'ময়স্কর', 'শিব', 'শিবতর', এই সকল শব্দের অর্থ কি?

বক্তা—যাঁহা হইতে সুখ হয়, বাধা দূরীভূত হয়, তিনি 'শম্ভব', অথবা যিনি সুখরূপ—মুক্তিরূপ এবং যিনি ভব বা সংসার রূপ, তিনি 'শম্ভব'। 'ময়' শব্দের অর্থ 'সুখ'; 'ময়' (সুখ) হয় যাঁহা হইতে তিনি 'ময়োভব'। মহীধর বলিয়াছেন, 'যিনি সংসার-সুখপ্রদ', তিনি ময়োভব। যিনি লৌকিক সুখকর, তিনি শঙ্কর। যিনি মোক্ষ সুখকর, তিনি 'ময়স্কর'। ভগবান্ লৌকিক—পরিচ্ছিন্ন বৈষয়িক সুখের দাতা, অপিচ শাস্ত্রাদি রূপে জ্ঞানপ্রদ বলিয়া, তিনি মোক্ষসুখকারী। মহীধরের মতে 'শিব' শব্দ কল্যাণরূপ, নিষ্পাপ এই অর্থের এবং 'শিবতর' শব্দ অত্যন্ত শিব, এই অর্থের বাচক। ভক্তগণকে নিষ্পাপ করেন—বিমল করেন, তাই ভগবান্ 'শিবতর'। উব্বটের মতে 'শিব' শব্দ শান্ত—'নির্ব্বিকার' এবং 'শিবতর' অধিক—নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ বীজ এই অর্থের বোধক।*

---

* "শং সুখং ভবত্যস্মাদিতি শম্ভবঃ। যদ্বা শং সুখরূপশ্চাসৌ ভব সংসার রূপশ্চ মুক্তি রূপো ভবরূপশ্চ তস্মৈ। ময়ঃ সুখং ভবত্যস্মান্ময়োভবঃ সংসারসুখপ্রদঃ তস্মৈ। শং লৌকিকং সুখং করোতি শঙ্করঃ তস্মৈ। ময়ো মোক্ষসুখং করোতি ময়স্করঃ তস্মৈ। * * *

শিবঃ কল্যাণরূপো নিষ্পাপঃ তস্মৈ। শিবতরোঽত্যন্তং শিবো ভক্তানাপি নিষ্পাপান্ করোতি তস্মৈ।"—মহীধর ভাষ্য।

কথা হইল, যিনি সাংসারিক সুখদাতা, যিনি দারিদ্র্য, রোগ প্রভৃতি সাংসারিক বাধা দূর করেন, এবং যিনি জ্ঞান ও ভক্তি দিয়া সংসার হইতে মুক্ত করেন, অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখে সুখী করেন, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করেন, তিনি 'শিব', তিনি 'শম্ভু', তিনি 'শঙ্কর', তিনি 'ময়োভব', তিনি 'ময়স্কর'।

যিনি সাংসারিক সুখদাতা, যিনি দারিদ্র্য, রোগ প্রভৃতি সাংসারিক বাধা দূর করেন এবং যিনি জ্ঞান, ভক্তি দিয়া সংসার হইতে মুক্ত করেন, অপরিচ্ছিন্ন সুখে সুখী করেন, তিনি "শিব", এই সকল কথা শুনিয়া, তোমার কি মনে হচ্চে ?

জিজ্ঞাসু—আমি এই সকল কথার তাৎপর্য্য কি, তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছিনা। ধনাভাব, রোগ প্রভৃতি যে, দুঃখের কারণ, তাহা বুঝিতে পারি। ধনের অভাব দূর হইলে, রোগ হইতে মুক্ত হইলে, সুখ হয়, সন্দেহ নাই। শিব সাংসারিক সুখদাতা এবং তিনি অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখেরও বিধাতা ; আমি কি এই কথার অর্থ বুঝিতে পারি ? দুঃখের অত্যন্ত নির্বৃত্তি এ যাবৎ কখনো হয় নাই, কখনো অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখের দর্শনপাই নাই, অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখ কিরূপ সামগ্রী, আমি তাহা জানি না। 'ধনের অভাব শিব দূর করেন', 'ব্যাধির যাতনা শিব নিবারণ করেন', 'শিব সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নাশ করেন', এই সকল কথা আমার কাছে অর্থ শূন্য বলিয়াই বোধ হইতেছে। ইহারা যে, মিথ্যা কথা, আমার তাহা মনে হচ্চে না বটে, তবে আমি ইহাদের অর্থ কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। মানুষ বিদ্যা, ব্যবসা, কৃষিকার্য্য, শিল্প প্রভৃতি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে, চিকিৎসক প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিয়া রোগমুক্ত হয়, ইহা

"নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ—শিবঃ শান্তো নির্ব্বিকারঃ। শিবতরস্ততো হপ্যধিকো রিনতিশয়সর্ব্বজ্ঞবীজঃ।"—উব্বট ভাষ্য।

জানি, কিন্তু 'শিব' সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশ করেন, শিব সাংসারিক সুখদাতা এবং তিনি অপরিচ্ছিন্ন সুখবিধাতা, একথা বুঝিতে পারিবার ভাগ্য, আমার এখনও হয় নাই। শিবকে কখনো দেখি নাই, শিব ধনের অভাব দূর করেন, শিব রোগের যাতনা নিবারণ করেন,' শিবের সর্ব্বাধার কোলে সকলে শয়ন করে, স্নেহময়ী গর্ভধারিণী যেমন শিশু সন্তানকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়ান, শিবও সেইরূপ সকল সন্তানকে যথাসময়ে কোলে ঘুম পাড়ান, আপনার মুখ হইতে এই সকল কথা শুনিতেছি, কিন্তু কথা শুনিলেই কি, তাহার যথার্থ বোধ হইতে পারে ?

বক্তা—তোমার কথা শুনিয়া, আমি সুখী হইলাম। আচ্ছা, বলিতে পার, যাহা শুনা যায়, কি ক'রে তাহার যথার্থ অর্থের বোধ হয় ? "যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব," যিনি সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশকর্ত্তা, যিনি সর্ব্বপ্রকার সুখদাতা, যিনি অজ্ঞানান্ধকারকে দূর করিয়া জ্ঞানালোক প্রদান করেন, যিনি মৃত্যুঞ্জয়—মরণ সাগরে যিনি অমৃতস্বরূপ, যিনি সর্ব্বকার্য্যের পরম কারণ, যিনি সকলের আধার, যিনি সদা সকলের অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান, যিনি স্বয়ং অপাপবিদ্ধ, এবং যিনি ভক্তগণকে নিষ্পাপ করেন, তিনি "শিব," কি করে এই সকল কথার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা যাইতে পারে ?

জিজ্ঞাসু—আমি কি করে তাহা বলিতে পারিব দাদা ?

বক্তা— ইহারা যে মিথ্যা কথা নহে, অসম্ভব কথা নহে, তাহা তোমার মনে হচ্চে ? তুমি যে, ইহাদিগকে মিথ্যা বা অসম্ভব কথা বলে উড়াইয়া দিতে পারিতেছ না, তাহার কারণ কি ?

জিজ্ঞাসু—শাস্ত্র মিথ্যা বা অসম্ভব কথা বলিবেন কেন ? যাহা শাস্ত্রে আছে, তাহা কি মিথ্যা হইতে পারে ? আপনি যে সকল কথাকে সত্য বলিয়া, পরম হিতকর বলিয়া আমাকে শুনাইতেছেন, তাহা কি মিথ্যা হইতে পারে ?

বক্তা—শাস্ত্র মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না, কি করে তোমার এইরূপ নিশ্চয় হইল, রমা ?

জিজ্ঞাসু—আপনার কৃপাকণা পাইয়াছি বলিয়া। বহুদিন, বহুবার শুনিয়াছি, "বেদ, সত্য, ব্রহ্ম, ভগবান্," ইঁহারা এক পদার্থ। যিনি সত্যময়, যিনি মিথ্যাজ্ঞানকে নাশ করেন, সত্য জ্ঞান দিবার জন্য যাঁহার আবির্ভাব, তিনি কি মিথ্যা বলিতে পারেন ? তাঁহার কি মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন হইতে পারে ?

বক্তা—সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, করুণাময়, জ্ঞান ও প্রেমময় শিবের কৃপায় তোমার হৃদয়ে যথার্থ শিবভক্তির উদয় হোক্, শিব কে, শিবের কৃপায় তুমি তাহা যথার্থভাবে অবগত হও। শিব কৃপা না করিলে, কেহই শিবকে বিশুদ্ধ ভাবে, পূর্ণরূপে জানিতে পারে না।

সংসারে নাস্তিক ও আস্তিক এই উভয়ই চিরদিন আছেন, চিরদিনই থাকিবেন, যুগভেদে সংখ্যার তারতম্য হইলেও, এই উভয়ের মধ্যে কাহারও একেবারে অভাব হয় না, প্রাকৃতিক নিয়মে হইতে পারে না। যাঁহারা বলেন, ঈশ্বরবিশ্বাস, শরীরাত্মার পশ্চাৎ অন্তরাত্মা আছেন, দেবতা আছেন, দেবতারা স্তব ও উপহারাদি দ্বারা প্রসন্ন হইলে, ভাল করেন, অপ্রসন্ন হইলে, অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন, ঈশ্বরের শরণাগত হইলে, মানুষের সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অবসান হয়, যাহা যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা সে পাইয়া থাকে, তাহার কোন বিষয়ের অভাব থাকে না, এবম্প্রকার বিশ্বাস মানুষের প্রথমাবস্থায়—অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্যাবস্থার দিনেই হইয়া থাকে, জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইলে, এবম্প্রকার বিশ্বাস বিচলিত হয়, ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়, তাঁহাদের এই প্রকার মত যে, বিশুদ্ধ ও ব্যাপক সন্দর্শন ও পরীক্ষা হইতে জন্মলাভ করে নাই, তাহা স্থির, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যে অবস্থাকে ইঁহারা সভ্যাবস্থা বলেন, সে অবস্থাতেও কৃতবিদ্য সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষদিগের মধ্যে আস্তিককে দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ

আস্থাবানের ছবি নয়নে পতিত হয়। অতএব কর্ম্ম অনাদি, কর্ম্মভূমিও অনাদি, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় প্রবাহরূপে নিত্য, বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে ফল ও ফল হইতে আবার বীজ উৎপন্ন হয়, বীজ হইতে অঙ্কুর প্রভৃতির উৎপত্ত্যাদির প্রবাহের যেমন কখন একেবারে উচ্ছেদ হয় না, সেইরূপ জগতের বিকাশ ও বিনাশ বা লয়, প্রবাহরূপে নিত্য, ইহাদের কখন একেবারে উচ্ছেদ হয় না। সংসারে উন্নতির পর অবনতি পর্য্যায়ক্রমে হইয়া থাকে, যাহা বস্তুতঃ সৎ—যাহা বস্তুতঃ আছে, তাহার কখন একেবারে অভাব হয় না, এবং যাহা বস্তুতঃ অসৎ, যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে নাই, তাহার কখন উৎপত্তি বা সম্ভাব হয় না। অতএব ঈশ্বরবিশ্বাস বা আস্তিকতা যে, অসভ্যাবস্থারই সামগ্রী, সভ্যাবস্থায় ইহা থাকিতে পারে না, এই মত অদূরদর্শিতা হইতে, অসম্পূর্ণ সন্দর্শন ও পরীক্ষা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদ্বিমুখ এই উভয়ই এখন আছেন, পূর্ব্বেও ছিলেন, পরেও থাকিবেন। তবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের আবির্ভাব-তিরোভাবানুসারে ভাল-মন্দ ভাবের আবির্ভাব-তিরোভাব হইয়া থাকে, কখন উন্নতি, কখন অবনতি হয়, গুণকর্ম্মবিভাগানুসারে সকল ভাবেরই আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি যাহা স্বভাবতঃ অনায়াসে বুঝিতে পারেন, অন্য এক ব্যক্তি বহু ক্লেশেও তাহা বুঝিতে পারেন না, যাহার যাদৃশ প্রতিভা বা সংস্কার, তিনি তদ্রূপ হইয়া থাকেন, পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারানুসারে বুদ্ধির ভেদ হয়, প্রবৃত্তি ও রুচির ভেদ হয়। অতএব যাহার যাদৃশ প্রতিভা তাহার তাদৃশ হওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম। যাহা হয়, তাহা কেন হয়, সকলেই কি যথার্থভাবে তাহা জানিতে ইচ্ছুক হন? সকলেই কি, বিশুদ্ধ ভাবে তত্ত্ব বিচার করিতে সমর্থ? দেশ-ভেদে, জাতিভেদে, ব্যক্তিভেদে যে, বুদ্ধি, বিশ্বাস, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতির ভেদ হইয়া থাকে, তাহা কি মিথ্যা? কিন্তু সকলেই কি, ইহা কেন হয়, যথাযথভাবে তাহা জানিবার চেষ্টা করেন?

'শিব,' কে, বিশিষ্ট প্রকৃতির প্রেরণায় কাহারও তাহা জানিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়, শিবের স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত কেহ প্রাণপণে চেষ্টা করেন, কেহ বা ইহা জানিবার যে, কোন প্রয়োজন আছে, তাহাই বুঝিতে পারেন না, যিনি শিবের তত্ত্বানুসন্ধান করেন, এই ব্যক্তি পণ্ডশ্রম করিতেছে, যাহা করিয়া কোন লাভ নাই তাহা করিতেছে, এই বলিয়া, তাঁহাকে উপহাস করেন, ভ্রান্ত বলিয়া, বর্ব্বর বলিয়া, উপেক্ষা করেন। যিনি বিচারশীল, যিনি বস্তুতঃ জীবিত, তিনি কোন কার্য্যের কারণানুসন্ধান না করিয়া থাকিতে পারেন না। বিচার করিবার প্রবৃত্তি, সাধুভাবে বিচার করিবার শক্তি, পূর্ব্ব বাসনা বা অভ্যাসজনিত সংস্কারানুসারে, গুণভেদ নিবন্ধন ভিন্ন হইয়া থাকে।

"যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব," যিনি সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূর করেন, সাংসারিক ও পারমার্থিক এই দ্বিবিধ সুখেরই যিনি দাতা, যিনি জ্ঞান, ভক্তি দিয়া নিষ্পাপ করিয়া, মানুষের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ করেন, যিনি কল্যাণময়, যিনি ধনের অভাব মোচন করেন, যিনি রোগের যাতনা নিবারণ করেন, তিনি 'শিব', এই সকল কথা সারগর্ভ, অথবা ইহারা উন্মত্তের প্রলাপ, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, যুক্তিহীন কথা, যথার্থভাবে তাহা বিচার করিবার শক্তি যাঁহার আছে, তিনিই এই সকল কথা শুনিয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

জিজ্ঞাসু—আপনার অনন্ত দয়ায় আমি অনেক দুর্ব্বোধ্য বিষয় বুঝিতে পারিতেছি। শিবই যে বস্তুতঃ সুখময়, শিবই যে, সকলের সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা, সকলের সর্ব্বপ্রকার সুখদাতা, সুখময়, দয়াময়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ শিবই যে, রোগার্ত্তের ভিষক্, তিনিই যে ভবরোগবৈদ্য, শিবই যে, অকিঞ্চনের সর্ব্বস্ব, দরিদ্রের নিত্য কোষাগার, যাহাতে ইহা যথার্থভাবে অনুভব করিতে পারি, দয়া করে আমাকে তাদৃশ উপদেশ প্রদান করুন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিবই বস্তুতঃ কল্যাণময়, সুখময়, দয়াময়, সর্ব্বশক্তিমান্‌ শিবই রোগার্ত্তের ভিষক্‌, তিনিই ভবরোগবৈদ্য, তিনিই অকিঞ্চনের সর্ব্বস্ব, তিনিই দরিদ্রের নিত্য কোষাগার।

বক্তা—"শিব" কে, তাহা না জানিলে, শিব ধনের অভাব দূর করেন, ব্যাধির যাতনা নিবারণ করেন, শিব সাংসারিক সুখের দাতা, শিবই অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখের বিধাতা, এই সকল কথা যে, অর্থশূন্যরূপে প্রতীয়মান হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। মানুষ বিদ্যা, ব্যবসা, কৃষিকার্য্য, শিল্প প্রভৃতি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে, চিকিৎসক প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিয়া রোগমুক্ত হয়, অল্পজ্ঞ, স্থূলদর্শী, বিচারবিহীন মানুষেরা ইহাই জানে, ইহাই বিশ্বাস করিয়া থাকে, কিন্তু ইহারা একবারও ভাবেনা, যে বিদ্যাই সুখহেতু বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হয়, সেই বিদ্যাদির স্বরূপ কি, উহাদের আদ্য প্রসূতি কে? শবই যে বস্তুতঃ শিব, তাঁহা হইতেই যে, নিখিল বিদ্যার আবির্ভাব হয়. শিবই যে রোগার্ত্তের ভেষজ, তিনিই যে রোগহর ভেষজ সমূহের সৃষ্টি করেন, সর্ব্বকার্য্যের পরম কারণ কল্যাণময় সর্ব্বাধার শিবেই যে সকলে শয়ন করে, শিবই যে বুদ্ধিরূপে, হিতাহিতবিবেকশক্তিরূপে জীব হৃদয়ে বাস করেন, শিবই যে সর্ব্বকর্ম্ম প্রসবিতা, তাহা বুঝাইতে হইলে, অনেক কথা বলিতে হইবে, তাহা বুঝিতে হইলে, প্রথমে প্রতিকূল সংস্কার রাশিকে বদলাইতে হইবে, তত্ত্ববিচারের যথার্থ পথ দেখাইতে হইবে, ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক এই দ্বিবিধ সত্যের রূপ সম্মুখে ধারণ করিতে হইবে। আমি ক্রমশঃ এই সকল করিবার চেষ্টা করিব, তুমি সাবধান হইয়া আমার কথা শ্রবণ কর।

বিচার সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

অন্নপূর্ণা উপনিষদে, পদ্মপুরাণে, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বিচারের বহু প্রশংসা, এবং বিচারবিহীনের অত্যন্ত নিন্দা আছে। অন্নপূর্ণা উপনিষদে ও পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, যাহার চিত্ত সর্ব্বদা বিচারপর নহে, তাহাকে মৃত বলিয়াই জানিবে, সে শ্বাস, প্রশ্বাস, আহার প্রভৃতি জীবিতের কর্ম্ম করিলেও, বস্তুতঃ জীবিত নহে, তাহার জীবন অনর্থক।*

জিজ্ঞাসু—বিচারের বহু প্রশংসা আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি। বিচার কাহাকে বলে, তাহা জানি না, সুতরাং বিচারবিহীনকে কেন এত নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিনা।

বক্তা—"বিচার" কাহাকে বলে, তাহা তুমি ঠিক জাননা বটে, তথাপি (বিশুদ্ধ ও পূর্ণভাবে না হইলেও) তুমি বিচার করিয়া থাক। 'যে ব্যক্তি চলিতে চলিতে, উপবেশন কালে, জাগরণ বা নিদ্রাবস্থাতে বিচার না করে, সে মৃত', এই কথা কিরূপ সারগর্ভ, যখন তোমার তাহা উপলব্ধি হইবে, "বিচার" কোন্ পদার্থ, তুমি যখন তাহা সম্যগ্‌রূপে অবগত হইবে, তখন তুমিই বলিবে, 'যাহার চিত্ত সর্ব্বদা বিচারপর নহে, সে মৃত' এই কথা যথার্থ, ইহা অত্যন্ত সারগর্ভ কথা।

জিজ্ঞাসু—বিচার কোন্ পদার্থ, কিরূপে যথার্থভাবে বিচার করা যায়, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইতেছে। 'শিব' কে, তাহা জানিতে হইলে, বিচার পদার্থ সম্বন্ধে প্রথমে কিছু শোনা আবশ্যক; যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে, আপনি "শিব" কে, তাহা বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বিচারের কথা তুলিবেন কেন?

---

* "গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোহপি বা। ন বিচারপরং চেতো যস্যাসৌ মৃত উচ্যতে॥"—অন্নপূর্ণোপনিষৎ।

"গচ্ছতস্তিষ্ঠতোবাপিজাগ্রতঃ স্বপতোপি বা। ন বিচারপরং চেতো যস্যাসৌ মৃত এব চ॥" পদ্মপুরাণ—পাতালখণ্ড ৯৯ অধ্যায়।

বক্তা—"শিব"কে, কেবল তাহা জানিতে হইলে, কেন, এমন কোন বিষয় নাই, যাহার স্বরূপ বিনা বিচারে নির্ণীত হয়, বিচারই সাধুদিগের গতি, বিচার না করিলে, মোহভঙ্গ হয় না, অজ্ঞানের নাশ হয়না। বিচার ব্যতীত বিদ্বান্দিগের অন্য উপায় নাই, সাধুগণের বুদ্ধি বিচার বলেই অশুভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, বিচার দ্বারাই ধীমান্গণের বল, বুদ্ধি, তেজঃ, প্রতিপত্তি, ক্রিয়ানুষ্ঠান ও তাহার ফল এই সমুদায় সফল হয়, কি যুক্ত, কি অযুক্ত, কি সত্য, কি মিথ্যা, তাহা নিশ্চয় করিবার পথে, বিচার মহাদীপস্বরূপ। যথোচিত বিচার শক্তির অভাববশত'ই মানুষ, শিবের স্বরূপ জানিতে পারে না, যাঁহা হইতে প্রকৃত কল্যাণ হয়, যিনিই বস্তুতঃ কল্যাণময়, মানুষ তাঁহাকে জানিতে চায় না, তাঁহাকে জানিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ যাঁহারা নাস্তিক, যাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান্কে সর্ব্বশক্তির কেন্দ্রভবনকে ত্যাগ করিয়া, পরিচ্ছিন্ন সুখের জন্য, ক্ষুদ্র বা পরিচ্ছিন্ন শক্তির উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে, কেবল বিচার দ্বারাই আমরা শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, বিচার দ্বারাই দুর্ব্বিজ্ঞেয় জাগতিক রহস্যের ভেদ হইয়া থাকে, বিচার শক্তিই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান, অসাধারণ অধিকার, ইহাই ইতর জীবসঙ্ঘ হইতে মানুষকে বিশেষিত করে। * দুঃখের সহিত বলিতেছি, বিচারের বিশুদ্ধ বা পূর্ণরূপ ইহাঁরাও দেখেন নাই। যদি তাহা দেখিতেন, তাহা হইলে, নাস্তিক হইতেন না, তাহা হইলে, শিবই যে, বস্তুতঃ শিব, শিবই যে বিচার শক্তির মূল প্রসূতি, শিবই যে সর্ব্ববিধ সুখের দাতা, শিবই যে সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশকর্ত্তা, শিবই যে বিশ্বের ধ্রুব আধার—অবিচালি-

---

*"By reason only can we attain to a correct knowledge of the world and a solution of its great problems. Reason is man's highest gift, the only prerogative that essentially distinguishes him from the lower animals."—The Riddle of the Universe, p.6, by E. Haeckel.

বিশ্রামস্থল, বিনা আপত্তিতে তাঁহারা তাহা স্বীকার করিতেন। তুমি শুনিবামাত্র বিস্মিত হইবে, অবোধ্য, নূতন কথা শুনিতেছি বলিয়া তোমার মনে হইবে, সন্দেহ নাই, তথাপি কোনদিন পরমোপকার হইবে, এই বিশ্বাসে বলিতেছি, বেদ হইতেই বিচার শক্তির স্ফূরণ ও প্রসারণ হইয়া থাকে, বেদই বিচারশক্তির কেন্দ্রভবন। বেদ বিশ্বের প্রাণশক্তি, বেদই বিশ্বের মন বা হিরণ্যগর্ভ, মহীধর ত'াই বলিয়াছেন, শিব শাস্ত্রাদি রূপে জ্ঞান প্রদান করেন, বেদ-শাস্ত্রময়, শিবের জ্ঞানপ্রদত্বই মোক্ষ-সুখকারিত্ব, শিব, বেদ-শাস্ত্র দ্বারা অজ্ঞানকে প্রোৎসারণ পূর্ব্বক মোক্ষপ্রদ জ্ঞান দান করেন বলিয়াই তাঁহার মোক্ষসুখকারিত্ব সিদ্ধ হয়—("শাস্ত্রাদি রূপেণ জ্ঞান প্রদত্বাৎ মোক্ষসুখকারিত্বমিত্যর্থঃ"—শুক্লযজুর্ব্বেদভাষ্য)।

বিচার ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না; বিচারশক্তি বেদ বা শিব হইতে স্ফুরিত হয়, সম্প্রসারিত হয়, জলাশয়ে লোষ্টাদি নিক্ষেপ করিলে, যেমন চক্রাকার গতি উৎপন্ন হইতে হইতে তীরে গিয়া লাগে, সেইরূপ সর্ব্বগত-সর্ব্বব্যাপক সংবিৎ—চিৎশক্তি, প্রাণস্পন্দন দ্বারা চিত্তভূমিতে তরঙ্গ উৎপাদন করে। ইহা হইতে বিচারশক্তির স্ফুরণ হয়, সম্প্রসারণ হয়। বেদ বা শব্দের 'পরা', 'পশ্যন্তী', 'মধ্যমা', ও 'বৈখরী' এই চতুর্ব্বিধ স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম অবস্থা আছে। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে, বেদ বা শব্দের পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই অবস্থা চতুষ্টয়ের মধ্যে বৈখরী অবস্থাই সাধারণ মানুষের পরিচিত, বেদের আর তিনটী অবস্থা গুহানিহিত—সাধারণের কাছে অপ্রকাশিত, মনীষী—সুতীক্ষ্ণ, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাবিশিষ্ট যোগবিৎ বা যথার্থবেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত বেদ বা শব্দের পরাদি অবস্থা চতুষ্টয়ের স্বরূপ অন্যের জ্ঞাননেত্রে পতিত হয় না। * জগন্মাতা সীতাদেবীকে কেন সর্ব্ব বেদ-

* চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥"—
ঋগ্বেদসংহিতা—১।১৬৪।৪৫

শাস্ত্রময়ী বলা হইয়াছে, কেন ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণা বলা হইয়াছে, কেন আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বলা হইয়াছে, গীতাতত্ত্ব নামক সম্ভাষণে আমি তাহা তোমাকে বুঝাইতেছি। অতএব বিচারতত্ত্ব সম্বন্ধে এখানে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। শিব যে, সর্ব্বপ্রকার সুখদাতা, শিবই যে নিখিল বাধা দূর করিয়া সকলের শান্তিবিধাতা, শিবই (পরমাত্মাই) যে, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্তা, শিবই যে অনুগ্রহশক্তি—জগদ্‌গুরু, জগতের অজ্ঞানান্ধকারের হন্তা, সর্ব্বমঙ্গলময়, সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময়, প্রেমময়, সর্ব্বজ্ঞ শিবই যে, নিত্য ও অনিত্য ধনদাতা, আধি-ব্যাধির নাশকর্ত্তা, শিবই যে, ভবরোগ-বৈদ্য, পূর্ণভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে, বিচার শক্তির তত্ত্ব পূর্ণভাবে অবলোকন করিতেই হইবে; বেদের স্বরূপ দেখিতেই হইবে। বিচারই আন্তর ও বাহ্য জগতের মূল কারণ। অথর্ব্ববেদ বলিয়াছেন—'যাহা আন্তর, তাহাই বাহ্য, যাহা বাহ্য, তাহাই আন্তর।" আন্তর জগৎই যে, বাহ্যজগতের আকার ধারণ করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কোন কোন ধীমান্ অনুভব করিয়াছেন, ইচ্ছাশক্তিই সর্ব্বপ্রকার স্থূল-শক্তির মূল, বিচার শক্তিই আন্তর ও বাহ্য জগতের আদ্যশক্তি। শব্দ বা ব্রহ্ম হইতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি হইয়াছে, দেবতারাও শব্দ বা বেদ প্রসূত। আশা হয়, কালে বিচারশীল আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই পরম সত্যের রূপ দেখিতে পাইবেন, কৃতকৃত্য হইবেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সকল কথা তোমার বোধগম্য হইবার নহে, অথবা কেবল তোমার কেন, আমার বিশ্বাস, এই সকল কথার মূল্য কত, যথার্থভাবে তাহা অবধারণ করিবার সামর্থ্য ইদানীন্তন অল্পব্যক্তির আছে। জপ, ধ্যান, ভক্তিপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে স্তবপাঠ ইত্যাদি দ্বারা যে, অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি হয়, মন্ত্রশক্তি দ্বারা যে, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি আধিদৈবিক দুঃখের শান্তি হয়, তাহা সত্য, তাহা মিথ্যা বা কল্পনামূলক নহে। স্থূল ভেষজ দ্বারা যে প্রাকৃতিক নিয়মে রোগশান্তি হইয়া থাকে, মন্ত্রজপ, স্তবপাঠ ইত্যাদি

দ্বারাও সেই প্রাকৃতিক নিয়মেই সাধারণ চিকিৎসকদিগের অসাধ্য বোধে পরিত্যক্ত রোগী নিরাময় হয়, শান্তি পায়।

জিজ্ঞাসু—কিরূপে তাহা হয়, তাহা বুঝিতে না পারিলেও, মন্ত্র বা মানসশক্তি দ্বারা যে, অসাধ্য রোগেরও উপশম হয়, আমি কি তাহা অবিশ্বাস করিতে পারি? এক বৎসর হইতে নয় বৎসর পর্য্যন্ত কালবক্ত্রে ছিলাম, বাঁচিবার কোন আশাই ছিলনা, কেবল আপনার ইচ্ছাশক্তি, আপনার দয়া, আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছে। আপনি যদি কৃপাপূর্ব্বক আমার প্রাণ রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে কি, আমি আজ আপনার শান্তিময় চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া এই সকল অমৃতময় উপদেশ শুনিতে পাইতাম? কেবল আমি কেন, আমার মত বহুব্যক্তিই আপনার কৃপায় প্রাণ পাইয়াছেন। তাঁহারা স্বীকার করুন, বা না করুন, যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন আমি আপনাকেই প্রাণদাতা বলে মনে মনে পূজা করিব, মন্ত্র বা মানসশক্তির বীর্য্য যে, অমোঘ, এতদ্বারা যে, অসাধ্যও সাধিত হইতে পারে, অন্যকে (আবশ্যক হইলে) তাহা জানাইব।

বক্তা—আমি যে, তোমাকে, তুমি বালিকা হইলেও, এই সকল কথা (যাহারা সাধারণের দুর্ব্বোধ্য, যে সকল কথা সাধারণের প্রীতিকর নহে) শুনাইতেছি, তাহার কি কোন কারণ নাই? আমার মুখ হইতে যাহা যাহা শুনিতেছ, সেই সকল শব্দস্পন্দন তোমার চিত্তাকাশে সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকিবে; যে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে দুইটী বিজাতীয় বস্তুর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্রিয়া হইতে বিদ্যুৎশক্তির আবির্ভাব হয়, সেই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে একদিন, চিত্তাকাশে লগ্ন ঐ শব্দ সংস্কার হইতে তোমার বিচারশক্তির স্ফুরণ হইবে, তুমি বেদ বা শিবের কৃপায় আপনা হইতে আমার (আপাততঃ দুর্ব্বোধ্য হইলেও) এই সকল উপদেশের তাৎপর্য্য বিশদভাবে বুঝিতে পারিবে। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, "প্রাতিভ জ্ঞান হইতে, অন্য কারণ ব্যতিরেকে, মানুষের সর্ব্বজ্ঞতা হইয়া

থাকে, এ জ্ঞানের কোন বিষয়ই অজ্ঞেয় থাকে না। উপদেষ্টার বাণী যদি কেবল মৃত জড় স্পন্দন না হয়, যদি ইহা তাঁহার শ্রদ্ধাপূত, বহুশঃ অনুভূত বিমল প্রাণ বা বেদের স্পন্দন হয়, এবং উপদেশ্যের হৃদয়ও যদি স্বচ্ছ হয়, উপদেশের প্রতিবিম্ব যথার্থভাবে গ্রহণ করিবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে, উহা নিশ্চয় অভীষ্ট ফল প্রসব করে, কখন বৃথা হয় না।"

বিচার যে, বেদমূলক, বিচার হইতেই যে, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বেদই বিশ্বের প্রাণশক্তি ("প্রাণ ঋচইত্যেব বিদ্যাৎ"—ঐতরেয় আরণ্যক); নিখিল শব্দ বিচারপর, জ্ঞান-বিজ্ঞানপারদর্শী, বিশ্বের পরমবন্ধু মহর্ষিগণ প্রাণ বা বেদস্বরূপ ("সর্ব্বং শব্দজাতং মহর্ষিজাতং চ প্রাণস্বরূপমিত্যেবোপাসীত"—ঐতরেয় আরণ্যক ভাষ্য)। 'ঋষি' শব্দ যে নিমিত্ত বেদের বাচক হইয়াছে, যথাসময়ে তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিব। যিনি বিচারবিহীন, তাঁহাকে কি নিমিত্ত 'মৃত' বলা হইয়াছে, এখন বোধ হয়, তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে। প্রাণের স্পন্দন যদি ছন্দানুসারে হয়, তাহা হইলে, বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় বিচার শক্তির স্ফুরণ হইবেই। যিনি বিচারবিহীন, তমোগুণের আধিক্য ও সত্ত্বগুণের হ্রাস বশতঃ যাঁহার বিচার শক্তির (আকাশে স্পন্দন কম হইলে, যেমন আলোকের অভিব্যক্তির হ্রাস হয়, সেইরূপ) স্ফুরণ হয় না, তিনি মৃত বা জড়বৎ সন্দেহ নাই। বুঝিতে পারিতেছ কি, আমি শিবের শিবত্ব বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া, কি কারণে 'বিচার' নামক পদার্থের কথা তুলিয়াছি।

জিজ্ঞাসু—পূর্ণভাবে বুঝিতে না পারিলেও, এই সকল কথা শুনিয়া, বিপুল আনন্দ হইতেছে। শিবের স্বরূপ বুঝাইতে হইলে, 'যাঁহাতে সকলে শয়ন করেন,' যিনি সর্ব্বপ্রকার সুখদাতা, যিনি সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশকর্ত্তা, যিনি বেদশাস্ত্ররূপে জ্ঞানদাতা এবং মুক্তিসুখদায়ী, তাঁহার স্বরূপ পূর্ণভাবে জানিতে হইলে, 'বিচার' পদার্থ সম্বন্ধে কিছু বলা যে, আবশ্যক, তাহা আমার

অনুভব হইয়াছে । চলিতে চলিতে, উপবেশন কালে, জাগরণ ও নিদ্রাবস্থায় অর্থাৎ সর্ব্বদা যিনি বিচারপর নহেন, তিনি 'মৃত,' এই কথা যে অতিমাত্র সারবতী, আমার তাহা বোধ হইয়াছে। বিচারই আন্তর ও বাহ্য জগতের মূল, বিচার হইতেই আন্তর ও বাহ্য জগতের পরিণাম হইয়া থাকে ; আহা ! যে দিন আপনার কৃপায় এই অমূল্যোপদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণের যোগ্যতা পূর্ণভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইবে, সেইদিন যে, কত সুখী হইব, কত লাভবতী হইব, তাহা ভাবিলেও, অপূর্ব্ব আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়। *

বক্তা—যিনি সাংসারিক সুখদাতা, যিনি দারিদ্র্য, রোগ প্রভৃতি সাংসারিক বাধা দূর করেন, এবং যিনি জ্ঞান ও ভক্তি দিয়া, সংসার হইতে মুক্ত করেন, অপরিচ্ছিন্ন সুখে সুখী করেন, তিনি "শিব", এই সকল কথা শুনিয়া তোমার কি মনে হচ্চে, তোমাকে আমি এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তুমি আমার এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলে, 'শিব সাংসারিক সুখদাতা এবং তিনি অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখেরও বিধাতা, আমি কি এই কথার অর্থ বুঝিতে পারি ? দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি এ যাবৎ কখন হয় নাই, কখন অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখের দর্শন পাই নাই, অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্যসুখ কিরূপ সামগ্রী, আমি তাহা জানিনা। "ধনের অভাব শিব দূর করেন," শিব সর্ব্ব-দুঃখের নাশ করেন, "ব্যাধির যাতনা, শিব নিবারণ করেন," এই সকল কথা আমার কাছে অর্থশূন্য বলিয়াই, বোধ হইতেছে'। তোমার মুখ হইতে আমার প্রশ্নের এই প্রকার উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া, আমি অত্যন্ত আনন্দিত- হইয়াছিলাম। আমার উক্ত প্রশ্নের তোমার মত বালিকার মুখ হইতে আমি এই প্রকার উত্তরই আশা করিয়াছিলাম। তুমি বলিয়াছিলে, 'মানুষ বিদ্যা, ব্যবসা, কৃষিকার্য্য, শিল্প প্রভৃতি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে, চিকিৎসক প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিয়া, রোগমুক্ত হয়, ইহা জানি, কিন্তু "শিব সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশ করেন," একথা বুঝিতে পারিবার ভাগ্যোদয় আমার এখনও হয় নাই। "শিবই যে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশ-

কর্ত্তা এবং তিনিই যে, নিখিল সুখবিধাতা”, করুণাময় শিবের কৃপায় এইবার তোমার এই কথা বুঝিবার ভাগ্যোদয় হইবে।

কৃষিকার্য্য দ্বারা ধন হয়, বিদ্যা দ্বারা ধন হয়, মানুষ ব্যবসা করিয়া ধনবান্ হয়, শিল্প দ্বারা ধন প্রাপ্তি হইয়া থাকে, ধনলাভের এই সকল উপায়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, তোমার বোধ হইবে, সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় শিবই, এ সকল উপায়ের মূল কারণ।

জিজ্ঞাসু—ধনোপার্জ্জনের এই সকল উপায়ের কিরূপে তত্ত্বানুসন্ধান করিব? শিবই কৃষিকার্য্যাদি ধনলাভের উপায় সমূহের মূল কারণ, কেমন করে তাহা উপলব্ধি হইবে?

বক্তা—বিচার দ্বারা তাহা বুঝিতে হইবে, বিচারশক্তি তোমাকে বুঝাইয়া দিবে, কৃষিকার্য্যাদির শিবই মূল কারণ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যথারীতি বিচার না করিলে কোন বিষয়ের তত্ত্ব দর্শন হয় না।

জিজ্ঞাসু—কিরূপে বিচার করিব, তাহাত আমি জানিনা, আমাকে বিচার করিতে শিখাইয়া দিন।

বক্তা—কৃষিকার্য্য দ্বারা ধান্যাদি শস্য উৎপন্ন হয়। কৃষক ভূমি কর্ষণ করে, বীজ বপন করে। কৃষক কি, বীজ উৎপাদন করিতে পারে? কৃষক কি ভূমিকে বীজোৎপাদিকা শক্তি দিতে পারে? কৃষক বীজ বপন করিল, কিন্তু বৃষ্টি হইল না, কৃষকের কি, বৃষ্টি করিবার শক্তি আছে? প্রচুর ধান্যাদি শস্য জন্মিয়াছে, কৃষক আনন্দে নাচিতেছে, অল্পদিনের মধ্যে শস্য পাকিবে, বহুধন লাভ হইবে, এই প্রকার আশাযুক্ত হৃদয়ে কৃষক দিন কাটাইতেছে, এমন সময়ে প্রবল ঝড় হইল, সব শস্য নষ্ট হইয়া গেল, অথবা শলভ (পঙ্গপাল)-গণ শস্য খাইয়া ফেলিল। ঝড়কে নিবারণ করিবার শক্তি কৃষকের নাই, পঙ্গপাল হইতে শস্য বাঁচাইবার ক্ষমতাও তাহার নাই। এখন ভাবিয়া দেখ, যিনি ভূমিকে শস্য উৎপাদন করিবার শক্তি দিয়াছেন, যিনি ঝড়, পঙ্গপালকে নিবারণ করিতে পারেন, অন্যান্য বিঘ্ন হইতে শস্যকে

বাঁচাইতে পারেন, তিনিই কি কৃষিকার্য্য নিষ্পত্তির, ধান্যাদি শস্যোৎপত্তির মূল কারণ নহেন ?

সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বকার্য্যের পরম কারণ, মঙ্গলময় শিব, ভূমিকে শস্য উৎপাদন করিবার শক্তি দিয়াছেন, বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকাদি শক্তি শিব প্রদান করিয়াছেন, যথা সময়ে, যথাপ্রয়োজন বৃষ্টিপাত, সর্ব্বশক্তিমান্ কল্যাণময় সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী শিবের ইচ্ছাধীন, জীবের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে কর্ম্মফলদাতা শিব, পর্জ্জন্যরূপ ধারণ করিয়া, বৃষ্টি প্রদান করেন, জীবের কর্ম্মানুসারে যুগপৎ ন্যায়বান ও করুণাসাগর শিব, ঝড়রূপে শস্যাদি নষ্ট করেন। অতএব শিবই কৃষিকার্য্যাদির মূল কারণ। মানুষ বিদ্যা ও শিল্প দ্বারা ধনার্জ্জন করে, তুমি ইহাই জান, অথবা কেবল তুমি কেন, মানুষের মধ্যে অনেকের তাহাই দৃঢ় ধারণা, কিন্তু বিচার করিলে বুঝিতে পারিবে, শিবই নিখিল বিদ্যা ও শিল্পের মূল প্রসূতি, শিব বেদ বা শব্দরূপে সর্ব্ববিদ্যার, অখিল শিল্প-কলার আদি উপদেষ্টা ("সা সর্ব্ববিদ্যা-শিল্পানাং কলানাং চোপবন্ধনী। তদ্বশাদভিনিষ্পন্নৌ সর্ব্বং বস্তু বিভজ্যতে ॥"—বাক্যপদীয়)। শিব যদি বেদরূপ আত্মমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদান না করিতেন, তাহ হইলে, ত্রিভুবন অন্ধ ও মূকবৎ হইত, তাহা হইলে, কেহ কখন জ্ঞান-বিজ্ঞানবান্ হইতে পারিত না, শিল্পকলার আবিষ্কার ও উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইত না। * মার্কণ্ডেয় দুর্গাসপ্তশতীতে উক্ত হইয়াছে, চতুঃষষ্টি কলাযুক্ত সমস্ত বিদ্যা জগন্মাতা সর্ব্বেশ্বরী শিবা বা দুর্গারই অংশ, শিবা বা দুর্গাই বুদ্ধি (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান) রূপে সর্ব্বজনের হৃদয়ে অবস্থান করেন ("বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ * * * সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।"—দুর্গাসপ্তশতী)। অতএব যে বিদ্যা-শিল্পাদিকে, তুমি ধন-

*"সাক্ষাদ্ভবান্ যদি বিধায় মূর্ত্তিমাত্মনং। তত্ত্বং নিজং তদবদিষ্য দতোঽতিগুহ্যং। নাভাস্যত ত্রিভুবন- ধ্রুবমন্ধমূক কল্পং। সমস্তমসমঞ্জসতামযাস্যৎ ॥"—
আগমরহস্য স্তোত্র

প্রাপ্তির উপায় বলিয়া জান, সেই বিদ্যাশিল্পাদির শিবই মূল কারণ। ব্যবসা দ্বারা ধনলাভ হয় বটে, কিন্তু ব্যবসা যে, সফল হয়, ব্যবসায়ে যে ক্ষতি হয় না, তাহার কারণ কি, তাহা তুমি যথাযথভাবে বিচার কর নাই। সর্ব্ব প্রকার কার্য্য সিদ্ধির সদ্বুদ্ধি, হিতাহিতবিবেকশক্তি, মনের একাগ্রতা, প্রযত্নের অশিথিলতা, অধ্যবসায়ের দৃঢ়তা এবং শুভ প্রারব্ধ, আপাত দৃষ্টিতে ইহারাই কারণ বলিয়া বোধ হয়, সাধারণ সিদ্ধিতত্ত্ব চিন্তকেরা (অশুভ প্রারব্ধ ছাড়া), ইহাদিগকেই সিদ্ধির হেতুরূপে অবধারণ করিয়া থাকেন +। ভাল করে বিচার করিলে অনুভব হইবে, শিব বা শিবার (পরে বুঝাইব 'শিব' এবং 'শিবা' ভিন্ন নাম হইলেও ভিন্ন পদার্থ নহে) অনুগ্রহই সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সিদ্ধির মূল কারণ। শিব বা শিবাই বুদ্ধি (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান)-রূপে সর্ব্বজনের হৃদয়ে বিদ্যমান আছেন, বেদে, বেদাঙ্গ নিরুক্তে শ্রদ্ধাকে—ইহা এইরূপ, এতদ্দ্বারা এই কার্য্য অবশ্য সিদ্ধ হইবে, এবম্প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ("শ্রদ্ধা শ্রদ্ধানাৎ"—নিরুক্ত। "এবমেতদিতি বা বুদ্ধিরুৎপদ্যতে, তদধিদেবতা ভাবাখ্যা শ্রদ্ধেত্যুচ্যতে।"—নিরুক্তভাষ্য) সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির নিদান রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব ব্যবসাসিদ্ধি যে, শিবের অনুগ্রহাধীন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে যে সকল সংশয় উঠিয়া থাকে, যথার্থ ভাবে বিচার করিলে, সেই সকল সংশয়ের নিরাস হয়।

+ মনের একাগ্রতা, প্রযত্নের অশিথিলতা, অধ্যবসায়ের দৃঢ়তা, এতদ্দ্বারা আমি নিশ্চয় সিদ্ধমনোরথ হইব, এবম্প্রকার 'ধ্রুব বিশ্বাস ইহারাই সাধারণতঃ সিদ্ধির (Success) কারণ রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। অনুকূল প্রারব্ধের দিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না, ঈশ্বরের অনুগ্রহকেও ইঁহারা সাধারণতঃ সিদ্ধির কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না। স্থূলদর্শিতাই, বিচার শক্তির সমীচীন বিকাশাভাবই ইহার কারণ।

"This is the threefold key of attainment : (1) Insistent desire ; (2) Confident expectation ; and (3) Persistent will ".—The Psychology of Success, by W. W. Atkinson.

তুমি যে কোন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হও, শ্রদ্ধা—এই কর্ম্ম করিলে, আমার এই ফললাভ হইবে, এবম্প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস, যে, তোমাকে তৎকর্ম্ম করিতে প্রবর্ত্তিত করে, তাহা বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পার। 'শিব', শ্রদ্ধারূপে জীবকে কর্ম্ম করিতে প্রেরণ করেন, শিবই শ্রদ্ধার অধিদেবতা, শ্রদ্ধার অন্তর্যামী। চিত্ত বিশুদ্ধ না হইলে, কল্যাণময় শিবের আদেশ মানুষ যথার্থভাবে বুঝিতে পারেনা, 'শিব' কি করিতে বলিতেছেন, অশুভ প্রারব্ধ-বশতঃ মানুষ তাহা বুঝিতে সমর্থ হয় না। চিত্ত বিমল হইলে, অশুভ প্রারব্ধ, সিদ্ধি পথে প্রতিবন্ধকরূপে দণ্ডায়মান না হইলে, মঙ্গলময় শিবের আদেশ ঠিক ভাবে বুঝিতে পারিলে, মানুষের সর্ব্বকার্য্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাকে কখন বিফলমনোরথ হইতে হয় না। অতএব বলা যাইতে পারে, শিবই ব্যবসাতে কৃতকার্য্য হইবার মূল কারণ, তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কেহ কর্ম্মফল লাভে সমর্থ হয় না। সীতা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, সীতাই (সীতা ও গৌরী, বা সীতা ও শিবা এক পদার্থ, ইহা স্মরণ করিও) কল্পবৃক্ষ, সীতাই কামধেনু, সীতাই চিন্তামণি, শঙ্খ-পদ্ম-নিধ্যাদি নববিধি, সীতাদেবীকে আশ্রয় করিয়া আছে, সীতাদেবীর ভোগশক্তি, জীবের ভোগার্থ ভোগরূপ কল্পবৃক্ষাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন ("ভোগশক্তির্ভোগ রূপা কল্পবৃক্ষকামধেনুচিন্তামণি শঙ্খপদ্মনিধ্যাদি নববিধিসমাশ্রিতা * * *— সীতোপনিষৎ)। "শিব যে, দরিদ্রের অক্ষয় নিত্য কোষাগার" এইবার তোমাকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

"ধনকে" মানুষ সৃষ্টি করিতে পারে না, বসুন্ধরা যে, বসুন্ধরা হইয়াছেন, শিবের অনুগ্রহই তাহার মূল কারণ। জীব কর্ম্ম করে, ঈশ্বর ফল দান দ্বারা তাহাকে অনুগৃহীত করেন। ন্যায়দর্শনপ্রণেতা মহর্ষি গোতম এই সত্য জানাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরই কর্ম্মফল প্রাপ্তির কারণ, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কাহার কর্ম্মফল প্রাপ্তি হয় না, ("ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষ কর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ॥"—ন্যায়দর্শন ৪।২)।

জিজ্ঞাসু—আমি যথাশক্তি মন দিয়া, আপনার উপদেশ শুনিতেছি, সব বুঝিতে না পারিলেও, আপনার এই সকল কথা শুনিয়া, আমার অতিমাত্র লাভ ও আনন্দ হইতেছে। আপনার উপদেশ শুনিতে শুনিতে আমার মনে দুই একটী প্রশ্ন উদিত হইয়াছে, আদেশ পাইলে জিজ্ঞাসা করি।

বক্তা—যাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, নির্ভয়ে তাহা জিজ্ঞাসা কর।

জিজ্ঞাসু—মানুষ কর্ম্ম না করিলে, "শিব" কি তাহাকে ধনাদি দেন ? কর্ম্ম না করিলে কি ফলপ্রাপ্তি হয় ? কর্ম্ম না করিলে, যদি ফলপ্রাপ্তি না হয়, তাহা হইলে, শিবকে কর্ম্মফলপ্রাপ্তির কারণ বলিব কেন ? তাহা হইলে, কর্ম্ম, নিজ স্বভাবেই ফল প্রসব করে, এই কথা না বলিব কেন ? যদি কেহ ধনাদির জন্য কর্ম্ম না করিয়া একান্তমনে কেবল শিবেরই পূজা করেন, তাহা হইলে 'শিব' কি, তাঁহার প্রয়োজনীয় বস্তু, তাঁহার অভীষ্ট সামগ্রী প্রদান করেন ? কোন কৃষক যদি, শিবের শরণাগত হয়, 'ঠাকুর ! যথাসময়ে, যথাপ্রয়োজন বৃষ্টি যেন হয়, যেন ঝড় হয় না, যেন শিলা বৃষ্টি হয় না, ঠাকুর ! পঙ্গপালে যেন আমার শস্য খাইয়া ফেলে না', শিবের কাছে এইপ্রকার প্রার্থনা করে, 'শিব' কি, তাহা হইলে, তাহার প্রার্থনা শ্রবণ করেন ? তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন ? শিবের পূজা করিলে তাঁহার শরণাগত হইলে, তিনি কি প্রতিকূল প্রারব্ধকে নষ্ট করেন ?

বক্তা—ন্যায়দর্শন প্রণেতা মহর্ষি গোতম তোমার এই প্রশ্নগুলির মধ্যে কতিপয়ের সমাধান করিয়াছেন। মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, "দেখিতে পাওয়া যায়, মানুষ কর্ম্ম করিয়া, সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র কর্ম্মের ফল পায় না; চেষ্টা করিয়াও, মানুষ যখন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র চেষ্টার ফল পায় না, তখন বুঝিতে হইবে, মানুষের কর্ম্মফল প্রাপ্তি পরাধীন, যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে, মানুষ সর্ব্বদা কর্ম্মফল ভোগে সমর্থ হইত, তাহার ক্রিয়া কখনো নিষ্ফল হইত না। কর্ম্ম করিয়া তাহার ফল প্রাপ্তি হয়, এবং হয় না, এই উভয়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব কর্ম্মফল প্রাপ্তি পক্ষে "ঈশ্বর"

কারণ। কর্ম্ম না করিলে, ফলপ্রাপ্তি হয় না, ঈশ্বর কর্ম্মসাপেক্ষ, কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর ফল দিয়া থাকেন, জীব কর্ম্ম করে, ঈশ্বর ফল দিয়া তাহাকে অনুগৃহীত করেন।* ইহার পর তুমি প্রশ্ন করিবে, যে ভাবে যে কর্ম্ম করিলে, তাহার ফল প্রাপ্তি হয়, সে ভাবে তৎকর্ম্ম না করিলে, তাহার ফল পাওয়া যায় না, শক্তির অভাব বশতঃ আলস্যাদি দোষ নিবন্ধন, অশুভ প্রারব্ধ বা পূর্ব্ব কর্ম্মের প্রতিবন্ধকতা হেতু, কর্ম্মের ফল প্রাপ্তি হয় না, কৃত কর্ম্মের ফল পাইবার পথে এই সকল প্রতিবন্ধক কারণ না থাকিলে, অবশ্য কর্ম্মের ফল লাভ হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বরের অনুগ্রহকে কর্ম্মফল প্রাপ্তির কারণ বলিয়া মানিবার প্রয়োজন কি?

উত্তর—মানিবার প্রয়োজন আছে। পূর্ণশক্তিমান্, জীবের সদা অনুগ্রহকারী, অশুভ পূর্ব্বকর্ম্মের নাশকর্ত্তা কোন পুরুষবিশেষ যদি না থাকেন, তাহা হইলে, শক্তির অভাব, শক্তির অপূর্ণতা কি করে দূরীভূত হইবে? তাহা হইলে শক্তিহীন কোথা হইতে শক্তি পাইবে? অশুভ প্রারব্ধের প্রতিবন্ধকতা কিরূপে অপসারিত হইবে? পূর্ণ শক্তিমান্ জীবের সদা অনুগ্রহকারী, অশুভ প্রারব্ধের প্রতিবন্ধকতাকে অপসারিত করিতে সমর্থ, এতাদৃশ পুরুষবিশেষ না থাকিলে, তাহার কদাচ শক্তির অভাব দূরীভূত হইত না, আলস্যাদি দোষের নাশ হইত না, অশুভ পূর্ব্ব কর্ম্ম দ্বারা প্রতিহত ব্যক্তির কদাচ কর্ম্মফলপ্রাপ্তি হইত না।

অচেতন বা বুদ্ধিহীন, কদাচ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে পারে না। বাষ্পীয় রথ (কলের গাড়ী) বাষ্পের বলে চলে বটে, কিন্তু ইহা আপনা হইতে স্থির হইতে পারে না, চেতন—বুদ্ধিবিশিষ্ট পরিচালক কর্ত্তৃক নিয়মিত না হইলে, বাষ্পীয় রথ কখনো যথাপ্রয়োজন স্থানে স্থির

* 'ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ।'—ন্যায়দর্শন ৪।১।২০
'তৎকারিতত্বাদহেতুঃ'—ঐ ৪।১।২১

হইতে পারিত না। অতএব কর্ম্ম বা বুদ্ধিহীন জড়শক্তি, কর্ম্মের ফল দিতে পারে না। জড় বা বুদ্ধিহীন শক্তি, স্বীয় যোগ্যতানুসারে কর্ম্ম করিতে পারে, কিন্তু কখন কোন্ স্থানে কর্ম্ম স্থগিত করিতে হইবে, কখন কোন্ স্থানে কর্ম্ম আরম্ভ করিতে হইবে, বুদ্ধিহীন, জড়শক্তি তাহা জানে না, সুতরাং ইহা স্বতন্ত্র নহে, ইহা পরতন্ত্র। যাঁহার কর্ম্মের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি (কর্ম্ম আরম্ভ করা এবং স্থগিত করা) এই উভয়েই প্রভুতা আছে, তিনি স্বতন্ত্র, তাঁহাকেই কর্ত্তা বলা যায়। কুঠার (কুড়ুল) বৃক্ষকে ছেদন করিতে পারে, অগ্নি, অন্নপাক করিতে পারে, কুড়ুলের কাটিবার শক্তি আছে, অগ্নির পাক করিবার যোগ্যতা আছে, কিন্তু ইহারা আপনা হইতে গাছ কাটিতে বা অন্ন পাক করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, তাহা করিবার শক্তি ইহাদের নাই। মহর্ষি গোতম এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, স্বতন্ত্র ঈশ্বর কর্ম্মের ফলদাতা, অস্বতন্ত্র কর্ম্ম বা বুদ্ধিহীন জড়শক্তি, কাহার কিরূপ কর্ম্ম, কখন কাহাকে ফল দিতে হইবে, কখন কাহার কর্ম্মের বিপাক কাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে পারে না। 'পুরুষের কর্ম্মকে ঈশ্বর ফল দিয়া অনুগৃহীত করেন', এই স্থলে "অনুগ্রহ" শব্দের অর্থ কি, তাহা বুঝাইবার জন্য ন্যায়বার্ত্তিককার, আমি তোমাকে যাহা বলিলাম তাহাই বলিয়াছেন, ("অপি তু পুরুষকর্ম্ম ঈশ্বরোঽনুগৃহ্লাতি। কোঽনুগ্রহার্থঃ? যদ্যথা ভূতং যস্য চ যদা বিপাককালঃ তত্তথা তদা বিনিযুঙ্‌ক্ত ইতি।"—ন্যায়বার্ত্তিক)।

জিজ্ঞাসু—এই সকল দুর্ব্বোধ্য বিষয় বুঝিবার শক্তি আমার নাই। 'শিব' যে, দরিদ্রের অক্ষয় নিত্য কোষাগার, 'শিব' যে, ব্যাধির যাতনা নিবারণ করেন, 'শিব' যে, সর্ব্বদুঃখ হরণ করেন, সর্ব্বসুখ প্রদান করেন, আমি যাহাতে ইহা বুঝিতে পারি, দাদা! দয়া করে, আপনার অল্পবুদ্ধি রমাকে আপনি সেইভাবে তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—তুমি যাহাতে বুঝিতে পার, আমি সেই ভাবেই, তোমাকে

বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। দেখ রমা! শিব যে দরিদ্রের অক্ষয় নিত্য কোষাগার, 'শিব' যে, সর্ব্বদুঃখ হর্ত্তা, "শিব" যে, সর্ব্বসুখ বিধাতা, তাহা বুঝিতে হইলে, 'শিব' কে, এবং দুঃখ কিরূপে দূরীভূত হয়, কিরূপে সুখ পাওয়া যায়, আগে এই সকল বিষয় যথার্থভাবে বুঝিতে হইবে, দুঃখ ও সুখের স্বরূপ কি, তাহাও ভাবিতে হইবে। যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, যিনি সকলের আধার, যাঁহা হইতে সকল বস্তু উৎপন্ন হয়, যাঁহার কোলে ধৃত হইয়া, সকল বস্তু অবস্থান করে, নিদ্রাভিভূত সন্তান যেমন জননীর অঙ্কে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া থাকে, সেইরূপ প্রলয় কালে, মৃত্যু হইলে, সকল বস্তু যাঁহার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া থাকে, যিনি সর্ব্বত্র, সকলের অন্তরে, বাহিরে সদা বিরাজমান, অতএব যিনি কল্যাণময় তিনি "শিব"। "শিব" কে, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছি, ইহাই তাহার নির্গলিত অর্থ, তাহার সার। "শী" ধাতুর উত্তর "বন্" প্রত্যয় করিয়া, "শিব" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহাতে বা যদ্দারা সকলে শয়ন করে ("শেতে হস্মিন সর্ব্বম্, শেতে হনেন বা" ।—শব্দার্থ চিন্তামণি)। উণাদি বৃত্তিতে, যিনি শয়ন করিয়া থাকেন, নিদ্রাকালে সকলে যেমন নিশ্চেষ্ট হইয়া, স্থির হইয়া থাকে, 'শব'বৎ—মড়ার মত হইয়া থাকে, সেইরূপ যিনি সর্ব্বদা নির্ব্বিকার, যিনি নির্গুণ, গুণাবস্থারহিত, যিনি সদা শান্ত, তিনি "শিব", 'শিব' শব্দের এই অর্থ উক্ত হইয়াছে ("শেতে তিষ্ঠতি নন্দরতিভ্যাং ন বিক্রিয়তে, গুণাবস্থারহিতঃ শান্তঃ শিবঃ শম্ভুঃ"—উণাদিবৃত্তি)। যিনি মঙ্গলময়, যিনি সুখস্বরূপ, যিনি সকলকে সুখী করেন, যিনি সকলের কল্যাণ বিধাতা, তিনি "শিব", অভিধানে "শিব" শব্দের এই অর্থও দৃষ্ট হইয়া থাকে (শিবং সুখং তদস্যাস্তি। অর্শাদ্যচ্। শিবয়তীতি বা তৎ করোতীতি ণ্যন্তাৎ পচাদ্যচ্।"—শব্দার্থ চিন্তামণি)।

জিজ্ঞাসু—'শব' হইতে 'শিব' হইয়াছেন, এই কথা শুনিয়াছি, এই কথার কি অর্থ দাদা?

বক্তা —'শিব', শববৎ নির্ব্বিকার, স্বীয় শক্তিযুক্ত হইলে, সগুণ হইলে, ইনি জগতের সৃষ্টি স্থিত্যাদি কর্ম্ম নিষ্পাদন করিয়া থাকেন, শিবের—অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার 'সগুণ' ও 'নিগুর্ণ', এই দুই অবস্থা। শিবের এই দুই অবস্থাই নিত্য। শক্তিমান্ শিব, কদাচ শক্তি ছাড়া হইয়া থাকেন না।

জিজ্ঞাসু—আমি যে, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না দাদা ?

বক্তা---ইহাত তোমার শুনিবামাত্র বুঝিতে পারিবার কথা নহে রমা।

জিজ্ঞাসু—আমি কি, ইহা বুঝিতে পারিব ?

বক্তা—জগদ্গুরুর, বিশ্বের অনুগ্রহ শক্তির কৃপা হইলেই বুঝিতে পারিবে, জ্ঞানময় করুণাবরুণালয় শিবই যে, সকলের অন্ধকার দূর করিয়া, জ্ঞানালোক প্রদান করেন, শিব যে, তোমার অন্তরে, বাহিরে সদা বিরাজমান আছেন রমা। আমার অন্তরে বাহিরে করুণাসাগর, জ্ঞানময়, জ্ঞানদাতা শিব, সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন, শিবের কৃপায় তোমার যখন এইরূপ জ্ঞান হইবে, এইরূপ বিশ্বাস সুদৃঢ় হইবে, শিবের কৃপায় তোমার যখন সর্ব্বব্যাপী শিবের সর্ব্বব্যাপি রূপ, দেখিবার দিব্য নেত্র উন্মীলিত হইবে, (ফুটিবে), তখন তুমি, 'আমি কি, ইহা বুঝিতে পারিব' ? আর এইরূপ কথা বলিবে না।

জিজ্ঞাসু—আপনার এই প্রকার আশ্বাসবাণী, বস্তুতঃ মৃত সঞ্জীবনী, ইহা শবকেও "সঞ্জীবিত" করিতে পারে। আমি ত 'শব' হইতে ভিন্ন নহি।

বক্তা—রমা ! যদি তুমি ঠিক 'শব' হইতে পার, তাহা হইলেই, শিবের কৃপায়, তুমি 'শিব' হইবে, তুমি ঠিক 'শব' হইতে পার নাই।

'আমার কিছুই নাই', হে আমার সর্ব্ব ! তুমি ছাড়া আমি 'শব', আমি অসৎ, যখন তুমি এইভাবে আপনাকে 'শব' করিতে পারিবে, তোমার 'আমি', ও 'আমার' ভাবকে সর্ব্বময়ের চরণে, তুমি যখন সর্ব্বতোভাবে ডুবাইয়া দিতে পারিবে, যেদিন তুমি ঠিক নিরভিমান হইতে পারিবে, যে দিন তোমার মন সম্পূর্ণরূপে রাগদ্বেষরহিত হইবে, সেইদিন তুমি যথার্থ

শবত্ব প্রাপ্ত হইবে, সেই দিন 'শিব' ও 'শিবা' যে এক—অভিন্ন, তোমার এই জ্ঞানসূর্য্য, অবিদ্যামেঘমুক্ত হইয়া, উদিত হইবেন। যথার্থ 'শব' হইতে পারিলেই, শিবের কৃপা হয়, শিবের সন্তান, জীব, পাশমুক্ত হইয়া, 'শিব' হইয়া থাকে, অবিরাম কল্যাণময়, জ্ঞানময়, প্রেমময়, শান্তিময়, অপরিচ্ছিন্ন আনন্দময় শিবের সর্ব্বাশ্রয় কোলে শয়ন করিয়া, জীব পরমানন্দে বাস করে, আর তাহার আধি-ব্যাধির ভয় থাকে না, আর সে মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না, আর তাহাকে শোকানলে দগ্ধ হইতে হয় না, দুর্ভিক্ষের ঘোরা মূর্ত্তি, মহামারীর হৃদয়প্রকম্পক ভীষণ রূপ, দারিদ্র্যের অহৃদ্য ছবি, আর তাহাকে উদ্বেলিত করিতে সমর্থ হয় না। রমা! যথার্থ 'শব' হইবার চেষ্টা ও সর্ব্বপ্রকার যোগ সাধনের, সর্ব্বপ্রকার উপাসনা করিবার চেষ্টা, এক সামগ্রী। তুমি যখন তোমার চিত্তবৃত্তিসকলকে একেবারে নিরোধ করিতে পারিবে, তখন তুমি জাগতিক দৃষ্টিতে 'শব' হইবে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে 'শিব' হইবে, আত্মার স্বরূপে অবস্থান করিবে।

জিজ্ঞাসু—'শিব ও 'শিবা' যে অভিন্ন, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—'শিবরাত্রি ও 'শিবপূজা' বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অতএব 'শিব' ও 'শিবা' যে অভিন্ন, তাহাত বুঝাইতেই হইবে, রমা! যিনি 'শিব', তিনিই 'শিবা', যিনি 'শিব', তিনিই 'রাত্রি', তিনিই ভুবনেশ্বরী'। 'রাত্রি' কাহাকে বলে, আমি যখন তোমাকে তাহা বুঝাইব, তখন তুমি 'শিবরাত্রি' কি পদার্থ, শিবরাত্রির শাস্ত্রে কেন এত প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া, কৃতকৃত্য হইবে, 'শিব'কে, 'রাত্রি' কোন্ পদার্থ, সম্যগ্‌রূপে তাহা বুঝিয়া, একটী শিবরাত্রিতে শিবের—শিবযুক্ত শিবার—পূজা করিলে, তোমার জন্ম সার্থক হইবে, তুমি কৃতার্থ হইবে। 'শব' হইতে 'শিব, হইয়াছেন, এই কথার অভিপ্রায় কি, সংক্ষেপে যাহা বলিলাম, আশা করি, তাহা হইতে তুমি উহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিবে।

জিজ্ঞাসু—'শিব', কে, আপনার কৃপায় এইবার তাহা ভাল করে,

বুঝিতে পারিব, আমার এইরূপ আশা হইতেছে, মনে হইতেছে যে, শিবই যে, কল্যাণময়, শিবই যে, সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা, শিবই যে, সর্ব্বরোগের নিত্য ভিষক্, শিবই যে, ভবরোগবৈদ্য, শিবই যে, দরিদ্রের অক্ষয় নিত্য কোষাগার এইবার এই অমূল্য, এই অমৃতময় উপদেশের হৃদয়কে দেখিতে পাইব। "ঠাকুর! যথাসময়ে, যথাপ্রয়োজন বৃষ্টি যেন হয়, ঝড় হইয়া, শিলাবৃষ্টি হইয়া, আমার শস্য যেন নষ্ট না হয়, পঙ্গপালে যেন আমার শস্য খাইয়া ফেলে না, কৃষক যদি সুদৃঢ়, সরল বিশ্বাসের সহিত এই প্রকার প্রার্থনা করে, তাহা হইলে, ঠাকুর তাহা শ্রবণ করেন, শরণাগত কৃষকের সকল প্রার্থনা পূর্ণ করেন'। যদি কোন ভাগ্যবান্ নিরন্তর শিবের পূজা করেন, শিবের পূজা ছাড়িয়া, অন্য কাজ করিবার যাঁহার অবসর হয় না, যাঁহার হৃদয়ে অসরলতার কালিমা নাই, সর্ব্বশক্তিমান্ শরণাগতপালক, ভক্তপালনতৎপর "শিব," এতাদৃশ ভক্তের সকল ইচ্ছা পূর্ণ করেন, যাহা তাহার নাই, তাহাকে তাহা প্রদান করেন, এবং স্বয়ংই তাহা রক্ষা করেন, এই সমস্ত যে, মনভুলান কথা নহে, আমি একদিন যথার্থ ভাবে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিব, আমার এখন এই প্রকার আশা হইতেছে।

শিবের অনুগ্রহেই জীব কৃতকৃত্য হয়, সব ছাড়িয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শিবের শরণাগত হইতে পারিলেই, জীবের সর্ব্বদুঃখ দূরীভূত হয়। সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক শিবের (ঈশ্বরের) শরণাগত হওয়াই, প্রকৃত পুরুষকার, ইহা কাপুরুষতা নহে, স্থূল দৃষ্টিতে ন্যায়বিরুদ্ধ হইলেও, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহা সম্পূর্ণ ন্যায় সঙ্গত।

বক্তা—রমা! অন্য কর্ম্ম না করিয়া, অনন্যাসক্ত হইয়া, অবিরাম সর্ব্বান্তঃকরণে শিবের পূজা করিলে, তাঁহার শরণাগত হইলে, তাঁহার চরণে অখিল আত্মভাব সমর্পণ করিলে, "জীব" "শিব" হয়, সর্ব্বশক্তিমান্ হয়, সর্ব্বজ্ঞ হয়, শিবের অনুগ্রহে সে সব পায়, সর্ব্বথা সম্পূর্ণ হয়। শিবের উপাসনা ভিন্ন অন্য কর্ম্ম করিতে অশক্ত হওয়ায়, অন্য সব কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর শিবের ধ্যান করা, তাঁহার উপাসনা করা, কাপুরুষতা নহে, ইহাই বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ পুরুষকার। ভগবান্ বেদব্যাস যোগসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, ঈশ্বর, আরাধনাদি সাধন দ্বারা আরাধিত হইলে, 'ইহার এই অভীষ্ট সিদ্ধ হোক্' এই প্রকার অনুগ্রহ করেন, ঈশ্বরের এই প্রকার অনুগ্রহে সমাধি সিদ্ধি হয়, জীবের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি হইয়া থাকে। ঈশ্বর ইচ্ছা পূর্ব্বক শরীর ধারণ করিতে পারেন, বেদ-শাস্ত্র দ্বারা জীবকে জ্ঞান দান পূর্ব্বক মুক্ত করিতে পারেন, ভক্তকে দেখা দিতে পারেন, করুণাময় তাহা করিয়া থাকেন।*

* 'ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা।''—যোগসূত্র। 'ঈশ্বরো বক্ষ্যমানলক্ষণঃ। তস্মিন্ পরমগুরৌ প্রণিধানং ভাবনাবিশেষঃ। তস্মাদাসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ। ঈশ্বরো হি

শ্রীভগবানের নিত্য শরীর আছে, পরমেশ্বর নিত্য নিরাকার এবং নিত্য সাকার, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির শরীর, আপাততঃ পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও, উহা বস্তুতঃ নিত্য, বস্তুতঃ বিভু—জগদ্ব্যাপী। ভগবানের শরীর যদি নিত্য না হইত, বিভু—জগদ্ব্যাপী না হইত, তাহা হইলে, ভগবানের যথার্থ ভক্তগণ সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা স্ব স্ব ভাবনার অনুরূপ ভগবানের শরীর প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন না। শ্রীভগবানের শরীর সকল স্থানে, সর্ব্বদা অবস্থিত আছে, ভক্তদিগের ভাবনার অনুরূপ আবির্ভূত হয় মাত্র।

জিজ্ঞাসু—ভগবানের শরীর সর্ব্বত্র অবস্থিত আছে, যদি এই কথা সত্য হয়, তাহা হইলে, বৈকুণ্ঠাদি স্থানবিশেষকে ভগবানের আবাস স্থান বলা হয় কেন ?

বক্তা—বৈকুণ্ঠাদি ভগবানের বাসস্থানরূপে প্রসিদ্ধ, সন্দেহ নাই, বৈকুণ্ঠাদি স্থান যে, আছে, তাহা মিথ্যা নহে, আবার ভগবানের শরীর জগদ্ব্যাপী, একথাও সত্য। সত্ত্বগুণের আধিক্যে বৈকুণ্ঠাদি স্থানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যে হৃদয় বা যে দেশ গুণে অনেকতঃ বৈকুণ্ঠাদির সদৃশ, ভগবান্ সেই হৃদয়ে বা তদ্দেশে বাস করেন, প্রকটিত হইয়া থাকেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের ভাবনানুসারে ভগবান্ নরসিংহরূপে স্তম্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসু—ভগবান্ কিরূপে ভক্তের জন্য নানারূপ ধারণ করেন ?

বক্তা—তোমার এইরূপ প্রশ্নের অভিপ্রায় কি ?

জিজ্ঞাসু—অনেকে বলেন, 'শিব নির্গুণ,' 'শিব পূর্ণ,' 'শিব' নিত্যমুক্ত, শিবের রাগ-দ্বেষ নাই, কোনরূপ ক্লেশ নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, তবে 'শিব,'

সমারাধনাদিনা সাধনেন আরাধিতঃ, 'ইদমস্তেষ্টমস্তু,' ইতি সংসারাঙ্গারে তপ্যমানং পুরুষমনুগৃহ্লাতীতিভাবঃ। * * * ইত্থং তপ্যমানং পুরুষং পরমেশ্বরঃ স্বেচ্ছয়া নির্ম্মাণকায় মধিষ্ঠায় লৌকিক বৈদিক সম্প্রদায় প্রদ্যোতকো হনুগৃহ্লাতীত্যনবদ্যম্'।—যোগসূত্র বৃত্তি।

কিরূপে ভক্তের জন্য নানারূপ ধারণ করেন? তবে কেন ভক্তের দুঃখে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয়, ভক্তের দুঃখ দেখিয়া, তাঁহার অনুগ্রহ হয়? আমার উক্ত প্রশ্নের ইহাই অভিপ্রায়।

বক্তা—তোমার এই প্রশ্ন অতি সুন্দর, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ইহার সমাধান অবশ্য কর্ত্তব্য। কপিলদেব, লোকহিতার্থ এইরূপ প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছিলেন, মহর্ষি গোতম এইরূপ প্রশ্নের উত্থাপন পূর্ব্বক সমাধান করিয়াছেন, নাস্তিকগণও স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে এইরূপ বহু তর্ক করিয়া থাকেন। বেদ-ও-বেদমূলক শাস্ত্র সমূহের উপদেশ—ইন্দ্র—পরমৈশ্বর্য্যবান্ পরমেশ্বর মায়া দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন।*

জিজ্ঞাসু—"মায়া" কোন্ পদার্থ? "মায়া" কি ঈশ্বর হইতে পৃথক্ বস্তু?

বক্তা—তৈত্তিরীয় আরণ্যক মায়াকে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বলিয়াছেন, মায়া পরমেশ্বরের শক্তি ভিন্ন আর কিছু নহেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে—মায়া যাঁহার শক্তি, তাঁহাকে, "মহেশ্বর" বলিয়া জানিবে ("মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।"—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ)। 'মায়া' বা 'প্রকৃতি' মহেশ্বর হইতে পৃথক্ বস্তু নহে।

জিজ্ঞাসু—'মায়া' বা 'প্রকৃতি' ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, এই কথার অভিপ্রায় কি?

বক্তা - অগ্নি হইতে তাপ যেমন ভিন্ন নহে, চন্দ্রমা হইতে জ্যোৎস্না যেমন অভিন্ন, তেমনি 'শিব' হইতে "শিবা" বা পুরুষ হইতে প্রকৃতি, শক্তিমান্ হইতে শক্তি, বস্তুতঃ অভিন্ন।

জিজ্ঞাসু—"প্রকৃতি" ও "ঈশ্বর" এই উভয়ের কার্য্য কি?

বক্তা—'ঈশ্বর' ও 'প্রকৃতি' এই উভয় হইতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি

* "ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।"—ঋগ্বেদসংহিতা।

লয় ইত্যাদি সর্ব্ব কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। 'ঈশ্বর' ও 'প্রকৃতি' এই উভয়ই জগৎরূপ কার্য্যের কারণ।

জিজ্ঞাসু—"ঈশ্বর" ও "প্রকৃতি" জগৎ কার্য্যের এই উভয়কেই কারণ বলিবার প্রয়োজন কি ?

বক্তা—যাহা কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাহাকে উপাদান বা "সমবায়ী" কারণ বলে। মাটী হইতে ঘট হয়, মৃত্তিকা না থাকিলে, ঘট হয় না; সোণা না থাকিলে, সোণার বালা হয় না, বীজ না থাকিলে, অঙ্কুর হয় না। মৃত্তিকা ঘটাকার ধারণ করে, সোণা বালাদির আকারে আকারিত হইয়া থাকে। যাহা হইতে যাহা হয়, যাহা কার্য্যরূপে উৎপন্ন হয়, তাহাকে উপাদান কারণ বলে। মৃত্তিকা ঘটের, সোণা সোণার বালার, বীজ অঙ্কুরের উপাদান কারণ। কার্য্য, তাহার উপাদান কারণ হইতে ভিন্ন নহে; মৃত্তিকা বাদ দিলে, ঘটের "ঘট" এই নাম মাত্র থাকে, সোণার বালা হইতে সোণাকে পৃথক্ করিলে, বালার "বালা" নাম ছাড়া আর কিছু থাকে না। "ঈশ্বর" জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন না।

জিজ্ঞাসু—ঈশ্বর জগৎ কার্য্যের উপাদান কারণ হইতে পারেন না কেন ?

বক্তা—উপাদান কারণের বিকৃতি হয়, উপাদান কারণ নানা আকার ধারণ করে, ঈশ্বরকে জগৎকার্য্যের, ঘটের মৃত্তিকার ন্যায় উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে, ঈশ্বরকে আর নির্ব্বিকার বলা যায় না।

জিজ্ঞাসু—জগৎ কার্য্যের উপাদান কারণ কে ?

বক্তা—"প্রকৃতি" বা "মায়া" জগৎকার্য্যের (সোণা যেমন সোণার বালার উপাদান কারণ, সেইরূপ) উপাদান কারণ।

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে "ঈশ্বর" কি করেন ? জগৎকার্য্য নিষ্পাদনে ঈশ্বরের কার্য্যকারিতা কি ?

বক্তা—প্রকৃতিকে অন্তরালে (মধ্যে) রাখিয়া, ঈশ্বর জগৎ উৎপাদন করেন, জগৎরূপ কার্য্য, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, বীজশক্তি যেমন অঙ্কুর হয়,

স্বর্ণ হইতে যেমন বালা হয়, প্রকৃতি হইতে সেইরূপ বিবিধ বিচিত্রতাময় জগৎ হয়।

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারে লাভ কি?

বক্তা—চৈতন্যময় ঈশ্বর, স্বকীয় প্রকাশ স্বরূপে প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করেন, কেবল জড়স্বভাবা প্রকৃতিই যদি জগতের কারণ হইত, তাহা হইলে, জগৎ জড়রূপ হইত, জীবদিগের যে "আমি" "আমার" ইত্যাদিরূপ বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইত না। প্রকৃতি স্বভাবতঃ অচেতন, জড়স্বরূপিণী, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণবিশিষ্টা এবং ঈশ্বরের শরীরভূতা—শরীরস্বরূপা। এই প্রকৃতিতে যখনি "আমি" "আমার" ইত্যাদি প্রকার বুদ্ধির বিকাশ হয়, তখনি উহা এই জগৎকে প্রসব করিতে সমর্থ হয়, স্বয়ং জগৎরূপে পরিণত হয়। "ঈশ্বর বিশুদ্ধচৈতন্যময়, ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ" ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রেই জগৎ উৎপন্ন হয় বলিয়া, তাঁহাকে জগতের কর্ত্তারূপে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। ঈশ্বর প্রকৃতিরূপ শরীর দ্বারা জগতের উপাদান কারণ, এবং চৈতন্য দ্বারা উহার উৎপাদন কর্ত্তা। প্রশ্ন হইবে, প্রকৃতি যখন জগতের উপাদান কারণ, তখন জগৎ প্রকৃতিস্বরূপই হইল, অতএব ব্রহ্ম হইতে উহা অত্যন্ত ভিন্ন হইয়া পড়িল। উত্তর। না, তাহা হয় না, "প্রকৃতি" ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। জগতের উপাদান কারণ প্রকৃতি হইলেও, জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, কারণ, 'প্রকৃতি' 'ঈশ্বর' হইতে অভিন্ন; জগৎ আবার প্রকৃতি হইতে অভিন্ন; অতএব জগৎ ঈশ্বর হইতে অভিন্ন।* জগতের সর্ব্বত্র 'ঈশ্বর' বিরাজমান থাকেন। অতএব 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' এই উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, কারণ, ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা রাখেন, "প্রকৃতি" চৈতন্যের জন্য পুরুষের, এবং পুরুষ জগতের উপাদান কারণের নিমিত্ত প্রকৃতির অপেক্ষা

* "প্রকৃত্যন্তরালাদ্‌বৈকার্য্যং চিৎসত্ত্বেনানুবর্ত্তমানাৎ।"—শাণ্ডিল্যসূত্র।

করেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ই অনাদি, উভয়ই "অজ"—উভয়েরই জন্ম নাই। অজা—অনাদি মূল-প্রকৃতিরূপা 'মায়া', ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া, একাই দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যাদি বিবিধ প্রজা প্রসব করিয়া থাকেন।* বিচিত্র কার্য্যের বৈচিত্র্যের প্রতি বিচিত্র কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে, কারণের বিচিত্রতা ব্যতিরেকে কার্য্যের বিচিত্রতা হইতে পারে না, কারণে যাহা নাই, কার্য্যে তাহা থাকিতে পারে না, জগতের দিকে তাকাইলে, জগতের প্রত্যেক কার্য্যই যে, বৈচিত্র্যময়, তাহা উপলব্ধি হয়। অতএব বিচিত্র জগৎকার্য্যের কারণ প্রকৃতি বা মায়াও যে, বৈচিত্র্যশালিনী, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুতি এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, 'অজা'—প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অপিচ 'অনাদি-কর্ম্মসংস্কারবতী', এক অজা বা প্রকৃতি হইতে, এই নিমিত্ত, বহুবিধ প্রজার বা বিবিধ, বিচিত্র কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' স্বরূপ-সম্বন্ধে পরস্পর সংযুক্ত, সর্ব্বদা সম্বদ্ধ।

জিজ্ঞাসু—"প্রকৃতি" ও "পুরুষ" স্বরূপ-সম্বন্ধে পরস্পর সম্বন্ধ, এই কথার অর্থ কি ?

বক্তা—প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ আগন্তুক নহে। যষ্টিধারী পুরুষের সহিত যষ্টির (লাঠীর) যেমন সম্বন্ধ, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ তদ্রূপ নহে, এ সম্বন্ধ অনাদি।

জিজ্ঞাসু—"শিবা", "গৌরী" বা "উমা" কি, জড়শক্তি ?

বক্তা—"শিবা" পরমাদেবী, "শিবা", সদাকারা, "শিবা" সংসারের সৃষ্টি,

* 'অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তীং সরূপাং।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥
তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

"গুণত্রয়াত্মিকা মায়েত্যুক্তং ভবতি। সা চ দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদিরূপাং গুণত্রয়াত্মকত্বেন সরূপাং বহুবিধাং প্রজাং জনয়ন্তী। তৈত্তিরীয় আরণ্যকভাষ্য।

স্থিতি, লয়কারিণী, "শিবা" চৈতন্যময়ী, "শিবা" শিবঙ্করী,—সর্ব্বপ্রাণির সুখকারিণী, "শিবা" শিব হইতে অভিন্না ("সদাকারা পরানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী। সা শিবা পরমাদেবী শিবাভিন্না শিবঙ্করী॥"—সূতসংহিতা)। "শিবা" ছাড়া শিব নিরর্থক। "শিব" যে, জগৎকারণ হন, তাহা শিবার শক্তি বশতঃ, শিবাশক্তিবিহীন 'শিব' নিরর্থক, নিষ্ক্রিয়। জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, এই উভয়ের সাম্যবতী শিবা, যখন বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা হ'ন, জ্ঞানশক্তির যখন আধিক্য হয়, তখন তদুপাধিক শিব, "সর্ব্বজ্ঞ" হইয়া থাকেন। 'শিবা' যখন ক্রিয়াশক্তিপ্রধানা হ'ন, তখন তদুপাধিক শিব (ক্রিয়াশক্তিপ্রধানা শিবা বা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত চিৎ), স্রষ্টব্য পদার্থ সমূহের পর্য্যালোচনা রূপ ঈক্ষণের কর্ত্তা হ'ন। শিবা ছাড়া 'শিব' নিরর্থক। শিব বিনা শক্তি এবং শক্তিরহিত শিব কখন হইতে পারেন না, গৌরী-শঙ্করের ঐক্যকে যিনি সাক্ষাৎ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থজ্ঞানী ("ন শিবেন বিনা শক্তি র্ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ। উমাশঙ্করয়োরৈক্যং যঃ পশ্যতি, স পশ্যতি॥"—সূতসংহিতা)। দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ওষধি, বনস্পতি, অণু, পরমাণু, নদ, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, বিদ্যুৎ, ভক্ষ্য, ভোজ্য, এক কথায় বিশ্বজগৎ শিব-শক্তিময়।

রুদ্রহৃদয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, রুদ্র সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বদেব শিবাত্মক, রুদ্র ব্রহ্ম-বিষ্ণুময়; সর্ব্ব পুংলিঙ্গ ঈশান, সর্ব্ব স্ত্রীলিঙ্গ ভগবতী উমা, স্থাবর—জঙ্গমাত্মক সর্ব্বপ্রজা উমারুদ্রাত্মিকা; উমাশঙ্করের যে যোগ, সেই যোগ 'বিষ্ণু' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। * গোপথব্রাহ্মণ ও সাবিত্রী উপনিষৎ, সবিতা কে, এবং সাবিত্রীরই বা স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইবার সময়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার হইতেছে, 'বিশ্বজগৎ উমা-শঙ্করের রূপ',

* "ব্রহ্মবিষ্ণুময়ো রুদ্র অগ্নিষোমাত্মকং জগৎ। পুংলিঙ্গং সর্ব্বমীশানং স্ত্রীলিঙ্গং ভগবত্যুমা। উমারুদ্রাত্মিকাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ। ব্যক্তং সর্ব্বমুমারূপং অব্যক্তং তু মহেশ্বরম্॥ উমাশঙ্করয়োর্যোগঃ স যোগো বিষ্ণুরুচ্যতে।"—রুদ্রহৃদয় উপনিষৎ।

'বিশ্বজগৎ হর-গৌর্য্যাত্মক'। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে উক্ত হইয়াছে, 'ভৈরব,' যাঁহাকে চিদাকাশ শিব বলিয়া উক্ত করিলাম, তাঁহার যে, মনোময়ী স্পন্দ-শক্তি, তাঁহাকেই তুমি "মায়া" বা 'কালী' বলিয়া জানিবে। এই 'মায়া' শিব হইতে অভিন্ন ; 'পবন' ও পবনস্পন্দ যেমন এক পদার্থ, উষ্ণতা (তাপ) ও অনল যেমন এক পদার্থ, সেইরূপ চিন্ময় শিব ও তদীয় স্পন্দশক্তিও (মায়াও , সর্ব্বদা এক, কদাচ পৃথক্ নহে। "স্পন্দ" দ্বারা যেমন বায়ুর অনুমান হয়, উষ্ণতা দ্বারা যেমন অগ্নির অনুমান হয়, সেইরূপ এই 'শিব' নামক নির্ম্মল শান্ত, চিদাত্মাও যথোক্ত মায়া দ্বারা লক্ষিত হন, অন্য কোন উপায়ে তিনি লক্ষিত হন না। এই শান্ত চিন্ময় শিবকেই তত্ত্বজ্ঞানীরা বাঙ্‌মনের অগোচর "ব্রহ্ম" বলিয়া জানেন। "স্পন্দশক্তি" শিবের ইচ্ছা। এই ইচ্ছারূপিণী স্পন্দন শক্তিই জীবের জীবন রূপে পরিণত হওয়ায়, জীবাত্মা বা জীবচৈতন্য নামে, সৃষ্টির প্রকৃতি (মূল কারণ) বলিয়া, প্রকৃতি নামে, অভিহিত হইয়া থাকে। ইনি প্রণবের সারাংশ শক্তি, এই জন্য ইহাঁর নাম "উমা", যাঁহারা ইহাঁর গান করেন, ইহাঁর জপ করেন, তাঁহারা পরমার্থকে প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সর্ব্বথা প্রাণ পান, এই নিমিত্ত ইহাঁর নাম "গায়ত্রী", সর্ব্বজগৎকে প্রসব করেন বলিয়া, ইহাঁর নাম সাবিত্রী, সর্ব্ব জ্ঞানদৃষ্টি-ধারা ইহাঁ হইতেই প্রবাহিত হয় বলিয়া, ইহাঁর নাম সরস্বতী। গৌরাঙ্গী বলিয়া ইনি 'গৌরী' নামে অভিহিতা হ'ন, যখন শিবশরীরে অনুষঙ্গিণী হ'ন, তখন ইনি "গৌরী" হইয়া থাকেন। * শিব ও শিবার স্বরূপ সম্বন্ধে তোমাকে যাহা শুনাইলাম, তাহা বেদ ও বেদমূলক নিখিল শাস্ত্রসম্মত। আধুনিক যথার্থ ধীমান্ বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহ কেহ, বিশ্বজগৎকে শিব-শক্তিময় বলিয়াই বুঝিয়াছেন। "ব্যক্ত জগতের পরিণাম চৈতন্যাধিষ্ঠিত অব্যক্ত দ্বারা হইয়া থাকে," বিজ্ঞানকুশল চিন্তাশীল টেট্ ও ষ্টুয়ার্ট্ এই কথা

* "স ভৈরবশ্চিদাকাশঃ শিব ইত্যভিধীয়তে। অনন্যাং তস্য তাং বিদ্ধি স্পন্দশক্তিং মনোময়ীং॥ নির্ব্বাণপ্রকরণ—উত্তরার্দ্ধ।

বলিয়াছেন। 'ঈশ্বরের ইচ্ছাই নিখিল কার্য্যের মূল কারণ, সৃষ্টি ঈশ্বরকৃতি, এই কথা বলাই মানুষোচিত,' ইহা প্রবীণ বৈজ্ঞানিক গ্রোভের উক্তি। "শিব" ও "শিবা" সম্বন্ধে যথাপ্রয়োজন সংক্ষেপে কিছু বলিলাম। এখন শিব বা শিবযুক্ত, শিবঙ্করী শিবাই যে, সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা ও সর্ব্বসুখবিধাতা, শিবের অনুগ্রহেই যে, জীব সব পায়, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথার্থভাবে অবিরাম শিবের পূজা করিলে, জীব যে, কৃতকৃত্য হয়, যথার্থভাবে শিবের উপাসনাই, সর্ব্বান্তঃকরণে শিবের শরণাগত হওয়াই যে, শ্রেষ্ঠ পুরুষকার, ইহা যে কাপুরুষতা নহে, শিব জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ও-লয়-কার্য্য সম্পাদন করেন, বলিয়া, জীবের দুঃখে দয়ার্দ্রচিত্ত হ'ন এই জন্য, তাঁহার শিবত্বের যে কোন হানি হয় না, তিনি যে, সাধারণের ন্যায় রাগ-দ্বেষাদিযুক্ত তাহা সপ্রমাণ হয় না, এইবার তোমাকে সংক্ষেপে এই সকল বিষয় বুঝাইবার অবসব আসিয়াছে।

মহেশ্বর হিরণ্যগর্ভকে বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি নিরন্তর আমার অনুস্মরণ করে, আমার ধ্যানে যাঁহার চিত্ত সদা নিমগ্ন, সে ব্যক্তি কেবল এতদ্দ্বারাই সর্ব্বজ্ঞ হয়, কেবল এতদ্দ্বারা তাহার পরেশত্ব—সর্ব্বোপরি ঐশ্বর্য্যলাভ হয়, কেবল এতদ্দ্বারা তাহার সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তিতা প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সে অনন্ত-শক্তিমান্ হয় ("সর্ব্বজ্ঞত্বং পরেশত্বং সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তিতা। অনন্তশক্তিমত্ত্বং চ মদনুস্মরণাদ্ভবেৎ ॥"—যোগশিখোপনিষৎ)।

জিজ্ঞাসু—নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ করিতে কিরূপে পারা যায়, কেবল নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ দ্বারা কিরূপে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়, সর্ব্বজ্ঞ কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি না, আমার জিজ্ঞাস্য হইতেছে, মানুষের মধ্যে যাঁহারা বহুজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহারা কি, বিদ্যার্জ্জনার্থ শিবের অনুস্মরণ করিয়া বহুজ্ঞ, বিবিধবিদ্যাকুশল হইয়াছেন? বহুজ্ঞ হইবার যে সকল কারণ আছে, নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ কি, তাহাদের মধ্যে অন্যতম? নিরন্তর শিবের ধ্যান করিলে, মানুষের সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তিতা প্রাপ্তি হয়, কেবল

এতদ্দ্বারা মানুষের অনন্তশক্তিমত্তার আবির্ভাব হইয়া থাকে, আমার আপাততঃ ইহা বুঝিবার শক্তি নাই, তবে শিবের অনুগ্রহে যে, সব হইতে পারে, দৃঢ়ভাবে তাহা বিশ্বাস করিবার আমি একান্ত অভিলাষী। শিবকে নিরন্তর অনুস্মরণ করিয়া কেহ কি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন? কোন ব্যক্তি কি সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তিতা প্রাপ্ত হইয়াছেন? কোন ভাগ্যবানের কি, অনন্তশক্তিমত্তার বিকাশ হইয়াছে? নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ করিলে, এত লাভ কিরূপে হয়, দাদা!

বক্তা—শিব বলিয়াছেন, "দৃঢ় ভাবনাই," সর্ব্ব সিদ্ধির হেতু, নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ দ্বারা যে, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সিদ্ধ হয়, ভাবনার দৃঢ়তা, ভাবনার উপচয়ই—অবাধিত বৃদ্ধি বা উৎকর্ষতাই, তাহার একমাত্র কারণ ("ভাবনামাত্রমেবাত্রকারণং পদ্মসম্ভব।")। সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে, ভাবনার উপচয় দ্বারা, যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, অশ্রদ্ধাদি মলরহিত হইয়াছে, তিনি প্রকৃতিবৎ সর্ব্বকার্য্য করিতে পারেন।* "যাঁহার যাদৃশী ভাবনা, তিনি তদ্রূপ হইয়া থাকেন", তুমি কি, এই কথা কখনও শ্রবণ কর নাই?

জিজ্ঞাসু—বহুবার আপনার মুখ হইতেই একথা শুনিয়াছি, কিন্তু ইহার অর্থ কি, এতদিন দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার তাহা জানিবার চেষ্টা হয় নাই। "ভাবনা কাহাকে বলে?"

বক্তা—ভাবনা মনের স্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়া। 'ভাবনা মনের স্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়া' এই কথা শুনিয়া, ভাবনা পদার্থ সম্বন্ধে তোমার যে, কোন রূপ ধারণা হয় নাই, তাহা আমি বুঝিতেছি। "কর্ম্ম" কাহাকে বলে, "মন" কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয়, তুমি ঠিক জান না; যে বিষয়ের যে ভাবনা করে না, সে তদ্বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারে না। "স্পন্দন" শব্দ নড়া-চড়া,

* "ভাবনোপচয়াচ্ছুদ্ধস্ত সর্ব্বং প্রকৃতিবৎ।"—সাংখ্যদর্শন ৩।২৯

"গতি" ইত্যাদি অর্থের বাচক। কি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য জগৎ, কি আন্তর জগৎ, উভয়েই স্পন্দন বা গতির মূর্ত্তি, উভয়েই কর্ম্মের রূপ। আন্তর জগৎ, আন্তর কর্ম্ম ও মন এক পদার্থ। 'পুষ্প' ও তদন্তর্গত 'সৌরভ' যেমন পরস্পর অভিন্ন, উহাদের যেমন কোন ভেদ নাই, সেইরূপ "কর্ম্ম" ও "মন" এই উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। আন্তর কর্ম্মই, বাহ্যজগদাকার ধারণ করে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যাহা জান, যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি কর, তাহারা আন্তর কর্ম্মের ফল। সাবধানে নিষ্পাদিত ঐহিক বা প্রাক্তন (পূর্ব্বজন্মের) কর্ম্মই পুরুষকার। কজ্জলের (কাজলের) কালিমা নষ্ট হইলে, কজ্জলের যেমন কিছুই থাকে না, সেইরূপ স্পন্দনাত্মক কর্ম্ম নষ্ট হইলে, মনের কিছুই থাকে না। বহ্নি ও উষ্ণতার ন্যায়, চিত্ত ও কর্ম্ম অভিন্নরূপে মিলিত, সুতরাং একের নাশ হইলে, অপরের নাশ অবশ্যম্ভাবী। চিত্ত স্পন্দনাত্মকক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া, 'ধর্ম্ম' ও 'অধর্ম্ম' রূপে পরিণত হয়, আবার কর্ম্মও চিত্তের ফলভোগানুরূপ স্পন্দাত্মক বিলাস প্রাপ্ত হইয়া 'চিত্ত' হয়। অনুভূত অর্থের ভাবনাই, 'মন', এই ভাবনা স্পন্দধর্ম্মিণী হইয়া বিহিত ও নিষিদ্ধ ক্রিয়া হয়। এই ক্রিয়ার জন্মান্তরাদিরূপে ভাবিত রূপ তাদৃশ ফলের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত, আত্মতত্ত্বের সংকল্পশক্তি দ্বারা কল্পিত যে রূপ, তাহাই "মন", জগতে যেমন গুণহীন গুণী নাই, সেইরূপ কল্পনাত্মক কর্ম্মশক্তিশূন্য মনও অসম্ভব। বহ্নি ও উষ্ণতার যেমন পৃথক্ সত্তা নাই, সেইরূপ "কর্ম্ম" ও "মনের" পৃথক্ সত্তা নাই। যাঁহার মন যে মাত্রায় বিমল হয়, অর্থাৎ যিনি যে মাত্রায় বিশুদ্ধ কর্ম্ম করেন, তাঁহার সেই মাত্রায় ভাবনাও বিশুদ্ধ হয়। ভাবনার বিশুদ্ধির মাত্রানুসারে কর্ম্মের সিদ্ধি হইয়া থাকে। যাঁহার যাদৃশী ভাবনা, তাঁহার তাদৃশী সিদ্ধি হয়, যিনি যাদৃশ শ্রদ্ধাবান্, তাঁহার তাদৃশ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি নিরন্তর সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, করুণাসাগর, ভক্তবৎসল, ভক্তপালনতৎপর শিবকে ধ্যান করেন, শিবের ভাবনা করেন; তিনি শিবের

কৃপায়, শিবের যাহা আছে, শিবা বা প্রকৃতির যাহা আছে, তৎসমুদায়ের অধিকারী হইয়া থাকেন, করুণাময় শিব তাঁহার যথার্থ শরণাগত ভক্তকে (সৎপুত্রকে পিতা যেমন তাঁহার সর্ব্বস্বের অধিকারী করেন, সেইরূপ) তাঁহার সর্ব্বস্ব দিয়া থাকেন. সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ শিব তাঁহার ভক্তকে সর্ব্বশক্তিমান্ করেন, সর্ব্বজ্ঞ করেন। নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ করিলে, কি নিমিত্ত সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়, কি নিমিত্ত সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তিতা প্রাপ্তি হয়, কি নিমিত্ত অনন্তশক্তিমত্তার বিকাশ হয়, তাহা একটু বুঝিতে পারিলে কি রমা ?

জিজ্ঞাসু—শিব যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হ'ন, যদি অনন্তজ্ঞানময় হ'ন, দয়াময় হ'ন, বিশ্বের পরম পিতা হ'ন, আমি যদি শিবকে সর্ব্বশক্তিমান্, অনন্তজ্ঞানময়, দয়াময় ও আমার পরম পিতা বলিয়া দৃঢ় ভাবনা করিতে পারি, অন্য কোন বিষয়ে মন না দিয়া অবিরাম তাঁহারই অনুস্মরণ করিতে পারি, তাহা হইলে, লৌকিক মাতা পিতার কাছ থেকে সন্তান যেমন তাঁহাদের যাহা আছে, তাহা পাইয়া থাকে, পরম পিতার কাছ থেকে আমি আমার যাহা আবশ্যক, তাহা পাইব না কেন ? আমি আপনার সকল কথার অর্থ বুঝিতে না পারিলেও, মোটের উপর আমার মনে হয়েছে, এই কথা তাহাদের সার।

বক্তা—এই কথাই তাহাদের যে, সার, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। মানুষ রাজা হয়, ধনবান্ হয়, অন্যের প্রভু হয়, আচার্য্য বা জ্ঞানোপদেষ্টা হয়, তাহা সকলের জানা আছে, কিন্তু কি ক'রে মানুষ রাজা হয় কি ক'রে ধনবান্ হয়, অন্যের প্রভু হয়, অনেকেই তাহা জানেন না, অনেকেই তাহা ভাবেন না। "কর্ম্ম" করিয়া ফল পায়, মানুষ সাধারণতঃ ইহাই অবগত আছে, কিন্তু "কর্ম্ম" কোন্ পদার্থ, কোথা হইতে মানুষ কর্ম্ম করিবার শক্তি পায়, শক্তির মূল প্রসূতি কে, মানুষ সাধারণতঃ তাহা জানে না। শিবা বা শক্তিযুক্ত, শিবই বস্তুতঃ সর্ব্বশক্তির মূল প্রসূতি। শিবই ইচ্ছাশক্তি, শিবই জ্ঞানশক্তি

শিবই ক্রিয়াশক্তি, এই বিশ্বাস যাঁহার সুদৃঢ় হইয়াছে, ভাবনাখ্য উপাসনা দ্বারা যিনি শুদ্ধ হইয়াছেন, নিষ্পাপ হইয়াছেন, তাদৃশ পুরুষের সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্ শিবের ন্যায়, সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতির ন্যায়, সর্ব্বৈশ্বর্য্য হইয়া থাকে। অল্পবুদ্ধি মানুষ, বুদ্ধিহীনতা নিবন্ধন পূর্ণ শক্তিমান্‌কে ছাড়িয়া, তাঁহার পরিচ্ছিন্ন শক্তির উপাসনা করে, বিশ্বাস করে, আমার দেহ ও মনের বল দ্বারা আমি কৃতকার্য্য হই, আমি পুরুষকার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করি। শিবই পুরুষশ্রেষ্ঠ, শিবই সর্ব্বপুরুষের মূল, তাঁহার শরণাগত হওয়া ও পরিচ্ছিন্ন শক্তিকে আশ্রয় করা, এক কথা। অতএব যথার্থ ভাবে অনন্যাসক্ত হইয়া, একাগ্রচিত্তে শিবের ধ্যান করিলে, 'প্রকৃত পুরুষকার' হয়; ইহাই বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ পুরুষকার। তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ, যোগিগণ স্বীয় সংকল্প দ্বারা সাধারণের অসাধ্য কর্ম্মও নিষ্পাদন করিতে পারেন। কিরূপে তাহা পারেন? নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হইবে, শিবের বা ঈশ্বরের অনুগ্রহই তাহার কারণ। শিব, ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন, শিব, যে ঔষধ দ্বারা যে রোগের প্রতীকার হইবে, বেদ দ্বারা, বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ দ্বারা তাহা বলিয়া দিয়াছেন, মানুষ, বিশ্বভিষক্, সর্ব্বশক্তিমান্ শিব কর্ত্তৃক সৃষ্ট ঔষধ দ্বারা রোগের প্রতীকার করে, ইহাতে মানুষ-চিকিৎসকের কতটুকু কৃতিত্ব আছে? মানুষ-চিকিৎসকের অভিমানে স্ফীত হইবার কি কারণ আছে? এ ত গেল স্থূল চিকিৎসার কথা, মানুষের অন্তরে যে, সর্ব্বরোগহর চিকিৎসক আছেন, তাঁহাকে কি মানুষমাত্রে দেখিতে পায়? মানস চিকিৎসা দ্বারা স্থূল চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক, অসাধ্যজ্ঞানে পরিত্যক্ত রোগীও নীরোগ হয়। ভক্তের দুঃখ দেখিয়া করুণাময় শিবের স্বভাবতঃ দয়ার্দ্রচিত্তে করুণার উদয় হয় বলিয়া, তিনি প্রাকৃতজনবৎ রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী নহেন। বিশ্বাস করিও, রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী না হইয়া, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তি, ঈশ্বর (শিব) জীবকে অনুগ্রহ করিতে পারেন।

জিজ্ঞাসু—যাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, যিনি পূর্ণ, যিনি নিষ্কাম, তাঁহার

কোন কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি হইবে কেন, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—পূর্ণের, নিষ্কামের, নিত্যমুক্তের, নিত্যতৃপ্তের নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও, ভূতানুগ্রহ প্রয়োজন আছে। অপূর্ণকামের ন্যায় 'রাগ' না থাকিলেও, পরম কারুণিক ঈশ্বরের করুণালক্ষণ রাগ আছে। জীবানুগ্রহ প্রয়োজন থাকিলেও, করুণালক্ষণ রাগযুক্ত হইলেও ঈশ্বর নিত্যমুক্ত, ভগবান্ বেদব্যাস যোগসূত্রের ভাষ্যে যে, এই কথা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে শুনিয়াছ ("তস্যাত্মানুগ্রহপ্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্।"—যোগসূত্র ভাষ্য)। জীবের 'রাগ,' ক্লেশাত্মক, জীবের 'রাগ' বন্ধনের হেতু, ঈশ্বরের করুণালক্ষণ (করুণাই হইয়াছে লক্ষণ যাহার) 'রাগ' ক্লেশাত্মক নহে, নিত্যমুক্তত্বের ক্ষতিকর নহে। জগতের অধিপতি করুণাদি কল্যাণ গুণগ্রামের আকর, ভগবানের করুণা আগন্তুকী নহে, ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। রাগ-দ্বেষ বিহীনের কর্ম্ম করা সম্ভব নহে, যিনি জন্মগ্রহণ করেন, স্থূলরূপে আবির্ভূত হন, তিনিই আমাদের ন্যায় অপূর্ণ, আমাদের ন্যায় রাগ-দ্বেষাদির অধীন, অল্পজ্ঞ মানবের এবম্প্রকার বিশ্বাস হওয়াই, প্রাকৃতিক। 'ঈশ্বর' হইয়াও, কোনরূপ অভাব বা প্রয়োজন না থাকিলেও দেবতাগণ যে, জন্মগ্রহণ করেন, তাহার কারণ কি, ভগবান্ যাস্ক এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, দেবতারা কর্ম্মজন্মা—লোকের কর্ম্মফলসিদ্ধির নিমিত্ত, ঈশ্বর হইয়াও—কোন অভাব না থাকিলেও, লোকানুগ্রহার্থ 'ঈশ্বর,' অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ইত্যাদি দেবতারূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, অগ্নি-সূর্য্যাদিরূপে আবির্ভূত না হইলে লোকের কর্ম্মসিদ্ধি হয় না।*

জিজ্ঞাসু—ঈশ্বর অগ্নিবায়ুসূর্য্যাদিরূপে আবির্ভূত না হইয়া কি, লোকের কর্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ নহেন ?

বক্তা—শক্তি ক্রিয়া করিবে, ক্রিয়া করা শক্তির ধর্ম্ম, প্রবলতর বিরুদ্ধ

---

* "কর্ম্মজন্মানঃ"—নিরুক্ত। কর্ম্মফলসিদ্ধয়ে লোকস্য "অগ্নিবায়ুসূর্য্যা জায়ন্তে। ন হ্যেতেভ্য ঋতে লোকস্য কর্ম্মফলসিদ্ধিঃস্যাৎ" নিরুক্ত টীকা)

শক্তি দ্বারা অভিভূত না হইলে, শক্তির প্রকাশ হইবেই। যাহার ক্রিয়া নাই, যদ্দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, তাহার সত্তা উপলব্ধ হয় না, সে যে আছে, তাহা জানা যায় না। বাধা না পাইলে, শক্তির ক্রিয়োন্মুখ অবস্থা আসে না, যদি কোন অনুগ্রহীতব্য পাত্র না পান, তাহা হইলে, দয়ালুর দয়াবৃত্তির স্ফুরণ হয় না, অর্থী না পাইলে, দাতার দান বৃত্তির বিকাশ হয় না। 'ঈশ্বর' নিত্য অণিমাদি ঐশ্বর্য্যবান্ হইলেও, যদি তিনি ঈশিতব্য (ঐশ্বর্য্য প্রকাশের পাত্র) না পান, তাহা হইলে, তাঁহার ঐশ্বর্য্য অপ্রকটিত—অনভিব্যক্ত থাকে। "ঈশ্বর কেন শরীর গ্রহণ করেন, আত্মপ্রয়োজন না থাকিলেও, কেন বেদাদি দ্বারা লোককে ধর্ম্ম-জ্ঞানের উপদেশ করেন", এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে, ঈশ্বরের লোকানুগ্রহার্থ শরীর ধারণের সামর্থ্য আছে, লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিবার সময় উপস্থিত হইলেই, তাঁহার শরীর ধারণ সামর্থ্য, স্বভাবতঃ প্রব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি শরীর গ্রহণ না করিয়াও, লোকের কর্ম্ম করিতে পারেন, তথাপি তিনি যে, শরীর ধারণ করেন, তাহার কারণ, ঈশ্বরের শরীর ধারণ কবিবার শক্তি আছে, ঈশ্বরত্বকে, নিত্যমুক্তত্বকে অব্যাহত রাখিয়া, ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া, ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ, তাঁহাকে শরীরী দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুলীভূতহৃদয় ভক্তবৃন্দের উপকারার্থ, তাঁহাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে, ঈশ্বর শরীর গ্রহণ করিতে পারেন, তা'ই তিনি শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ভগবান্ বাদরায়ণ স্বপ্রণীত শারীরক সূত্রে বলিয়াছেন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-শক্তিমান্ ঈশ্বরই কর্ম্মফলদাতা, অচেতন, ক্ষণবিধ্বংসি-কর্ম্ম যে, কর্ম্মকর্ত্তাকে স্বতন্ত্র ভাবে ফল দিতে পারে না, যুক্তি ও শ্রুতি প্রমাণে তাহা সপ্রমাণ হয় ("ফলমতঃ উপপত্তেঃ।" "শ্রুতত্বাচ্চ"।—বেদান্ত সূত্র ৩।২।৩৭ ও ৩।২।৩৮)। ঈশ্বরের একেবারে যে, কোন ধর্ম্ম বা গুণ নাই, তাহা নহে। জীবের উপকার, স্বীয় আত্মসাক্ষাৎকার করান প্রভৃতি কার্য্য, ঈশ্বর করিয়া থাকেন।

অতএব ঈশ্বর যে, করুণাদি কল্যাণগুণগ্রামের আকর, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বর যে, কেবল কল্যাণগুণগ্রামের আকর, তাহা নহে, তাঁহার নিত্য শরীর আছে, ঈশ্বর নিত্য নিরাকার এবং নিত্য সাকার। ত্রিপাদ্বিভূতি মহানারায়ণ উপনিষৎ বলিয়াছেন, সর্ব্বপরিপূর্ণ পরব্রহ্মের নিত্যসাকারত্ব স্বীকার না করিয়া যদি তাঁহাকে কেবল নিরাকার বলা হয়, তাহা হইলে, তিনি নিরাকার আকাশবৎ জড় হইয়া থাকেন। অতএব পরব্রহ্মের পরমার্থতঃ সাকার-নিরাকারত্ব উভয়ই স্বভাবসিদ্ধ "সর্ব্বপরিপূর্ণস্য পরব্রহ্মণঃ পরমার্থতঃ সাকারং বিনা কেবলনিরাকারত্বং যত্বভিমতং তর্হি কেবলনিরাকারস্য গগনস্যেব পরব্রহ্মণোঽপি জড়ত্বমাপদ্যেত। তস্মাৎপরব্রহ্মণঃ পরমার্থতঃ সাকারনিরাকারৌ স্বভাবসিদ্ধৌ।"—ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারাণ উপনিষৎ)।

মহর্ষি জৈমিনি ধর্ম্মকে ফলের কারণ বলিয়াছেন।* মহর্ষি জৈমিনি যে, ধর্ম্মকে ফলের কারণ বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় হইতেছে, কেবল ঈশ্বরকে ফলদাতা বলিলে, সৃষ্টিবৈষম্য হেতু তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ঠুরত্বাদি দোষাপত্তি হয়। সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ অপেক্ষাকৃত সুখী, কেহ অত্যন্ত দুঃখী, কেহ বিদ্বান্, কেহ মূর্খ, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করেন, কেহ সর্ব্বদা দুঃসহ রোগের যাতনা ভোগ করিয়া থাকেন, কেহ ধার্ম্মিক, কেহ অধার্ম্মিক, কেহ নাস্তিক, কেহ আস্তিক। ঈশ্বর যদি একমাত্র ফলকারণ হইতেন, ঈশ্বরকে যদি সর্ব্বভূতে সমান করুণাময় বলিয়া নিশ্চয় করা হয়, তাহা হইলে, তাঁহার সৃষ্টি এই প্রকার বিষম হইল কেন, জগৎ দুঃখময় হইল কেন, মানুষের মনে যে স্বতঃই এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়া থাকে, তাহার কোনরূপ সমাধান হইতে পারে না। জৈমিনি, গোতম, বাদরায়ণ প্রভৃতি ঋষিগণ, শ্রুতি ও যুক্তি প্রমাণে বুঝাইয়াছেন, ঈশ্বর জীবের অনাদি কর্ম্মাপেক্ষাপূর্ব্বক সৃষ্টি করেন, জীবের কর্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ। জীব কর্ম্ম না

* "ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব"—বেদান্তসূত্র, ৩।২।৮।৪০

করিলে, ঈশ্বর ফল দেন কি? তুমি আমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। তোমার এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেছি। 'ফল' শব্দ কর্ম্মের নিষ্পন্ন অবস্থার বাচক। 'ফল' যখন কর্ম্মের নিষ্পন্ন অবস্থা, তখন কর্ম্ম ব্যতিরেকে ফলপ্রাপ্তি হইবে কেন?

জিজ্ঞাসু—আমার এইরূপ প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে, আমি যদি অন্য কোনরূপ কর্ম্ম না করিয়া, কেবল শিবপূজা করি, অনন্য মনে শিবেরই ধ্যান করি, তাহা হইলে, শিব কি, আমার ধনের অভাব দূর করিবেন? পীড়িত হইয়া, আমি যদি ঔষধ না খাই, তাহা হইলে 'শিব' কি, আমাকে রোগ হইতে মুক্ত করিবেন? কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা ও দণ্ডচক্রাদি দ্বারা ঘট প্রস্তুত করে, ঘট নির্ম্মাণ করিতে হইলে, কুম্ভকারকে যেমন বাহিরের জিনিস সংগ্রহ করিতে হয়, ঈশ্বরকে কি, জীবের উপকার করিতে হইলে, জগৎ সৃষ্টি করিতে হইলে, বাহিরের জিনিস সংগ্রহ করিতে হয়?

বক্তা—না, তা হয় না; ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপক, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, অতএব তাঁহা হইতে বাহ্যদেশ, বাহ্য সামগ্রী কি থাকিতে পারে? সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরকে, কোন বাহ্য সাধনের সংগ্রহ করিতে হইবে কেন? ঈশ্বর অন্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া, আপনা হইতে সব করিতে পারেন। মহাপ্রভাবশালী দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষি বা যোগিগণ যে, কিঞ্চিৎ বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া, স্বতঃ বহুশরীর, প্রাসাদাদি ও রথাদি নির্ম্মাণ করিতে পারেন, মন্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ পাঠ করিলে, তাহা উপলব্ধি হয়। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, 'দেবতারা ঈশ্বর—ঐশ্বর্য্যবান্, মহাপ্রভাবশালী, এই নিমিত্ত আত্মাই, আত্মশক্তিই ইহাদের রথ, আয়ুধ, ইষু (বাণ) প্রভৃতি হইয়া থাকে, ইহাঁদের সংকল্প—মানস কর্ম্ম বা ইচ্ছামাত্রে সব হইয়া থাকে, দেবতাদি ঐশ্বর্য্যবান্‌দিগের আত্মাই সব ("আত্মৈ-বৈষাং রথোভবত্যাত্মাশ্ব আত্মায়ূধমাত্মেষব আত্মা সর্ব্বং দেবস্য দেবস্য ॥"—নিরুক্ত দৈবতকাণ্ড)। "দেবাদিবদপি লোকে", এই বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে

ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, কুম্ভকারাদি ও দেবাদি উভয়ই, চেতন পদার্থ হইলেও, কুম্ভকারাদির ঘটাদি কার্য্যারম্ভে মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র প্রভৃতি বাহ্য সাধন সকলের অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু দেবাদি বিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যবান্‌দিগের, তাহা করিতে হয় না।* অতএব সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর যে, বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া, আপনা হইতে সব করিতে পারিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। পাতঞ্জল দর্শনে যোগিগণের অলৌকিক সামর্থ্য বা ঐশ্বর্য্যের কথা আছে। যথাবিধি যোগাভ্যাস করিলে, অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে। যোগীরা যে, স্বসংকল্পমাত্র দ্বারা ভূত ও ভৌতিক বস্তু সকল সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহা অনেকেই জানেন, এই বিষয়ের বহু জনশ্রুতি আছে। তুমি ক্রাইষ্টের (Christ) নাম শুনিয়াছ?

জিজ্ঞাসু—শুনিয়াছি, তিনি ক্রীষ্টানদিগের দেবতা, তাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বরপুত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, পূজা করেন।

বক্তা—এই ক্রাইষ্ট্ যে, বিভূতিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, প্রতীচ্য সুধীগণের গ্রন্থ পড়িলে, তাহা অবগত হওয়া যায়। ক্রাইষ্ট্ ভূতজয়ী ছিলেন, ভূত ও ভৌতিক বস্তুর উপরি তাঁহার প্রভুত্ব ছিল, সংকল্প দ্বারা বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া, তিনি ভৌতিক বস্তু সকলের সৃষ্টি করিতে পারিতেন, সুরা ও বিবিধ খাদ্য দ্রব্য সৃষ্টি পূর্ব্বক, অন্যকে খাওয়াইতে পারিতেন।* অবিকৃত বৈদিক আর্য্যগণের কাছে ইহা বিস্ময়জনক, অতিপ্রাকৃতিক বা অদ্ভুত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

* "যথাহি কুলালাদীনাং দেবাদীনাং চ সমানে চেতনত্বে কুলালাদয়ঃ কার্য্যারম্ভে বাহ্যসাধনমপেক্ষন্তে ন দেবাদয়ঃ তথা ব্রহ্ম চেতনমপি ন বাহ্যং সাধনমপেক্ষিষ্যত ইতি।"—শারীরকভাষ্য।

*"He (Christ) could bring to Him and to others wine and food out of the elements through His power of thought or spiritual power. * * * He could overcome the elements or create any material article which He needed."—The Gift of Understanding.

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে, শিবকে বিনা সংশয়ে দরিদ্রের নিত্য, অক্ষয় কোষাগার বলিয়া, বিশ্বাস করিতে পারিব, স্থূল ঔষধ ব্যতিরেকে, তিনি যে, রোগার্ত্তকে নিরাময় করিতে সমর্থ, তাহা বিশ্বাস করিতে পারিব, সব ছাড়িয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার শরণাগত হইতে পারিলে, সব পাইব, সর্ব্বজ্ঞ হইব, এই জ্বালাযন্ত্রণাময় মর্ত্ত্যরাজ্য অতিক্রম করিয়া, চিরশান্তিময় অমৃতধামে যাইয়া চিরদিন নির্ভয়ে পরমানন্দে বাস করিতে সমর্থ হইব, আমার এইরূপ ধারণা অচল হোক্।

বক্তা—"শিব" ও "শিবার" স্বরূপ সম্বন্ধে যথাপ্রয়োজন কিছু বলা হইল, "শিব" যে সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা সর্ব্বসুখবিধাতা, সর্ব্বজ্ঞ শিব যে, জ্ঞানদাতা, অজ্ঞানতিমিরের নাশকর্ত্তা, শিব যে, দরিদ্রের নিত্য অক্ষয় কোষাগার, সর্ব্বাধার শিবেই যে, সকলে শয়ন করিয়া থাকে, সংক্ষেপে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কর্ম্ম না করিলে, শিব ফল দেন না, এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা তোমাকে জানাইলাম; যিনি সব ছাড়িয়া অবিরাম শিবের অনুস্মরণ করেন, সতত শিবের পূজা করেন, তিনি যে, কাপুরুষ নহেন, পুরুষকারবিহীন নহেন, সর্ব্বান্তঃকরণে যথার্থভাবে শিবপূজা করিতে পারিলে, অন্য কর্ম্ম করিবার যে, কোন প্রয়োজন হয় না, শিবপূজা কাহাকে বলে, বুঝাইবার সময়ে আমি তোমাকে বিশদভাবে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। মানুষ 'পুরুষকার' বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকে, যথার্থ-ভাবে শিবপূজা করিতে হইলে, সেই স্থূল পরিচ্ছিন্ন পুরুষকারকে সূক্ষ্ম ও ব্যাপকতর পুরুষকারে পরিণত করিতে হইবে, 'শিব', পূর্ণ পুরুষ, তাঁহার যত্নই, তাঁহার ইচ্ছাই, আমার যত্ন, আমার ইচ্ছা, তিনি ছাড়া আমার কিছুই নাই, তিনি ছাড়া আমি কিছুই নহি, তিনি ছাড়া আমি অকিঞ্চন, আমার, 'আমার' বলিবার যাহা কিছু আছে বলিয়া, ভাবিতাম, সে সবই তাঁহার, আমিই তাঁহার, আমার আমিত্ব শিবের অনন্ত অহং সাগরের বুদ্বুদমাত্র, যিনি ঠিক এইরূপ ভাবনা করিতে পারেন, এই ভাবে শিব চরণে আত্মসমর্পণ

করিতে পারেন, তাঁহার পুরুষকারই প্রকৃত পুরুষকার, শ্রেষ্ঠ পুরুষকার, অন্যের পুরুষকার, ক্ষুদ্র পুরুষকার, নগণ্য পুরুষকার, অল্পজ্ঞের বা উন্মত্তের চেষ্টা। অতএব যথার্থভাবে শিবের পূজা, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বে আত্ম-নিবেদন কাপুরুষতা নহে।

জিজ্ঞাসু—এইবার "রাত্রি" কোন পদার্থ, তাহা বলুন।

বক্তা—শিব কে, তাহা শুনিয়া তোমার কি ধারণা হইল, সংক্ষেপে তাহার মনন কর। "শিবপ্রিয় রাত্রি—শিবরাত্রি", অথবা শিবই রাত্রি, যিনি শিব, তিনিই রাত্রি, তিনিই 'শিবা', বা 'ভুবনেশ্বরী'। তোমার কি মনে হইতেছে, "রাত্রি" মানুষমাত্রের পরিচিত, ইহার অর্থ সকলেই জানেন, অতএব "রাত্রি" শব্দের অর্থ বিচার করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই ?

জিজ্ঞাসু—না দাদা ! আমার তাহা মনে হয় নাই, আমার ক্ষুদ্র মনের, তাহা মনে করিবার যোগ্যতা নাই। আপনি দয়া করে, যাহা বলেন, তাহাকেই আমি পরম উপাদেয়, আমার অবশ্য শ্রোতব্য ও মন্তব্য বলিয়া বুঝিবার একান্ত অভিলাষী। আমি ত কিছুই জানি না, আমার অভিমান করিবার কি আছে ? তথাপি যে, পূর্ণভাবে নিরভিমান হইতে পারি না, ইহাই ক্লেশের কারণ। 'আমার কিছুই নাই, আমি অকিঞ্চন,'—আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, শিবের কৃপায় যে ভাগ্যবানের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হয়, তিনিই শিবকে জানিতে পারেন, তিনিই শিবকে দেখিতে পান ; সর্ব্বাধার, সর্ব্বাশ্রয়, জ্ঞানময়, প্রেমময়, করুণাবরুণালয় শিবচরণে তিনিই যথার্থভাবে নমো নমঃ করিতে সমর্থ হ'ন। করুণাময় 'শিব' দয়া করে, অকিঞ্চন করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি পূর্ণভাবে নিরভিমান করেন নাই, বিমলচিত্ত করেন নাই, অদ্যাপি 'আমি তোমার' ব'লে শিবচরণে লুণ্ঠিত হইবার শক্তি দেন নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শিবের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুর যেরূপ ধারণা হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—শিবের স্বরূপ দেখাইবার নিমিত্ত আপনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদায় আমি কি মনে রাখিতে পারিয়াছি দাদা! আমি কি, যথার্থ ভাবে তাহাদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার যোগ্য? তথাপি আপনার উপদেশ শুনিয়া, যাহা মনে হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। আপনার শিবতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ শুনিয়া, আমার ধারণা হইয়াছে, 'শিবই সব', 'আমি শিবের', শিব সুখময়, শিব জ্ঞানবিজ্ঞানময়, শিব দয়াময়, শিব প্রেমপারাবার, শিব মৃত্যুঞ্জয়, শিব অমৃতস্বরূপ, সুখময় শিব সর্ব্বসুখের দাতা, ত্রিবিধ দুঃখের স্পর্শ করিবার অযোগ্য 'শিব' সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা, নিষ্পাপ শিব সর্ব্বকলুষহন্তা, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ শিব মূর্খেরও জ্ঞানদাতা, শিব ধনহীনের নিত্য অক্ষয় কোষাগার, শিব রোগার্ত্তের অব্যর্থ মহৌষধ, শিব বিশ্বের পিতা, শিব বিশ্বের মাতা, শিব সর্ব্বভাবময়, শিব ভব-রোগবৈদ্য, বিশ্বপ্রাণ শিব, বিশ্বের প্রাণদাতা, যাহা সৎ তাহাই শিব, শিব ছাড়া সকলই অসৎ, বুঝুক না বুঝুক, জীব এই শিবের জন্যই সতত চঞ্চল, আনন্দময়, জ্ঞানময়, অমৃতময় শিবকে পাইবার জন্যই জীব নিয়ত ব্যাকুল। শিব কে, আপনার মুখ হইতে তাহা শুনিয়া, দৃঢ়ভূমিক না হইলেও, আমার এইরূপ ধারণা হইয়াছে। "কর্ম্ম না করিলেও কি, শিব ফল দেন?" আমার এই প্রশ্নের আপনি যে সমাধান করিয়াছেন, আমার তাহা বড় ভাল লাগিয়াছে। যিনি যথার্থভাবে শিবপূজা করেন, তিনি কি, কোন কর্ম্ম করেন না? "কর্ম্ম করা" বলিতে, পূর্ব্বে যাহা বুঝিতাম, কর্ম্ম সম্বন্ধে আপনার উপদেশ শুনিয়া, "কর্ম্ম করা" বলিতে, আমি এখন আর ঠিক তাহা

বুঝিব না। সম্পূর্ণভাবে অনুভব করিতে পারি নাই বটে, তথাপি এখন বুঝিয়াছি, "কর্ম্ম করা" বলিতে, আগে যাহা বুঝিতাম তাহা কর্ম্ম করার স্থূল রূপ। "মন" ও "কর্ম্ম", "অগ্নি" ও "উষ্ণতার" ন্যায় যে, অভিন্ন পদার্থ, তাহার একটু আভাস পাইয়াছি। মানস কর্ম্মও যে কর্ম্ম, মানস কর্ম্ম যে, সর্ব্বপ্রকার শারীর কর্ম্মের সূক্ষ্ম অবস্থা, তাহা একটু বুঝিতে পারিয়াছি। "ভাবনা" কোন্ পদার্থ, তাহাত আগে মোটেই বুঝিতাম না, আপনার কৃপায় এখন "ভাবনা" কাহাকে বলে, তাহার যেন একটু বোধ হইয়াছে।

বক্তা—'মন' কোন্ পদার্থ, আমি তোমাকে ক্রমশঃ ভাল ক'রে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। 'মন' হইতেই বাহ্য জগতের পরিণাম হইয়া থাকে, মনের স্পন্দনই, সর্ব্বপ্রকার বাহ্য কর্ম্মের মূল কারণ, ভাবনার মহিমা অপার, তুমি ক্রমশঃ এই সকল তত্ত্ব জানিতে পারিবে। "যাহার যাদৃশী ভাবনা, যাদৃশী শ্রদ্ধা, সে তদ্রূপ হইয়া থাকে" এই কথার গর্ভে যে, কত মহামূল্য তত্ত্বরত্ন আছে, পরে তাহা উপলব্ধি হইবে। স্থূলশরীরের ক্রিয়া ব্যতিরেকে, মানুষ যে, কেবল মানস কর্ম্ম দ্বারা সব করিতে পারে, সব জানিতে ও পাইতে পারে, যখন তুমি ইহা যথার্থভাবে অনুভব করিতে পারিবে, তখনই তোমার যথার্থ শিবপূজা হইবে, তখনই তোমার, শিবই সব, শিবই সর্ব্বসুখদাতা, শিবই ত্রিবিধ দুঃখের হন্তা, এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইবে। মানসশক্তিই যে, সর্ব্ব স্থূল বা ভৌতিক শক্তির মূল, অধুনা, পাশ্চাত্য চিন্তাশীল বুধগণের মধ্যে, কেহ কেহ তাহা স্বীকার করিতেছেন। 'মানস শক্তি', 'ভাবনা', 'সংকল্প' ইত্যাদির তত্ত্বানুসন্ধান যে, অতিমাত্র উপকারক, কেহ কেহ তাহা বুঝিয়াছেন।* যাহা বলিতেছিলে, বল।

* "There is no study that will so well repay the student for his time and trouble as the study of the workings of this mighty law of the world of thought—the Law of Attraction."

—Thought Vibration or the Law of Attraction in the Thought World, by W. W. Atkinson, P. 2.

জিজ্ঞাসু—"শিব" ও "শিবা" এক—অভিন্ন, তাহা শুনিয়া আমার বড় আহ্লাদ হইয়াছে; আমি কৃতার্থ হইয়াছি। 'শব' হইতে শিব হইয়াছেন, এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা একটু বুঝিয়াছি, "শব হইতে না পারিলে, শিব হওয়া যায় না," শিবকে জানা বা পাওয়া যায় না, ইহা অমূল্য কথা বলে আমার বিশ্বাস হইয়াছে। পূর্ণভাবে শব হইতে পারিলে, শিবকে সব দিতে পারিলে, তবে যে যথার্থ শিব পূজা হয়, আমার তাহা ধারণা হইয়াছে। যাঁহাতে সকলে শয়ন করেন, যিনি সকলের আধার, সর্ব্বকার্য্যের পরমকারণ, তিনিই যে, সর্ব্বপ্রকার সুখদাতা, তিনিই যে, সর্ব্বদুঃখহর "হর", তিনিই যে ভবভেষজ, পূর্ণভাবে তাহা অনুভব করিতে পারিলে, কৃতকৃত্য হইব, আমার তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। অজ্ঞানের নাশার্থ শিবকেই ডাকিব, ইহাঁরই শরণাগত হইব, ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা ক্লিষ্ট হইলে, ইহাঁকেই বলিব, 'বাবা গো! আমাব ক্ষুধা হইয়াছে, আমার পিপাসা হইয়াছে'; ধনের অভাব হ'লে, শিবকেই বলিব, 'ঠাকুর! আমার ধনের অভাবে কষ্ট হচ্চে'; ঋণজনিত দুঃখ হইলে, ঋণমোচক শিবের কাছেই প্রার্থনা করিব, 'ঠাকুর! আমাকে ঋণমুক্ত কর'; ব্যাধির যাতনা অসহ্য হ'লে, করুণাময় বিশ্বচিকিৎসক শিবকেই বলিব, 'ঠাকুর! আমাকে ব্যাধিমুক্ত কর, শান্তিময়! আমার হৃদয়ে শান্তি দাও'; দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, 'শিব' নাম জপ করিব, যথাশক্তি শিবের পূজা করিব, আপনার কাছ থেকে যথার্থভাবে

"Thought is the force underlying all. And what do we mean by this? Simply this: your every act, every conscious act is preceded by a thought. * * * As a man thinketh in his heart so is he."—Character-Building : Thought Power by R. W. Trine P. 2. and P. 15.

কি বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, কি অবুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্ম, সংকল্প উভয়েরই মূল। যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা সে তদ্রূপ হইয়া থাকে। বিশিষ্ট সংস্কার বা ভাবনাযুক্ত অন্তঃকরণের অনুরূপ সর্ব্বপ্রাণিজাতের শ্রদ্ধা হইয়া থাকে (শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো, যো যৎ শ্রদ্ধঃ স এব সঃ।"—গীতা) এই সকল কথার মূল্য অধিকতর।

শিবপূজা করিতে শিখিব ; সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বদা শিবের চরণে নমো নমঃ করিতে অভ্যাস করিব, যে কোন ব্যক্তিকে দুঃখী দেখিব, আপনার উপদেশানুসারে তাহার জন্যই সর্ব্বদুঃখহর, ভক্ততাপনিবারক 'হর'চরণে নমো নমঃ করিব, জগৎকে "শিবময়" কর বলে প্রার্থনা করিব, আপনার আদেশানুসারে শিবের সেবা ছাড়া যেন আর কোন কামনা আমার হৃদয়কে আর কলুষিত করিতে না পারে। এই নিমিত্ত রাত-দিন, দিন-রাত, 'নমঃ শিবায়', 'নমঃ শিবায়' এই মন্ত্রের অর্থ ভাবনা পূর্ব্বক জপ করিব। দাদা! শিবের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, এই প্রকার সংকল্প হইয়াছে।

বক্তা—ধনার্থী দরিদ্র সাক্ষাৎ-পরম্পরাভাবে শিবের নিকট হইতে "ধন" প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, বিদ্যার্থী শিবের নিকট হইতেই বিদ্যালাভ করেন, রোগার্ত্ত শিবের সকাশ হইতেই নিরাময় হ'ন, ফলতঃ শিবই যে, জীবের একমাত্র "শিব" বা সুখদাতা, তুমি যে, তাহার একটু আভাস পাইয়াছ, আমি তজ্জন্য অত্যন্ত সুখী হইলাম।

"শিব দরিদ্রের নিত্য, অক্ষয় কোষাগার," সর্ব্বশক্তিমান্, করুণাময়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বক্লেশনাশক, কল্যাণগুণগ্রামের আকর, বিশ্বপিতা, তাঁহার সন্তানদিগকে তাঁহার সর্ব্বস্বের, তাঁহার যাহা আছে, তৎসমুদায়ের অধিকারী করিয়া, সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি বেদ ও শাস্ত্রের উপদেশানুসারে, সদ্‌গুরুর কৃপায় ইহা অনুভব করিয়াছেন, বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন, বিশ্বপিতার অনন্ত কোষাগারের দ্বার তাঁহার নিমিত্ত সদা উন্মুক্ত, তিনি ভগবানের সকাশ হইতে প্রার্থনামাত্রে অথবা বিনা প্রার্থনায় সব পাইয়া থাকেন। পূর্ণের সৎ-সন্তান পিতার পূর্ণতাতে পূর্ণ হইবেন, ইহা কি অসম্ভব? ইহা কি অবিশ্বাস্য? শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, জগৎ নির্ব্বাহের নিয়মজ্ঞ বা পূর্ণবিজ্ঞানবিৎ হইয়া, একাগ্রচিত্তে যিনি যাহা প্রার্থনা করেন, ভগবান্ তাঁহাকে তাহা দিয়া থাকেন, অভাবের ভয়ে তাঁহাকে আর ভীত হইতে হয় না, কোনরূপ ক্লেশের

আশঙ্কা, আর তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে সাহসী হয় না। একজন প্রতীচ্য সুবিদ্বান্, ধীমান্, ঈশ্বরানুরাগী অনেকতঃ এইরূপ কথা বলিয়াছেন, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমদৃষ্টি, বেদময় শিবের কৃপায়, ইঁহার চিত্তে অনেক বেদবোধিত সত্যার্থ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, 'যিনি যথার্থ জ্ঞানী, যিনি ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তিসমূহের যথার্থভাবে ব্যবহার করেন, সর্ব্বশিবঙ্করী শিবা বা প্রকৃতির কোষাগার তাঁহার কাছে সদা উন্মুক্ত দ্বার, এতাদৃশ পুরুষের প্রার্থনামাত্রেই (যথাবিধি প্রার্থনা হওয়া চাই) সকল অভাব পূর্ণ হয়।* এখন "রাত্রি" কোন্ পদার্থ, তাহা শ্রবণ কর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি কোন্ পদার্থ। বেদে রাত্রি শব্দের প্রয়োগ। রাত্রিসূক্ত ব্যাখ্যা।

উণাদি সূত্রকারের মতে দানার্থক (দান করা হইয়াছে অর্থ যাহার) 'রা' ধাতু হইতে "রাত্রি" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করে, অথবা যাহা নিদ্রাদি সুখ প্রদান করে, তাহা "রাত্রি"। নিরুক্তের নৈঘণ্টুক কাণ্ডে উক্ত হইয়াছে, 'যাহা নক্তঞ্চর (যাহারা রাত্রিতে বিচরণ করে, রাত্রি যাহাদের বিহার সময়) ভূত সকলকে প্রকৃষ্টরূপে হর্ষযুক্ত করে (রাত্রি উপস্থিত হইলে, রাত্রিচর প্রাণিরা আমাদের বিহারের সময় আসিয়াছে

* The one who is truly wise, and who uses the forces and powers with which he is endowed, to him the great universe always opens her treasure house. The supply is always equal to the demand,—equal to

জানিয়া আনন্দিত হয়) এবং যাহা মনুষ্যাদি দিবাচর প্রাণীবর্গকে ইতি-কর্ত্তব্যতা কর্ম্ম হইতে উপরত করে, স্থির করে, (রাত্রি আসিলেই দিবাচর প্রাণিগণ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া, বিশ্রাম করিয়া থাকে, রাত্রি দিবাচর-দিগের আরামের সময়) তাহা "রাত্রি"। "ক্ষপা" ও "শর্ব্বরী," ইহারা রাত্রির অপর নাম। নিঘণ্টু টীকাতে "দিবসে স্ব-স্ব কর্ম্ম দ্বারা ক্ষীণ—শ্রান্ত প্রাণিদিগকে যাহা স্বাপ দ্বারা (নিদ্রিত করিয়া) রক্ষা করে, তাহা "ক্ষপা", এবং যাহাতে—যে কালে নিদ্রিত হইয়া, প্রাণিরা প্রাতঃকালে পুনর্নববৎ, শ্রান্তিদূর হওয়ায় পুনর্ব্বার যেন নূতনের ন্যায় হইয়া) উত্থিত হয়, নিদ্রার্থ যাহার শরণ গ্রহণ করে, তাহা "শর্ব্বরী", রাত্রির "ক্ষপা" ও "শর্ব্বরী" এই নাম দ্বয়ের এই প্রকার অর্থ উক্ত হইয়াছে। †

বেদে 'রাত্রি' শব্দের প্রয়োগ।

"রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্য ক্ষভিঃ।
বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ॥"—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।৭।১৪।১

বেদে এবং বেদমূলক, বেদরূপান্তর পুরাণাদিতে "জীবরাত্রি" ও "ঈশ্বররাত্রি," রাত্রি দেবতার এই দ্বিবিধরূপ বর্ণিত হইয়াছে। "রাত্রি" শব্দ উচ্চারিত হইলে, সাধারণের মনে যে অর্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, অর্থাৎ যাহাতে অস্মদাদি জীবগণের দৈনন্দিন (প্রতিদিনের) ব্যবহার

---

the demand when the demand is rightly, wisely made. When one comes into the realization of these higher laws, then the fear of want ceases to tyrannize over him."—In Tune with the Infinite by R. W. Trine, P. 175-176.

† "রাত্রিঃ কস্মাৎ প্ররময়তি ভূতানি নক্তঞ্চারীণ্যুপরময়তীতরাণি ধ্রুবী করোতি।"—নিরুক্ত, নৈঘণ্টুককাণ্ড।

"স্বৈঃ স্বৈঃ কর্ম্মভিঃ অহনি ক্ষীণান্ প্রাণিনঃ ইয়ং স্বাপেন পাতীতি ক্ষপা ;
অস্যাং হি সুপ্তাঃ পুনর্নবা ইব প্রাণিনঃ প্রাতরুত্তিষ্ঠন্তি। শরণমস্যাং স্বাপার্থং ব্রিয়ত ইতি শর্ব্বরী।"—নিঘণ্টু টীকা।

বিলুপ্ত হয়, তাহা "জীবরাত্রি", যে রাত্রিতে ঈশ্বর ব্যবহারও বিলুপ্ত হইয়া থাকে, তাহা "ঈশ্বররাত্রি"।

মহাপ্রলয়কালে অন্য বস্তুর অভাব বশতঃ কেবল সর্ব্বকারণ "অব্যক্ত"-পদবাচ্য ব্রহ্ম-মায়াত্মক বস্তুই বিদ্যমান থাকেন, ইহাঁকেই "ঈশ্বররাত্রি," এই নাম দ্বারা অভিহিত করা হয়। দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে, "ব্রহ্ম-মায়াত্মিকা রাত্রি" পরমেশ্বরেরও লয়াত্মিকা। পরমেশ্বরেরও লয়াত্মিকা এই রাত্রির অধিষ্ঠাতৃদেবী "ভুবনেশী" নামে প্রকীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন ("ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রিঃ পরমেশলয়াত্মিকা। তদধিষ্ঠাতৃদেবীতু ভুবনেশী প্রকীর্ত্তিতা ॥"—দেবীপুরাণ)।

জিজ্ঞাসু—দাদা! আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার যেন সব "অন্ধকার" "অন্ধকার" বোধ হচ্ছে। "পরমেশ্বরেরও লয় হয়," এই কথার অভিপ্রায় কি? "পরমেশ্বর" কি, তাহা হইলে, অনিত্য? যে পরমেশ্বরের লয় হয়, তাঁহার স্বরূপ কি? সাংখ্যদর্শন যে, "নিত্য ঈশ্বর" স্বীকার করেন নাই, "নিত্য ঈশ্বর" সিদ্ধ হয় না, এই কথা বলিয়াছেন, দেবীপুরাণ কি, এখানে সেই সাংখ্যের মতই অঙ্গীকার করিয়াছেন? "পরমেশ্বর" কি, ব্রহ্ম-মায়াত্মক নহেন? আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, 'জীব', মায়া বা অবিদ্যার অধীন, ঈশ্বর মায়ার অধীন নহেন, "মায়া" ঈশ্বরের বশীভূত, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে "মায়া" ক্রিয়া করেন, "মায়া" ঈশ্বরেরই শক্তি। "শিব" ও "শিবা" যে অভিন্ন, আপনি তাহাও ইতঃপূর্ব্বে বুঝাইয়াছেন। আমি তা'ই বলিলাম, আমার যেন সব "অন্ধকার" "অন্ধকার" বোধ হচ্চে।

বক্তা—তুমি এই নিমিত্ত হতাশ হইও না, বুঝিতে পারিতেছ না বলিয়া, লজ্জিত হইও না। "রাত্রির" কথা হইতেছে, প্রথমে "অন্ধকার" "অন্ধকার" বোধ ত হবেই। তবে বেদ যে রাত্রির কথা বলিতেছেন, তিনি রাত্রির অধিষ্ঠাতৃদেবী, তাঁহাতে অন্ধকারের লেশ নাই, তিনি প্রকাশময়ী, তিনি

দ্যোতনশীলা, সর্ব্ববস্তুকে তিনি প্রকাশ করিয়া থাকেন। তুমি ধীরভাবে বেদবর্ণিত রাত্রিদেবীর স্বরূপ দেখিবার চেষ্টা কর, তাঁর চরণপানে তাকাইয়া থাক, চিন্ময়ী রাত্রি দেবীর কৃপায়, তোমার সকল অন্ধকার অচিরে দূরীভূত হইবে, ভুবনেশ্বরীর অনুগ্রহে, তুমি তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়রূপ অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইবে। পরমেশ্বরেরও লয় হয়, এই কথা শুনিলে, অনেকেরই "অন্ধকার" "অন্ধকার" বোধ হয়, তুমি বালিকা, তোমার ত হবারই কথা। "নিত্য ঈশ্বর প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হন না," সাংখ্যদর্শনের এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমি সময়ান্তরে তোমাকে তাহা বুঝাইব। বিজ্ঞানভিক্ষু স্বপ্রণীত "বিজ্ঞানামৃত" নামক ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন, 'কেবল জীবাত্মার স্বরূপ দর্শন হইলেও, মোক্ষ হইয়া থাকে, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য সাংখ্যদর্শন অনীশ্বর বৌদ্ধমতের অভ্যুপগম (অঙ্গীকার)-বাদ দ্বারা, প্রতিজ্ঞাত আত্ম-অনাত্মবিবেকের প্রতিপাদন করিয়াছেন, স্বশাস্ত্রে (প্রয়োজনাভাব বশতঃ) পরমেশ্বরের ব্যবস্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। "ব্রহ্মা", "বিষ্ণু" ও "মহেশ্বর" ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরের সাধন, বহু আয়াসসাধ্য, অপিচ ব্রহ্মমীমাংসাতে তাহা করা হইয়াছে, এই নিমিত্ত সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা ঈশ্বর-প্রতিপাদন করেন নাই।* বিজ্ঞানভিক্ষুর এই কথা দ্বারা পরমেশ্বরেরও লয় হইয়া থাকে, ইহা শুনিয়া, তোমার যে "অন্ধকার" "অন্ধকার" বোধ হইতেছিল, তাহা বোধ হয় কিয়ৎ পরিমাণে আলোকিত হইবে।

"রাত্রিসূক্ত" অত্যন্ত গম্ভীরার্থক, ইহাতে সংক্ষেপে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদে, উপনিষদে (উপনিষৎ বেদেরই অঙ্গবিশেষ, যেখানে 'বেদ' ও 'উপনিষৎ' এই পদদ্বয়ের পৃথক্ উল্লেখ দৃষ্ট

* "অত্রোচ্যতে, কেবলজীবাত্মজ্ঞানাদপি মোক্ষোভবতীতি প্রতিপাদয়িতুং সাংখ্যা অনীশ্বরবৌদ্ধমতাভ্যুপগমবাদেন প্রতিজ্ঞাতমাত্মানাত্মবিবেকং প্রতিপাদয়ন্তি, ঈশ্বর-ব্যবস্থাপনন্তু স্বশাস্ত্রেঽনুপযোগাৎ শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাতিরিক্তেশ্বরসাধনে প্রয়াস-বাহুল্যাৎ। ব্রহ্মমীমাংসয়ৈব তৎসাধনস্য কৃতত্বাচ্চ।"—বিজ্ঞানামৃত।

হইবে, সেখানে "বেদ" শব্দ বেদের মন্ত্রভাগ ও উপনিষৎ ব্যতিরিক্ত ব্রাহ্মণভাগ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। 'সোপনিষৎ, সেতিহাস, সপুরাণ বেদ', † এইরূপ প্রয়োগ বহুস্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে), বেদমূলক স্মৃতি, দর্শনাদি শাস্ত্রে, আগমে বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত, যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার সারাংশ রাত্রি-সূক্তে বিদ্যমান আছে। অতএব রাত্রিসূক্তের অর্থ যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে, বিশ্বজগতের বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সংবাদ অবগত হওয়া আবশ্যক। আমি এই জন্য তোমাকে প্রথমে বিশ্বজগতের বেদ-শাস্ত্রোপ-দিষ্ট সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সংবাদ জানাইতেছি।

যাহা বস্তুতঃ অসৎ, যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহা কখন 'সৎ' হয়না, যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার কদাচ জন্ম হয়না এবং যাহা সৎ, যাহা বস্তুতঃ আছে, তাহার কখনও একেবারে নাশ বা ধ্বংস হয়না। বেদের এবং বেদমূলক শাস্ত্রসমূহের এই উপদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিলে, বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়বিষয়ক উপদেশের হৃদয়কে দেখিতে পাইবে না। "নাশ" ও "লয়" এই শব্দদ্বয়ের মূল অর্থ কি, তাহা জানিতে পারিলে, তুমি বুঝিতে পারিবে, যাহা সৎ, যাহা বিদ্যমান, তাহার যে, একেবারে ধ্বংস হয়না, তাহা যে, একেবারে অসৎ হয়না, "নাশ" ও "লয়" এই পদদ্বয়ের মূল অর্থ হইতেই, তাহা অবধারিত হইয়া থাকে। "নশ" ধাতু হইতে "নাশ" পদ এবং "লী" ধাতু হইতে "লয়" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "নশ" ধাতুর অর্থ অদর্শন, যাহাকে আমরা আর কোথাও দেখিতে পাই না, তাহাকেই আমরা ইহা একেবারে নষ্ট হইয়াছে, এইরূপ ভাবিয়া থাকি। বস্তুতঃ বিদ্যমান বস্তুর উপলব্ধি না হইবার, সূক্ষ্মত্বপ্রাপ্তি প্রভৃতি বহু কারণ আছে। মানুষ যখন মরিয়া যায়, তখন আমরা মনে

† "চত্বারো বেদাঃ সোপনিষদঃ সেতিহাসাঃ। সর্ব্বেতে গায়ত্র্যাঃ প্রবর্ত্তন্তে।"— গায়ত্রীহৃদয়। অর্থাৎ গায়ত্রী হইতে সোপনিষৎ, সেতিহাস, চার বেদ উৎপন্ন হইয়াছে।

করি, উহার একেবারে নাশ হইল, উহা আর কোন দেশে, কোন অবস্থাতে বিদ্যমান নাই। কিন্তু "নাশ" শব্দের যথার্থ অর্থ জানা থাকিলে, মনে হইবে, মৃত ব্যক্তির একেবারে ধ্বংস হয় না, উহা যে, কোথাও, কোন অবস্থাতে বিদ্যমান নাই, তাহা নহে। আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি, যাহা সৎ, যাহা বস্তুতঃ বিদ্যমান, তাহার কখনও একেবারে নাশ হয় না, এবং যাহা বস্তুতঃ অসৎ, তাহার কখনও জন্ম হয় না", এই সত্য পূর্ণভাবে অনুভূত না হইলে, বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টি-স্থিতি-ও-লয়তত্ত্বের যথার্থ বোধ হইবে না। "বিসর্গ" বা ত্যাগার্থক "সৃজ" ধাতুর উত্তর "ক্তিন্" প্রত্যয় করিয়া "সৃষ্টি" পদ এবং "শ্লেষণ" বা আলিঙ্গনার্থক "লী" ধাতুর উত্তর "অচ্" প্রত্যয় করিয়া "লয়" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অভিব্যক্ত হওয়াকে, বর্ত্তমান অবস্থায় আগমন করাকে 'উৎপত্তি' এবং কারণে লয় হওয়াকে, অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হওয়াকে, "নাশ" বলা হয় ("নাশঃ কারণলয়ঃ।"—সাং দং ১।১২১)।

ঋগ্বেদসংহিতা কারণের সহিত সঙ্গত—কারণে লীন, অবিভাগাপন্ন, একীভূত, অখণ্ড তমোভাবে অবস্থিত জগৎ কিরূপে বিভক্ত হইল, কিরূপে সৃষ্টির আরম্ভ হইল, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত কি বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর।

সৃষ্টির পূর্ব্বে—প্রলয়দশাতে বিশ্বজগৎ, নৈশতমঃ যেমন সর্ব্বপদার্থকে আবৃত করিয়া রাখে, সেইরূপ তমঃ (আত্মতত্ত্বের আবরক মায়া নামক ভাবরূপ অজ্ঞান) দ্বারা আবৃত হইয়া বিদ্যমান থাকে ("তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাইদম্।"—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১১।১২৯)।

ভগবান্ মনুও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন।* কারণের সহিত একীভূত—অবিভাগাপন্ন তৎকার্য্যজাত (বিশ্বজগৎ) তপের মাহাত্ম্য দ্বারা

*"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং। অপ্রতর্ক্যমনির্দ্দেশ্যং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বত ইতি॥"—মনুসংহিতা।

উৎপন্ন হইয়াছে, ব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বরের পর্য্যালোচনারূপ তপঃ বা ঈক্ষণই লয়প্রাপ্ত জগতের পুনরুৎপত্তির কারণ ("তুচ্ছ্যোনাভ্য পিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্ ॥"—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১১।১২৯।) রমা! কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছ না, তোমার মুখ দেখিয়া, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

জিজ্ঞাসু—আপনার কৃপায় কিছু বুঝিতে পারিব। "পরমেশ্বরের পর্য্যালোচনারূপ তপঃ বা ঈক্ষণই লয়প্রাপ্ত জগতের পুনরুৎপত্তির কারণ", এই কথার অর্থ কি?

বক্তা—"তপঃ" শব্দ শাস্ত্রে বহু অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বরের যে তপকে জগতের পুনরুৎপত্তির কারণ বলা হইয়াছে, তাহা স্রষ্টব্য পদার্থ সমূহের—যাহাদের সৃষ্টি করিতে হইবে তাহাদিগের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সকলের পর্য্যালোচনাত্মক, অর্থাৎ কোন্ স্রষ্টব্য পদার্থ কিরূপ কর্ম্ম করিয়া প্রকৃতি গর্ভে নিদ্রিত হইয়াছে, তদ্বিচারমূলক। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ পরমেশ্বরের তপঃ জ্ঞানময় ("যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যজ্ঞানময়ং তপঃ।"—মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৯)। অথর্ব্ববেদসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, সৃষ্টিসময়ে স্রষ্টা পরমেশ্বরের স্রষ্টব্য পর্য্যালোচনাত্মক তপঃ এবং প্রাণিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত, পুণ্যাপুণ্যাত্মক, সুখদুঃখফলোন্মুখ পরিপক্ক কর্ম্ম, এই দুইটী বিদ্যমান ছিল, ইহারাই সৃষ্টির কারণ ("তপশ্চৈবাস্তাং কর্ম্ম চান্তর্ম হত্যর্ণবে।—অথর্ব্বেদসংহিতা ১১।১০।২)। সৃষ্টির প্রাগবস্থাতে পরমেশ্বরের মনে "কাম"—জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়।

জিজ্ঞাসু—পরমেশ্বরের জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয় কেন? করুণাময়ের দুঃখময় জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইবার কারণ কি দাদা?

বক্তা—জীবগণ যে, জগতে আসিতে চায়, দুঃখময় হইলেও, চিরশান্তি নিকেতন, নিত্যসুখময় অমৃতধাম ছাড়িয়া, জীব যে, সংসারে আসিবার কামনা করে, করুণাময়ের কথা শোনে না। বেদ বলিয়াছেন, প্রলয় কালে

জীবগণের বাসনা বাসিত অন্তঃকরণসমূহ মায়া বা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে। প্রাণিদিগের অতীতকল্পকৃত, অন্তঃকরণে সমবেত কর্ম্মসমূহই ভাবিপ্রপঞ্চের রেতঃ (বীজ) স্বরূপ। এই সকল কর্ম্ম যখন ফলোন্মুখ হয়, তখনি সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ, সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী, কর্ম্মাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের মনে জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়, কল্পান্তরে জীবসংঘকৃত কর্ম্মই যে, বর্ত্তমান সৃষ্টির কারণ, তাহা শব্দ, শ্রুতি বা অলৌকিক (অবাধিত) প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তথাপি শ্রুতি ত্রিকালজ্ঞ বিদ্বজ্জনগণের অনুভবকেও, এই স্থলে ইহার প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, 'ইদানীং অনুভূয়মান অখিল জগতের হেতুভূত, কল্পান্তরে জীবগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত, কারণলীন কর্ম্মসকলকে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালদর্শী যোগিরা চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক—সমাধি দ্বারা সম্যগ্‌রূপে জানিতে পারেন ("কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতোবন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥"—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১১।১২৯)।

কুস্থলে (ধান্যাদির বীজ রাখিবার নিমিত্ত মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রবিশেষকে "কুস্থল" বলে) সংস্থাপিত ধান্যাদির বীজে, যেমন শাখা, কাণ্ড, পুষ্প ও ফলযুক্ত বৃক্ষ সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ ব্রহ্ম-মায়াত্মিকা রাত্রিদেবী বা ভুবনেশ্বরীতে বিশ্বজগৎ অব্যক্তভাবে অবস্থিত থাকে। কুস্থলে সংস্থাপিত বীজ, ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে, ক্রমশঃ অঙ্কুরাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অঙ্কুরোন্মুখতারূপ অবস্থাকে মায়া বা প্রকৃতির "জাগ্রৎ" অবস্থা বলা হইয়া থাকে। সাংখ্যদর্শনে ইহা "মহত্তত্ত্ব" এই নামে অভিহিত হইয়াছে। বেদের মন্ত্রভাগে, উপনিষদে, বেদান্তদর্শনে, এই অবস্থা পরমেশ্বরের "তপঃ", জগৎ সৃষ্টি করিবার 'কাম,' "ঈক্ষণ" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে।* অচেতন প্রধান বা প্রকৃতি জগতের কারণ নহে, কারণ শ্রুতিতে পরমেশ্বরের ঈক্ষণ-

* "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।
"স ঐক্ষত লোকান্নুসৃজা" * * *—ঐতরেয় আরণ্যক।

পূর্ব্বক সৃষ্টির কথা আছে। অতএব অচেতন জড়শক্তি হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা "অশব্দ" ইহা শব্দ বা বেদ বিরুদ্ধ ("ঈক্ষতের্নাশব্দম্।"— বেদান্তদর্শন ১।১।৫।৫)।

এইবার রাত্রিসূক্তের আদ্য মন্ত্রটীর ব্যাখ্যানের অবসর হইল। 'যে দেবী সর্ব্বদেশে প্রকাশমান তেজ দ্বারা সর্ব্ববস্তুকে প্রদ্যোতিত করেন—প্রকাশিত করেন, যে দেবী মহত্তত্ত্বাদি দ্বারা প্রলয়কালে অব্যক্ত অবস্থাতে বিদ্যমান বিশ্ব-জগৎকে ব্যক্তাবস্থাতে আনয়ন করেন, ব্রহ্ম—মায়াত্মিকা সেই রাত্রি, সেই ভুবনেশ্বরী, প্রথমে—জগৎ সৃষ্টি করিবার অগ্রে স্বোৎপাদিত (স্ব-আপন হইতে সৃষ্ট) জগতের স্রষ্টব্য অখিল পদার্থের, সদসৎ (শুভাশুভ, পুণ্যাপুণ্যাত্মক) কর্ম্মাদি সম্যগ্‌রূপে ঈক্ষণ করেন, পর্য্যালোচনা করেন, প্রলয় কালে তাঁহার সর্ব্বাশ্রয় ক্রোড়ে নিদ্রিত— প্রলীন প্রাণিদিগের মধ্যে, কাহার কিরূপ কর্ম্ম, কে কিরূপ কর্ম্ম করিয়া, প্রলীন হইয়াছে, রাত্রি দেবীর সর্ব্বাধার কোলে ঘুমাইয়াছে, বিচার নেত্র দ্বারা তাহা বিশেষতঃ দেখেন। তৎপরে প্রাণিদিগের কর্ম্মানুরূপ ফলস্বরূপ বিশ্বকে প্রদান করেন—সৃষ্টি করেন। ভগবতী রাত্রিদেবী—ভুবনেশ্বরী, পূর্ব্বকল্পীয়, স্বীয় ক্রোড়ে নিদ্রিত অনন্ত জীবগণের অপরিপক্ক, সদসৎ কর্ম্মসমূহের যখন ফল দানের সময় উপস্থিত হয়, তখন মহত্তত্ত্বাদি দ্বারা বিশ্বপ্রপঞ্চ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তত্তৎ প্রাণিদিগের কর্ম্ম পর্য্যালোচনা করেন, কোন্ প্রাণী কিরূপ কর্ম্ম করিয়া প্রলীন হইয়াছে, তাঁহার কোলে ঘুমাইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া কর্ম্মফল প্রদান করেন। ভগবতী রাত্রিদেবীর সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা কিরূপ, তাহা বর্ণনীয় নহে। যাহা বলিলাম, তুমি বোধ হয়, তাহার কিছুই বুঝিতে পার নাই।

জিজ্ঞাসু—একেবারে যে, কিছুই বুঝিতে পারি নাই, তাহা নহে, তবে ভাল বুঝিতে পারি নাই। বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণ, সুবিদ্বান্ পুরুষদিগেরই দুর্ব্বোধ্য, আমি কি করে সেই দুর্ব্বোধ্য বিষয় শুনিবামাত্র সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে পারিব দাদা? বহুদিন আপনার মুখ হইতে এই

সকল কথা শুনিতেছি, তা'ই ইহারা একেবারে অবোধ্য বলিয়া, মনে হইতেছে না। আমি যদি ঠিক জিজ্ঞাসু হইতাম, তাহা হইলে, আপনার দয়ায় আরো বুঝিতে পারিতাম। আমার মন যে, বড় চঞ্চল, আমি কি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, আপনার কাছে এই সকল অমৃতময়ী কথা শুনিতে আসি? আপনি দয়া করে, ডাকেন, এই সকল কথা শোনান, তাইত আমি এই সকল কথা শুনিতে পাই। আপনার দয়ার অন্ত নাই, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যেরও সীমা নাই। আহা! এ শুভদিন, এ সুযোগ যে, চিরকাল থাকিবে না, তাহা বুঝি, কিন্তু বুঝিয়া কি করিতেছি? সর্ব্বদা না হইলেও, মধ্যে মধ্যে বড় অনুতাপ হয়, আপনার অভাবরূপ ঘোর তামসী নিশা যেন সবেগে অগ্রসর হইতেছে, বলিয়া বোধ হয়, এ বোধ, হৃদয়কে আকুলীভূত করে। যদি একদিনও, যথার্থভাবে শিবরাত্রি করিতে পারি, তাহা হইলে, শিবরাত্রির কৃপায়, আপনার অনুসরণ করিতে সমর্থ হইব, তাহা হইলে, আপনা ছাড়া হইয়া, এই ভীষণ মরুভূমিতে থাকিতে হইবে না। করুণাময় ভৃগুদেব! তোমার কথা যেন মিথ্যা না হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রিসূক্তের অন্যান্য মন্ত্রের ব্যাখ্যা।

"ওর্বপ্রা অমর্ত্যানিবতো দেব্যুদ্বতঃ। জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা।

বক্তা—রাত্রিদেবীর প্রথম কৃত্য—প্রথম কার্য্যের বর্ণন পূর্ব্বক এই মন্ত্র দ্বারা দ্বিতীয় কৃত্যের বর্ণন করা হইয়াছে।

মন্ত্রটীর অর্থ—অমর্ত্যা—মরণরহিতা—নিত্যা দেবী—দেবনশীলা চিৎশক্তি ভুবনেশ্বরী রাত্রি বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষকে—সর্ব্বপ্রপঞ্চকে, প্রপঞ্চগত নীচ তরুগুল্মাদি এবং উচ্চ বৃক্ষাদি সকল পদার্থকে স্ব-স্বরূপ দ্বারা আপূরণ করেন,

বিশ্বপ্রপঞ্চকে স্বীয় অধিষ্ঠানরূপে আপনা হইতে অভিন্নভাবে বিদ্যমান কল্পনা করেন। নৈশতম, যেমন সর্ব্ব পদার্থজাতকে আবৃত—আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, রাত্রিতে যেমন পদার্থ সকল বিদ্যমান থাকিলেও, অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় প্রকাশ পায় না, সেইরূপ প্রলয়কালে ভূত-ভৌতিক সর্ব্ব-জগৎ সর্ব্বভূতনিবেশনী বিশ্বজননী রাত্রিদেবী কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, তাঁহার সর্ব্বাধার ক্রোড়ে, তাঁহা হইতে অভিন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। তখন কোন জাগতিক পদার্থের প্রকাশ থাকে না ("রাত্রীং প্রপদ্যে জননীং সর্ব্বভূত-নিবেশনীং। ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতো নিশাং।"—ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্ত পরিশিষ্ট)। প্রলয়কালে নিখিল ভূত-ভৌতিক জগৎ তমসাচ্ছন্ন হইয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রপঞ্চগত জীবগণের মধ্যে যাঁহারা বেদোক্ত অনুষ্ঠানপর, বেদোক্ত অজ্ঞানান্ধকারনাশক কর্ম্ম দ্বারা যাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, চিচ্ছক্তি—ভুবনেশ্বরী—রাত্রিদেবী তাঁহাদিগের তমঃ—মূল অজ্ঞান স্ব-স্বরূপ চৈতন্য দ্বারা নাশ করিয়া থাকেন, বেদোক্ত অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধচিত্ত পুরুষগণ প্রলয়কালেও অজ্ঞানাবৃত থাকেন না, তাঁহারা তখনও জাগরিত হইয়া থাকেন। রাত্রিতে সর্ব্বপদার্থজাত অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিলেও, গ্রহ-নক্ষত্রমালিনী রাত্রির কৃপায় যাঁহারা জাগরণশীল, যাঁহাদের চক্ষু একেবারে জ্যোতির্বিহীন নহে, তাঁহারা যেমন জ্যোতিষ্ক গ্রহ-নক্ষত্রাদির আলোক দ্বারা নৈশ অন্ধকারে আচ্ছাদিত বস্তুজাতকেও দেখিতে পান, সেই প্রকার বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধচিত্ত পুরুষবৃন্দ প্রলয়কালেও, বিশ্ব জগতের নিশা, সংযমিনী চিন্ময়ী কৃষ্ণা ভগবতী ভুবনেশ্বরীর কৃপায় জ্ঞানহীন হ'ন না, তাঁহাদের চিত্ত প্রকাশশূন্য হয় না। * 'প্রলয়কালে বেদোক্ত অনুষ্ঠানশীল, সুতরাং শুদ্ধচিত্ত

* "যা রাত্রির্ভুবনেশ্বরী সা প্রপঞ্চগতানাং প্রাণিনাং বেদোক্তানুষ্ঠানপরাণাং চিত্তশুদ্ধি-মবলোক্য তেষাং তমো মূলাজ্ঞানং জ্যোতিষা স্বাকারবৃত্তিপ্রতিবিম্বিত স্বস্বরূপচৈতন্য-জ্যোতিষা বাধতে নাশয়তি।"—নাগোজীভট্টকৃতটীকা।

"* * * ছদনস্তরং তত্তমোন্ধকারং জ্যোতিষা গ্রহনক্ষত্রাদিরূপেণ তেজসা বাধতে পীড়য়তি॥"—সায়ণভাষ্য।

পুরুষদিগের চিত্ত ভগবতী চিন্ময়ী ভুবনেশ্বরীর অনুগ্রহে প্রকাশশূন্য হয় না', একালে এই কথা যে অনেকের কাছে অর্থশূন্য কথারূপে—উন্মত্তের প্রলাপ রূপে প্রতীয়মান হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৈদিক আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহারা পূর্ব্বজন্মের বিশিষ্ট সংস্কার বশতঃ অদ্যাপি বেদকে সম্মান করেন, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণপূজিত বেদের কথা শিরোধার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে বলিতেছি, প্রলয়কালেও ঋষিগণ যে, জাগরিত থাকেন, তাঁহাদের বেদলব্ধ জ্ঞানের যে বিলোপ হয় না, বেদে, বেদমূলক ইতিহাসপুরাণাদিতে, বেদের অঙ্গোপাঙ্গে তাহা স্পষ্টভাবে বহুশঃ উক্ত হইয়াছে। প্রলয়কালে বেদ কিরূপ অবস্থায় অবস্থান করেন, অপিচ বেদের প্রচার কিরূপে হয়, উদ্ধৃত বেদমন্ত্র হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়, প্রজাপতি হইতে গুরুপরম্পরালব্ধ 'বেদ' বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস। অনাদিনিধনা বিদ্যারূপা বেদবাণী স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে প্রবর্ত্তিতা হয়েন।

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম্।
তামাভৃত্যা ব্যদধুঃ পুরুত্রা তাং সপ্তরেভা অভিসংনবন্তে॥"
—ঋগ্বেদসংহিতা ১০।৬।৭১।

অর্থাৎ, যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞ বা পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা বেদের পদবীয়—বৈদিক প্রতিভাবিশিষ্ট হইয়া :বেদের মার্গযোগ্যতা—বেদগ্রহণসামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়া, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা নিখিলবস্তুতত্ত্বজ্ঞ অতীন্দ্রিয়দর্শী ঋষিদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট, প্রলয়কালে সূক্ষ্মভাবে ঋষিদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান বেদকে প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে বেদকে আহরণপূর্ব্বক তাঁহারা ইহাঁর প্রচার করেন। মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে, মহর্ষিগণ যুগান্তে অন্তর্হিত সেতিহাস বেদকে স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত ও উপদিষ্ট হইয়া তপস্যা দ্বারা লাভ করিয়াছেন ("যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভুবা॥"—

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব)। অতএব 'প্রলয়কালে শুদ্ধচিত্ত পুরুষগণের চিত্ত প্রকাশশূন্য হয় না', এই কথা অর্থশূন্য কথা নহে, বিনা বিচারে উন্মত্তের প্রলাপ বোধে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে।

"নিরুস্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী অপেদুহাসতে তমঃ॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা।

আগমনশীলা দেবী রাত্রী—চিচ্ছক্তি ভুবনেশ্বরী প্রকাশরূপা নিজ ভগিনী উষাদেবী দ্বারা তমঃ—অন্ধকার বা অবিদ্যাকে নাশ করেন।

মন্ত্রটীর গর্ভে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়তত্ত্ব বিদ্যমান আছে, অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের হৃদয়ে কিরূপে জ্ঞানসূর্য্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে, মন্ত্রটীর তাৎপর্য্য পরিগ্রহ হইলে, তাহা পরিজ্ঞাত হইবে। নিরুক্তে 'উষা' শব্দের 'যাহা তম বা অন্ধকারকে বিবাসিত করে—নাশ করে', এইরূপ নিরুক্তি করা হইয়াছে ("বিবাসয়তি হীয়ং তমাংসি"— নিরুক্ত টীকা)। উষাকে রাত্রির ভগিনী বলা হইয়াছে কেন ? উষা রাত্রিরই অপরকাল ('উষাঃ কস্মাদুচ্ছতীতি সত্যা রাত্রেরপরঃ কালঃ।'—নিরুক্ত) ঋগ্বেদের অন্য মন্ত্রে 'রাত্রি' ও 'উষা' এই উভয়ের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ উক্ত হইয়াছে, 'উষা' ও 'রাত্রি' সমানবন্ধু, ইহাঁদের বন্ধনস্থান সমান, আদিত্যের অস্তময়ের প্রতি রাত্রি বদ্ধা—সংশ্লিষ্টা এবং ইহাঁর উদয়ের প্রতি 'উষা' বদ্ধা—সংশ্লিষ্টা। 'উষা' ও 'রাত্রি' উভয়েই অমৃত—উভয়েই 'অমরণধর্ম্মা', ইহাঁরা কখনও মরেন না, ইহাঁরা ইতরেতর-সংশ্লিষ্ট—পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। উষা স্বীয় প্রকাশ দ্বারা প্রকাশমানা, রাত্রিও স্বীয় তমোবীর্য্য বা শক্তি দ্বারা প্রদ্যোতমানা, 'উষা' রাত্রির এবং 'রাত্রি' উষার আত্মদা (যাহা যাহার পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা তাহার কারণ)। উষা রাত্রির পূর্ব্ববর্ত্তিনী এবং রাত্রি উষার পূর্ব্ববর্ত্তিনী, উষার পর রাত্রির এবং রাত্রির পর উষার আবির্ভাব হইয়া থাকে, 'উষা' ও 'রাত্রি'

সদা পর্য্যায়ক্রমে আঁবর্ত্তন করে, ইহাঁদের পর্য্যায়ক্রমে আগমন-প্রত্যাগমনের— আবির্ভাব-তিরোভাবের বিরাম নাই, ইহঁাদের প্রবৃত্তির অন্ত নাই। *

জিজ্ঞাসু—দাদা! আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

বক্তা—কেন বুঝিতে পারিবে না, হতাশ হইতেছ কেন? ইহারা যে দুর্ব্বোধ্য কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে আমি তোমাকে এই সকল দুর্ব্বোধ্য কথাকে ক্রমশঃ সুখবোধ্য করিয়া দিব। 'মায়া' এই শব্দটী তোমার অশ্রুতপূর্ব্ব নহে।

জিজ্ঞাসু—'মায়া' শব্দটী অশ্রুতপূর্ব্ব নহে বটে, কিন্তু 'মায়া' কোন্ সামগ্রী, তাহাত বুঝি না দাদা। শুনিয়াছি, 'মায়া' মিথ্যা, অসৎ পদার্থ, আবার ইহাও আপনার মুখ হইতেই শুনিয়াছি, 'মায়া' ও 'প্রকৃতি' এক পদার্থ, ইন্দ্র বা পরমাত্মা মায়া দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সম্পাদন করেন। 'মায়া' কি অজ্ঞান? 'মায়া' যদি অজ্ঞান হন, তাহা হইলে, 'মায়া' কি সামগ্রী তাহা দুর্ব্বোধ্য হইবে না, কারণ আমি যাহাতে আছি, তিনি আমার একেবারে অপরিচিত হইবেন কেন? নিবিড় অজ্ঞানান্ধকারে, ঘোরা তামসী নিশার কোলে দিবা-নিশ বাস করি, কিছুই ত জানি না, কিছুই ত জানিতে পারি না।

বক্তা—সুন্দর কথা বলিলে রমা। কিন্তু একটু চিন্তা করে বল শুনি, 'মায়া' যদি কেবল অজ্ঞান বা অসৎ পদার্থ হইতেন, তাহা হইলে, তুমি যে, নিবিড় অজ্ঞানান্ধকারে, ঘোরা তামসী নিশার কোলে, দিবা-নিশ বাস কর, তাহা তুমি কিরূপে বুঝিতে পার? যে মায়া কেবল 'অজ্ঞান'রূপা, যে 'মায়া'

* "সমানবন্ধু' এতে রাত্র্যুষসৌ, 'সমানবন্ধনে' সমানমনয়োর্ব্বন্ধনম্। আদিত্যস্যেয়ং হস্তময়ং প্রতি রাত্রির্ব্বদ্ধা সংশ্লিষ্টা, উদয়ং প্রত্যুষাঃ এবং সমানবন্ধূ॥ 'অমৃতে' 'অমরণ-ধর্ম্মাণৌ' ন হি রাত্র্যুষসৌ ম্রিয়েতে। * * ইতরেতরং সংশ্লিষ্টে হ্যেতে। * * উষা হি স্বেন প্রকাশেন দ্যোততে। রাত্রিরপি স্বেন তমোবীর্য্যেণ নক্ষত্রগণেন বা স্বমধিকারং প্রতি দ্যোততে। * * উষা অপি রাত্রেরধি আত্মানং নির্মিমীতে, রাত্রিরপি উষসঃ, ইতরেতর-সংশ্লিষ্টে হীমে রাত্র্যুষসৌ।"—নিরুক্তটীকা।

একেবারে অসৎ পদার্থ, সে 'মায়া' কি, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন? 'মায়া' কেবল অজ্ঞান নহেন, 'মায়া' সর্ব্বতো-ভাবে অসৎ পদার্থ নহেন। 'প্রকৃতি', 'মায়া', 'অজ্ঞান' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা যৎ পদার্থ অভিহিত হ'ন, তৎপদার্থ অনৃত বা মিথ্যা নহেন, কারণ তৎপদার্থ শক্তি স্বরূপা। এই মায়াই পরমেশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী শক্তি ("শক্তিত্বান্নানৃতং বেদ্যং।"—শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র)। মায়া যে মিথ্যা বা সর্ব্বথা অসৎ পদার্থ নহেন, শ্রুতি,স্মৃতি, পুরাণ,তন্ত্র ইত্যাদি নিখিল শাস্ত্রই তাহা বুঝাইয়াছেন। যাহা কিছু সৎ বলিয়া উপলব্ধ হয়, তৎসমস্তই প্রকৃতপক্ষে উভয়াত্মক—শিব-শিবাত্মক। আমি তোমাকে পূর্ব্বে শিব ও শিবার স্বরূপ প্রদর্শন কালে এই কথা বলিয়াছি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের যে সমাহার—সাম্যাবস্থা, তাহাই 'অব্যক্ত', 'প্রধান', 'প্রকৃতি' ইত্যাদি নাম দ্বারা লক্ষিত হয়েন। গুণত্রয়ের সাম্য বশতঃ অবিশেষ—অপ্রকাশ বিশেষ বলিয়া প্রকৃতির 'অব্যক্ত' নাম হইয়াছে। মহত্তত্ত্বাদি প্রকৃতির কার্য্য সমূহের আশ্রয় বলিয়া প্রকৃতিকে প্রধান—শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। 'প্রকৃতি' সূক্ষ্ম, নিত্য ও সদসদাত্মক—কার্য্যকারণ শক্তিসম্পন্ন। নিরুক্তে 'মায়া' শব্দ 'প্রজ্ঞা' নামমালাতে ধৃত হইয়াছে। যদ্দ্বারা পদার্থ সকল মিত হয়—পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহা 'মায়া' নিঘণ্টু টীকাতে 'মায়া' শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে ("মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তেঽনয়া পদার্থাঃ।")। 'মায়া' বিচিত্র কার্য্যকারণশক্তির বাচক, 'মায়া' বস্তুতঃ অলীক পদার্থ নহেন ("মীয়তে বিচিত্রং নির্ম্মীয়তেঽনয়েতি বিচিত্রার্থকরণশক্তিবাচিত্বমেব"—পরমাত্মসন্দর্ভ)। হে মহাদেবি! তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি, দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবী বলিয়াছিলেন, 'আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী, প্রকৃতি পুরুষাত্মক জগৎ আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আমি বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান স্বরূপিণী ("অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী। মত্তঃ প্রকৃতি-পুরুষাত্মকং জগচ্ছূন্যং চাশূন্যং চ অহমানন্দানানন্দা। বিজ্ঞানা-বিজ্ঞানে অহম্।"—দেবী

উপনিষৎ)। ঋগ্বেদের তৃতীয় ও চতুর্থ অষ্টকে 'মায়া' শব্দ জ্ঞান, পরমেশ্বরের সংকল্প শক্তি—অনেকরূপগ্রহণসামর্থ্য এতদর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইন্দ্র—পরমৈশ্বর্য্যবান্ পরমেশ্বর স্বীয় 'মায়া' জ্ঞান বা সংকল্প শক্তি দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন। * বিদ্যা ও অবিদ্যা মায়ার এই দুই বৃত্তি। মায়ার অবিদ্যাখ্য ভাগের আবার 'আবরণাত্মিকা' ও 'বিক্ষেপাত্মিকা' এই দুইটী বৃত্তি। অবিদ্যার আবরণাত্মিকা বৃত্তি জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানকে আবরণ করে, এবং বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি জীবকে অন্যথা জ্ঞান - অযথার্থজ্ঞান দ্বারা জয় করিয়া বর্ত্তমান আছে। পরমেশ্বরের মায়া নাম্নী শক্তি 'জ্ঞান', 'ইচ্ছা' ও 'ক্রিয়া' ভেদে ত্রিবিধরূপে দৃশ্য হয়েন। সীতাতত্ত্বে এই কথার বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, 'দ্রষ্টা পরমেশ্বরের সদসদাত্মিকা মায়া নাম্নী যে শক্তি, পরমেশ্বর তদ্দ্বারাই এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি করেন ("সা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা। মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ।"—শ্রীমদ্ভাগবত)। অতএব শিবা ও মায়া ভিন্ন পদার্থ নহেন, শিব ও শিবা অভিন্ন সামগ্রী। কালোত্তরে উক্ত হইয়াছে, 'সর্ব্ব জগতের করুণারসসাগরা জননী শিবাকে যে পূজা না করে, তাহার জন্মকে ধিক্ ধিক্ ধিক্ ("ধিগ্ ধিগ্ ধিগ্ ধিক্ চ তজ্জন্ম যো ন পূজয়তে শিবাম্। জননীং সর্বজগতঃ করুণা-রসসাগরাম্॥")। 'রাত্রি' ও 'উষা' উভয়েই এক মায়া নাম্নী পরমেশশক্তি হইতে আবির্ভূতা হইয়াছেন, এই নিমিত্ত ইহাঁদিগকে 'বেদ' ভগিনী

---

* "রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরিস্বাম্।"—ঋগ্বেদ সংহিতা ৩।৩।২০।

" * * মায়াঃ অনেকরূপগ্রহণসামর্থ্যোপেতাঃ * *।"—সায়ণভাষ্য।

"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তাহ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ॥"—ঋগ্বেদসংহিতা ৪।৭।৩৩।

" * * * অপিচায়মিন্দ্রো মায়াভিঃ জ্ঞাননামৈতৎ জ্ঞানৈরাত্মীয়ৈঃ সংকল্পৈঃ পুরুরূপোবহুবিধশরীরঃ সন্ * *।"—সায়ণভাষ্য।

বলিয়াছেন। 'জীবরাত্রি' ও 'ঈশ্বররাত্রি' এই দ্বিবিধ রাত্রির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে রাত্রিতে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার বিলুপ্ত হয়, তাহা 'জীবরাত্রি' এবং মহাপ্রলয়ে, যখন অন্য সর্ব্ববস্তুর তিরোধান হয়, যখন কেবল সর্ব্বকারণ অব্যক্তপদবাচ্য ব্রহ্ম-মায়াত্মক পদার্থই বিদ্যমান থাকেন, তখন ঈশ্বর ব্যবহারেরও বিলোপ হয় বলিয়া, তাহাকে 'ঈশ্বররাত্রি' এই নামে উক্ত করা হইয়াছে। * রাত্রিসূক্তে এই দ্বিবিধ রাত্রিরই স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। চিচ্ছক্তিরূপা রাত্রিদেবী ভুবনেশ্বরী প্রকাশরূপা ঊষাদ্বারা যখন অবিদ্যার আবরণ শক্তিকে নিরাকৃত করেন, দগ্ধবীজভাব প্রাপ্ত করান, প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হওয়ায় বিক্ষেপ শক্তিরও যখন নাশ হয়, তখনি অজ্ঞানরূপ তমঃ অপগত হয়। রাত্রিসূক্তের তৃতীয় মন্ত্রটীর ইহাই ভাবার্থ।

"সানো অদ্য যস্যাবয়ং নিতে যামন্নবিক্ষ্মহি বৃক্ষেন বসতিং বয়ঃ॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা।

রাত্রি দেবতা অদ্য—এইকালে, প্রসন্না হোন্,আমাদিগের প্রতি কৃপা করুন, তাঁহার প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেই, আমরা সুখে—স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিব, আর যেন আমরা তাঁহার শক্তিময় অঙ্ক হইতে বিচ্যুত না হই, আর যেন এই দুঃখময় সংসার সাগরে পতিত না হই, পক্ষীরা যেমন রাত্রিতে নীড়াশ্রয় (বাসা) বৃক্ষে সুখে নিবাস করে, আমরাও যেন রাত্রিদেবী ভুবনেশ্বরীর সর্ব্বসুখময় কোলে সুখে নিবাস করি।

"নিগ্রামাসো অবিক্ষত নিষদ্বন্তো নিপক্ষিণঃ। নিশ্যে-নাসশ্চিদর্থিনঃ।"—ঋগ্বেদসংহিতা।

" * * সা রাত্রিদেবতা দ্বেধা জীবরাত্রিরীশ্বররাত্রিশ্চ। তত্রাদ্যা প্রসিদ্ধা। যস্যামস্মদাদীনাং জীবানাং প্রতিদিনং ব্যবহারো লুপ্যতে। দ্বিতীয়া তু যস্যামীশ্বরব্যবহার-

মা! তুমি সর্ব্বভূতনিবেশনী, তুমি করুণাময়ী বিশ্বজননী, তুমি বিশ্ব জগতের নিশা, তুমি শ্রান্ত জীবমাত্রকেই, স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক সুখী কর, তোমার অনন্ত সর্ব্বাধার ক্রোড়ে লইয়া ঘুম পাড়াও। গ্রামবাসী পামর, অপামর সকলেই নির্ব্বিশেষে তোমার কোলে সুখে শয়ন করিয়া থাকে, তুমি কাহাকেও কোলে লইতে বিমুখ হও না, পাপীরাও তোমার করুণা লাভে বঞ্চিত হয়না। রাত্রি সমাগতা হইলে, পাদযুক্ত-গবাশ্বাদি, তোমার কোলে আশ্রয় লয়, পক্ষবিশিষ্ট পক্ষিগণ তোমার কোলে আশ্রয় লয়, কামার্থি-পথিকগণ তোমার কোলে আশ্রয় লয়, শীঘ্র গমনযুক্ত শ্যেন পক্ষীরাও তোমার আশ্রয় লয়, আহা! যে সকল জীব পরমেশ্বরীর নাম পর্য্যন্ত জানে না, তোমার এমনি করুণা, তাহারাও তোমার কোলে শয়ন করে, তোমার কোলে সুখে নিবাস করে। অতি মূঢ় বালক সন্তানগণ যেমন করুণা-বিগলিতহৃদয় মাতার কোলে সুখে নিবাস করে, পরম করুণাময়ী বিশ্বজননী রাত্রিদেবী সেইরূপ সকলকে সুখে স্বীয় সর্ব্বাশ্রয় কোলে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকেন।

"যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনমূর্ম্ম্যে। অথানঃ সুতরাভব॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা।

হে রাত্রে! তুমি যে অতি দয়াবতী, তাই মাগো! প্রার্থনা করিতেছি, নতুবা আমাদিগকে তোমার চির শান্তিময় কোলে স্থান দেও, আমাদিগকে সংসারার্ণব হইতে উদ্ধার কর, এই প্রকার প্রার্থনা কি করিতে পারিতাম মা! আমরা তোমার পামর সন্তান, আমাদের কোন সুকৃতি আছে কি না, তাহা তুমি দেখিও না, আমরা

লোপো ভবতি। মহাপ্রলয়কালে তদানীমন্যবস্তুভাবাৎ কেবলং ব্রহ্মমায়াত্মকমেব বস্তু সর্বকারণমব্যক্তপদবাচ্যং তিষ্ঠতি সা দ্বিতীয়া রাত্রিঃ।"—নাগোজীভট্টকৃতটীকা।

পাপমলীমস, আমরা অপরাধের আলয়, আমাদের দুর্বাসনারূপ বৃক (আরণ্য কুক্কুর) এবং বৃকবৎ মারক পাপরাশিকে তুমি আমাদিগহইতে পৃথক্ কর, চিত্তাপহারক কামাদি তস্করগণকে আমাদিগহইতে বিযুক্ত—দূরীভূত কর, এবং তাহা করিয়া আমাদিগের সুখে ভবার্ণবতারিণী হও, আমাদের ক্ষেমঙ্করী হও, মোক্ষদাত্রী হও।

"উপমা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং, ব্যক্তমস্থিত। উষঋণেব যাতয় ॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা।

হে রাত্রে! হে চিচ্ছক্তে, ভুবনেশ্বরি! আমাদের সর্ব্ববস্তুতে আক্লিষ্ট তমঃ—অজ্ঞান, তমঃপ্রাধান্য বশতঃ কৃষ্ণবর্ণ, সর্ব্ব পদার্থের স্বরূপাবরক—সর্ব্বপদার্থের স্বরূপকে যাহা ঢাকিয়া রাখে তাহা যেন আমাদের সমীপে আর না উপস্থিত হয়. হে উষঃ—উষদেবতে, ধন প্রদান করিলেই, যেমন ঋণমুক্ত হওয়া যায়, আর উত্তমর্ণের করুণাশূন্য দৃষ্টিগত হইতে হয় না, সেইরূপ তুমি আমাদের অজ্ঞানকে অপসারিত কর, যাহাতে আমরা আর অজ্ঞানের ক্রীড়াভূমি না হই, তাহা কর।

"উপতেগ্গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ। রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥"—ঋগ্বেদসংহিতা।

হে রাত্রে—হে ভুবনেশ্বরি! আমি পয়স্বিনী ধেনুর ন্যায় স্তুতি-জপাদি দ্বারা তোমাকে অভিমুখিনী করিব, হে পরমাকাশরূপ পরমাত্মার পুত্রি! (সায়ণাচার্য্যের মতে দ্যোতমান্ সূর্য্যের পুত্রী) তোমার প্রসাদে আমি কামাদি শত্রুগণকে জয় করিব, আমার স্তোম—স্তোত্র এবং যথাশক্তি-দত্ত হবিঃ তুমি স্ব কার কর।

ঋগ্বেদের অষ্টমাষ্টকের সপ্তমাধ্যায়ের চতুর্দ্দশ বর্গানন্তর পঞ্চবিংশতি ঋগাত্মক রাত্রিসূক্তের পরিশিষ্টে ‘রাত্রি’ পদের যদর্থে প্রয়োগ হইয়াছে।

বক্তা—‘শিবরাত্রি’ কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইবার জন্য আমি তোমাকে ‘রাত্রি’ শব্দের মূল অর্থ কি, বেদে কোন্ কোন্ অর্থে ইহার ব্যবহার হইয়াছে, তাহা জানাইতেছি। রাত্রিসূক্তে যদর্থে ‘রাত্রি’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা তোমার কিঞ্চিন্মাত্রায় উপলব্ধি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। রাত্রিসূক্তে যদর্থে ‘রাত্রি’ পদের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া তোমার কি ধারণা হইয়াছে, তাহা বল, শুনি।

জিজ্ঞাসু—বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধে আপনার মুখ হইতে পূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছি, এবং এখন যাহা শুনিলাম, তাহা হইতে আমার যে ধারণা হইয়াছে (এ ধারণাকে আমি দৃঢ়ভূমিক, যথার্থ ধারণা বলিতে পারি না, কারণ অদ্যাপি আমার আপনার মুখ হইতে শ্রুত বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় বিষয়ক উপদেশ সমূহের যথার্থ অনুভূতি হয় নাই, আমি যাহা বলিতেছি, আমার বিশ্বাস, তাহা আপনার ধ্বনির প্রতিধ্বনি মাত্র, এ প্রতিধ্বনিও ঠিক প্রতিধ্বনি কি না, তাহা বলিতে পারি না) তাহা বলিতেছি। বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় প্রবাহরূপে নিত্য, ইহা অনাদিকাল হইতে হইতেছে, ইহার আদি নাই, অন্ত নাই। অসৎ—যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার জন্ম হয় না, এবং যাহা সৎ—যাহা বস্তুতঃ আছে, তাহার একেবারে নাশ হয় না। জগৎ পর্য্যায়ক্রমে অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আগমন করে, এবং ব্যক্ত অবস্থা হইতে অব্যক্ত অবস্থায় গমন করে। সৃষ্টি ও প্রলয়কে দিন ও রাত্রির সহিত তুলিত করিতে পারা যায়, জাগরণ ও নিদ্রাকে যথাক্রমে সৃষ্টি ও লয়ের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে; শাস্ত্রে

নাকি জাগরণ ও নিদ্রাকে দৈনন্দিন সৃষ্টি ও লয় বলিয়াই বুঝাইয়াছেন। রাত্রিসূক্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ পূর্ব্বক আমার ধারণা হইয়াছে, রাত্রিসূক্ত বিশ্বের সৃষ্টি ও লয়তত্ত্বকেই আমাদের পরিচিত দিন ও রাত্রিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণপূর্ব্বক বিশদীকৃত করিয়াছেন।

বক্তা—রাত্রিসূক্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তোমার যেরূপ ধারণা হইয়াছে, তোমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট, রাত্রিসূক্ত পাঠ পূর্ব্বক সাধারণের যে, রাত্রিসূক্তের তত্ত্ব সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান হয়, আমি তাহা মনে করি না। এখন 'রাত্রি' শব্দের বেদ হইতে আরো দুই একটী প্রয়োগ উদ্ধৃত ও সংক্ষেপে উহার ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর।

"আরাত্রি পার্থিবং রজঃ পিতরঃ প্রায়ুধামভিঃ।
দিবঃ সদাংসি বৃহতী বিতিষ্ঠসআত্বেষং বর্ত্ততে তমঃ॥"—

রাত্রিসূক্ত পরিশিষ্ট।

হে রাত্রি! তুমি পৃথিবীলোককে স্বীয় তমঃ (সংহারিণী—প্রলয়-কারিণী শক্তি) দ্বারা আপূরণ—আচ্ছাদন কর। কেবল পৃথিবী-লোক কেন, তুমি অন্তরিক্ষকেও তমঃ দ্বারা আবৃত কর। কেবল ইহাই নহে, তুমি দ্যুলোকস্থিত সদন সমূহ (যাহাতে দ্যুলোকবাসীরা বাস করেন, সেই সকল স্থানকেও) তমঃ দ্বারা আচ্ছাদিত কর। তুমি ত্রিলোকের লয়কারিণী, তুমি ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্ত্রী, তুমি পর্য্যায়ক্রমে ত্রিলোকের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বিধাত্রী। হে বিশ্বজননি! হে সচ্চিদানন্দময়ি! হে কল্যাণময়ি! হে মহাভয়বিনাশিনি! হে মহাকারুণ্যময়ি! হে দুর্গে! আমি তোমার শরণাগত হইতেছি, তুমি আমাকে সর্ব্বথা রক্ষা কর, হে সংসারার্ণবতারিণি! তুমি আমাকে এই ভবসাগর হইতে উদ্ধার কর, মাগো! ভবভীত তোমার প্রপন্ন সন্তানদিগকে এই ভীমভবার্ণব হইতে উদ্ধার কর, ভদ্রে! তোমার শান্তিময় ক্রোড় হইতে আর আমাদিগকে দূরীকৃত করো না।

যিনি অগ্নিসমানবর্ণা (প্রদীপ্ত অগ্নির বর্ণের সমান যাঁহার বর্ণ, যাঁহার রূপ) যিনি স্বকীয় প্রজ্জ্বলিত তপঃ—সন্তাপ দ্বারা আমার শত্রুগণকে দগ্ধ করেন, যিনি বিশেষতঃ রোচনশীল—স্বয়ং প্রকাশমান পরমাত্মা কর্তৃক দৃষ্ট বলিয়া জ্যোতির্ময়ী, যিনি উপাস্যদিগদ্বারা সদা জুষ্টা—সেবিতা, স্বর্গাদিলাভার্থ ভক্তোপাসকেরা নিয়ত যাঁহার সেবা করেন, যিনি সংসারার্ণবতারিণী, আমরা তাঁহার শরণাগত হইতেছি। মাগো! তুমি আমার তমঃ বা অজ্ঞানরাশিকে প্রোৎসারিত করিয়া দেও ("রাত্রীং প্রপদ্যে জননীং সর্ব্বভূত-নিবেশনীং। ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতো নিশাম্॥" "সংবেশিনীং সংযমিনীং গ্রহনক্ষত্রমালিনীং।" "তামগ্নিবর্ণাং তপসা জলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাং। দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ। সুতরসি তরসে নমঃ॥"—রাত্রিসূক্ত পরিশিষ্ট)।

দেবীউপনিষদে যে দেবীর স্তুতি আছে, সেই দুর্গাদেবীই যে, রাত্রিদেবী, রাত্রিসূক্তে যে সেই দুর্গাদেবীই স্তুতা হইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সামবিধান ব্রাহ্মণে 'রাত্রি' শব্দের প্রয়োগ—

যিনি কামনা করিবেন, পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিব না, এই ভবপারাবারে আগমনের বাসনা যাঁহার মিটিয়াছে, তিনি পুনর্জ্জননশীলা, সর্ব্বপ্রাণীর কল্যাণকারিণী প্রশান্তকেশকলাপান্বিতা পাশহস্তা, যুবতী কুমারী, কন্যারূপিণী রাত্রিদেবীর শরণাপন্ন হইবেন। রাত্রিদেবীর প্রসাদে চক্ষুরিন্দ্রিয়াভিমানী আদিত্য দেবতা আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্; বায়ুদেবতা মদীয় দেহান্তর্ব্বর্ত্তী পঞ্চপ্রাণের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্; সোমদেবতা গন্ধ-প্রাপক ইন্দ্রিয়ের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্; জলদেবতা আমার ত্বগিন্দ্রিয়ের চাকচিক্য বিধায়ক হোন্; মদীয় মানস, বহুজ্ঞতা লাভ করুক; পৃথিবীদেবতা

মদীয় শরীরের দৃঢ়তা বিধায়ক হোন্। পুনর্জ্জন্মের নিরোধের অভিলাষী এইরূপে রাত্রিদেবীর উপাসনা করিবেন, তাঁহার কাছে এইরূপ প্রার্থনা করিবেন। শ্রদ্ধাযুক্ত সরলহৃদয়ে এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে মহা-কারুণ্যময়ী রাত্রিদেবী প্রসন্না হইয়া বলিবেন—'অমুক বৎসরে, অমুক অয়নে, অমুক ঋতুতে, অমুক মাসে, অমুক পক্ষে, অমুক দ্বাদশাহে, অমুক ষড়হে, অমুক ত্রিরাত্রে, অমুক অহোরাত্রে, অমুক দিনে, অমুক রাত্রে, অমুক বেলায়, অমুক মুহূর্ত্তে তোমার মৃত্যু হইবে; স্বর্গে গমন কর, দেবলোকে বা ব্রহ্মলোকে অথবা ক্ষত্রলোকে, যথায় রুচি তথায় গিয়া অবস্থান কর; ভোগাবসান হইলে, পুনর্ব্বার আগমন করিবে, যথেচ্ছ যোনিতে প্রবেশ করিবে'। তখন তাঁহাকে বলিও (দয়াবতী শ্রুতির উপদেশ), "মা! জন্মিলেই ত মরিতে হইবে, মরিলেই ত পুনর্ব্বার দেহান্তরের সহিত সম্বন্ধ হইবে, অতএব আমি আর ঋতুমতী সর্ব্বভূতোত্তম ব্রাহ্মণ কন্যার যোনিতেও প্রবেশ করিব না; রাত্রিদেবি! বিশ্বজননি! আমাকে পবিত্র করুন; মাগো! যদি আমার হৃদয়ের কোন স্থানে কোন কামনা লুক্কায়িত হইয়া থাকে, তুমি তাহাকে নষ্ট কর, যাহাতে আমি সর্ব্বথা নিষ্কাম হইতে পারি, আপ্তকাম ও আত্মকাম হইতে পারি, তাহা কর; জননি! এই দুঃখময় সংসারে কোন অবস্থাতেই আর আসিবার ইচ্ছা নাই; মাগো! দুঃখানলে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়াছি, একবার করুণাপূর্ণ নয়নে শরণাগত সন্তানের দিকে তাকাও মা! সংসারদাবানলে ইহার হৃদয় কিরূপ জ্বলিয়াছে, পুড়িয়াছে, একবার তাহা দেখ মা! আর আমাকে প্রলোভিত করোনা মা! আর আমাকে পরীক্ষা করোনা জননি! হে রাত্রে! এই যে পুষ্পান্ত, পুরাতন (নিত্য) আকাশ—পরমব্যোম, ইহাতেই আমার স্থান কর, আর যেন আমাকে জন্মাইতে না হয়; মা গো! সব সাধ মিটিয়াছে, তোমার পরম শান্তিময় কোল ছেড়ে আর কোথাও যাইবার অভিলাষ নাই, আর কোন অবস্থার প্রতি লোভ নাই, ব্রহ্মার পদও চাই না, ইন্দ্রত্ব, বরুণত্ব

ও চাই না, পৃথিবীর সম্রাট্ হইবারও ইচ্ছা নাই, যে স্থানে যাইলে, আর এই উত্তুঙ্গ ক্লেশতরঙ্গময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে না হয়, মাগো! আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল।" * সরল প্রাণে, সর্ব্বান্তঃকরণে মার কাছে এইরূপ প্রার্থনা করিলে পুনর্জ্জন্ম নিরোধ হয়, এইরূপ প্রার্থনাই করুণাময়ী রাত্রিদেবীর উপাসনা, এ উপাসনাতে উপবাসাদির আবশ্যকতা নাই, কোনরূপ উপকরণের প্রয়োজন নাই, এ উপাসনার নিষ্কপট হৃদয়ের প্রার্থনাই একমাত্র উপকরণ।

জিজ্ঞাসু—যিনি পুনর্জ্জন্মভীরু হইয়াছেন, আর জন্মাইতে না হয়, যাঁহার এইরূপ প্রবল কামনা হইয়াছে, তিনি 'রাত্রি দেবীর প্রসাদে চক্ষুরিন্দ্রিয়াভিমানী দেব আদিত্য আমার সম্যগ্ দর্শনার্থ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্, বায়ু দেবতা মদীয় দেহান্তর্ব্বর্ত্তী পঞ্চপ্রাণের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্, সোম দেবতা গন্ধপ্রাপক ইন্দ্রিয়ের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্, জলদেবতা ত্বগিন্দ্রিয়ের রুক্ষতা নাশ পূর্ব্বক শরীরকে স্নিগ্ধ করুন, রাত্রিদেবীর অনুগ্রহে আমার মন, জ্ঞানবিশিষ্ট হোক্—বহুজ্ঞতা লাভ করুক, পৃথিবী দেবতা আমার শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদন করুন', এই প্রকার প্রার্থনা করিবেন কেন, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন।

*"অথ যং কাময়েত পুনর্ন প্রত্যাজায়েয়মিতি রাত্রিং প্রপদ্যে পুনর্ভূর্ময়োভূং কন্যাং শিখণ্ডিনীং পাশহস্তাং যুবতিং কুমারিণীমাদিত্যশ্চক্ষুষে বাতঃ প্রাণায় সোমোগন্ধায়াপঃ স্নেহায় মনোঽনুজ্ঞায় পৃথিব্যৈ শরীরং সা হৈন মুবাচাস্মিন্ৎসংবৎসরে মরিষ্যস্যস্মিন্নয়নেঽস্মিন্ন্তাবস্মিন্ মাসেঽস্মিন্নর্দ্ধমাসে ঽস্মিন্ দ্বাদশরাত্রেঽস্মিন্ ষড়্রাত্রেঽস্মিংস্ত্রিরাত্রেঽস্মিন্ দ্বিরাত্রেঽস্মিন্নহোরাত্রেঽস্মিন্নহন্যস্যাং রাত্রাবস্যাং বেলায়ামস্মিন্ মুহূর্ত্তেমরিষ্যস্যেহি স্বর্গং লোকং গচ্ছ দেবলোকং বা ব্রহ্মলোকং বা ক্ষত্রলোকং বা বিরোচমানস্তিষ্ঠ বিরোচমানামেহি যোনিং প্রবিশ নাহং যোনিং প্রবেক্ষ্যামি ভূতোত্তমায়াং ব্রহ্মণো দুহিতুঃ সংরাগবস্ত্রায়া জায়তে ম্রিয়তে সন্ধীয়তে চ রাত্রিস্তু মা পুনাতু রাত্রিঃ শমেতৎ পুষ্পান্তং যৎপুরাণমাকাশং তত্র মে স্থানং কুরু পুনর্ভবায়াপুনর্জ্জন্মন এতাবদেবরাত্রৌ রাত্রেত্রতঞ্চ রাত্রেত্রতঞ্চ॥"—সামবিধান ব্রাহ্মণ।

বক্তা—ভাল ক'রে পরে বুঝাইব, এখন এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন ইহারা যদি স্বচ্ছন্দ না হয়, ইহাদের যদি যথোচিত উৎকর্ষতা না হয়, তাহা হইলে, মানুষ কখন অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সহেতু যথোচিত কর্ম্ম করিতে পারে না, বৈদিক ছান্দস কর্ম্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে, কাহারও কোনরূপ উন্নতি হইতে পারে না, কেহ ঐহিক ও পারত্রিক সুখভাজন হইতে পারে না, কেহ স্থির ও পূর্ণ কল্যাণ বা মুক্তি লাভে সমর্থ হয় না। বর্ত্তমান কালে যাঁহারা উন্নতি, উন্নতি (Progress), সভ্যতা, সভ্যতা (Civilization), ক্রমবিকাশ, ক্রমবিকাশ (Evolution) বলিয়া চীৎকার করেন, তাঁহারা যদি যথার্থ মননশীল হ'ন, তাহা হইলে, বুঝিতে পারিবেন, বৈদিক বা ছান্দস কর্ম্ম স্বনুষ্ঠিত—অবিকলভাবে কৃত না হইলে, মানুষ ইহলোকেও স্বাস্থ্যসুখ লাভে সমর্থ হয় না, দীর্ঘজীবী হইতে পারে না, সমাজের কোন উপকার করিতে ক্ষমবান্ হয় না। মুক্তির কথা, পুনর্জ্জন্ম নিরোধের কথা ত দূরের, একালে অত্যল্প ব্যক্তিরই তাহার প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়া থাকে। কি শারীর বিজ্ঞান, কি সমাজবিজ্ঞান, কি রাজনীতি, কি কর্ত্তব্যনীতি, বুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্ অবুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্ ইহাঁরা ছান্দস কর্ম্মতত্ত্বেরই অনুসন্ধান করেন, আত্মকল্যাণপ্রার্থী প্রেক্ষাবান্ ছান্দস কর্ম্ম করিবারই চেষ্টা করিয়া থাকেন। ছান্দস কর্ম্মই বস্তুতঃ 'ধর্ম্ম', ইহাই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল, প্রকৃত সুখের নিদান। শরীর যদি দৃঢ় না হয়, প্রাণন ব্যাপার (Metabolism) যদি যথার্থভাবে নিষ্পন্ন না হয়, মন যদি বহুজ্ঞ না হয়, ইন্দ্রিয়গণের শক্তি যদি যথাপ্রয়োজন সংরক্ষিত ও প্রবর্দ্ধিত না হয়, তাহা হইলে কাহারও কি, উন্নতি হইতে পারে? কাহারও সুখী হওয়া সম্ভবপর হয়? কেহ কি আত্মপরের কোনরূপ কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হয়েন? শারীর, ঐন্দ্রিয়ক, প্রাণন ও মানসকর্ম্ম ছন্দোঽনুসারে না হইলে, মানুষের জীবন বস্তুতঃ অনর্থক হইয়া থাকে। মানুষ যে, রোগ-প্রবণ হয়, দুর্ব্বলশরীর হয়, মানবোচিত চিত্তবিহীন হয়, অকৃতজ্ঞ হয়,

পরপীড়ক হয়, ঈশ্বরবিমুখ হয়, নাস্তিক হয়, যথাযথভাবে ছান্দসকর্ম্ম না করাই তাহার কারণ।

জিজ্ঞাসু—'ছান্দস' কর্ম্ম কাহাকে বলে ?

বক্তা—ছন্দঃ শব্দ বেদের একটী নাম, কিন্তু আমি এখন 'ছান্দস কর্ম্ম বলিতে বেদোপদিষ্ট কর্ম্ম বুঝিতে হইবে', এই কথা বলিব না, এই কথা বলিলে লোকের উপহাসাস্পদ হইব, অনেকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া, অসভ্য বলিয়া আমাকে উপেক্ষা বা ঘৃণা করিবে। যাহা পাপ হইতে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, যাহা প্রাকৃতিক নিয়মানুমোদিত কর্ম্ম, আপাততঃ তাহাকেই ছান্দস কর্ম্ম বলে, বুঝিয়া থাক। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কর্ম্ম করাই ছান্দস কর্ম্ম করা, এই কথা যথার্থভাবে বুঝিতে পারিলে, এবং 'বেদ' কোন্ পদার্থ, তাহা বিশুদ্ধ ও পূর্ণভাবে অবগত হইলে, বেদের অবিরুদ্ধ কর্ম্মই যে "ছান্দস কর্ম্ম" চিন্তাশীলের তাহা প্রতীতি হইবে। ইতঃপর জিজ্ঞাস্য হইবে, আদিত্যাদি দেবতাগণের কাছে ঐরূপ প্রার্থনা করিতে বলা হইয়াছে কেন ? আলেন্, ডারুবিন্, হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার্ প্রভৃতি সুধীগণ অর্দ্ধসভ্য বৈদিক আর্য্যদিগের অধিষ্ঠাত্রীদেবতাবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক অনেক নিন্দা করিয়াছেন, উপহাস বিদ্রূপ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইহা উপযুক্ত অবসর নহে। রমা! আমি তোমাকে রাত্রিদেবীর স্বরূপ প্রদর্শনার্থ এই সকল কথা বলিলাম, তোমার যদি এই সকল বিষয়ের যথার্থ জিজ্ঞাসা হয়, তাহা হইলে, আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে যথাপ্রয়োজন কিছু উপদেশ প্রদান করিব। আদিত্যাদি দেবতা বস্তুতঃ আছেন, দেবতার সাক্ষাৎকারলাভের সাধনা আছে, বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম করিলে, দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। বেদে, পাতঞ্জলদর্শনে, পুরাণে, তন্ত্রে, যে উপায় দ্বারা দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, বিশদভাবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে, যে উপায়ে দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সেই উপায়ের আশ্রয় করিয়া অনেকে দেবদর্শন লাভ করিয়াছেন, ভাগ্যবান্ আস্তিক এখনও করিয়া থাকেন।

অতএব দেবতা আছেন কি না, শুষ্ক তর্কদ্বারা তাহার মীমাংসা হইতে পারে কি ?

জিজ্ঞাসু—দাদা! আপনার কত দয়া; আহা এত দয়া আর কেহ করিতে পারেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে না। কৃতজ্ঞতাপ্রেরিত অজস্র নয়নজলে আপনার চরণযুগল ধুইয়া দিতে একান্ত ইচ্ছা হইতেছে, আহা! এ দানের কি পর্য্যাপ্ত প্রতিদান আছে ? আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, "বিত্তপূর্ণ সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্যও ব্রহ্মজ্ঞানদাতা গুরুদেবের পর্য্যাপ্ত নিষ্ক্রয় নহে," আপনার এই কথার মূল্য কত, আজ যেন, তাহার কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি হইতেছে। ধন্যা হইলাম, কৃতকৃত্যা হইবার পথ দেখিলাম, এখন 'শিবরাত্রি' যে বস্তুতঃ 'শিবরাত্রি' তাহা বুঝিতে পারিতেছি; পরম কারুণিক শাস্ত্রকারগণ কি নিমিত্ত শিবরাত্রি ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এতদিন কি তাহা বুঝিতাম দাদা! আর যেন কোন কামনা না থাকে, আর যেন রাত্রিতে জ্ঞানহীনের মত ঘুমাই না, আর যেন রাত্রিকে অন্ধকারময়ী বলে, কৃষ্ণা বলে, মনে করি না, আর যেন রাত্রিকে ভয় না করি, মাগো! তুমি যে সর্ব্বভূত নিবেশনী, তুমি যে সকলের আশ্রয়, তুমি অন্তর্যামিনী, তুমি সংসারাসক্ত তোমা-বিমুখ সন্তানগণকে কৃপা ক'রে সংহার কর, শ্রান্ত সন্তানদিগকে স্নেহ বশে কোলে টানিয়া লও, তাহাদের ইন্দ্রিয়াদিকে নিরোধ কর; জাগতিক দৃষ্টিতে তাহাদিগকে মারিয়া ফেল, নিশ্চেষ্ট কর, সংসার-সংজ্ঞাশূন্য কর। আমি পূর্ব্বে মৃত্যুকে বড় ভয় করিতাম, কিন্তু এখন আর আমি মৃত্যুকে ভয় করিব না, এখন বিশ্বজননী ভগবতী রাত্রিদেবী কে, তাহা একটু বুঝিয়াছি, আবার বলিতেছি, ধন্যা হইয়াছি, কৃতকৃত্যা হইবার, অভয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় কি, তাহা কিঞ্চিন্মাত্রায় হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। দাদা! 'পুষ্পান্ত' শব্দের অর্থ কি ?

বক্তা—রমা! তোমার যাহা বক্তব্য, তাহা তুমি বলিলে, কিন্তু আমার

যাহা বক্তব্য, যাহা মন্তব্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু রমা! একবার ভাবিয়া দেখ, বস্তুতঃ কাঁহার অনন্ত কৃপাসাগরের, অসীম জ্ঞানপারাবারের, অপরিচ্ছিন্ন প্রেমসিন্ধুর করুণাবিন্দু, জ্ঞানকণা, প্রেমশীকর আজ তোমার হৃদয়কে আপ্যায়িত করিতেছে, আলোকিত করিতেছে, শীতল করিতেছে? ইহার উত্তরে—'বেদময় শিব-শিবার, সীতা-রামের, ভৃগুদেবের' এই কথাই কি তোমার মুখ হইতে বাহির হইবে না?

জিজ্ঞাসু—আমি, দাদা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব, 'ভার্গব শিবরাম-কিঙ্করের' এই কথা বাহির না হইবে কেন? আমি ত' শিব-শিবাকে দেখি নাই, আমি ত' সীতা-রামকে দেখি নাই, আমি ত' ভৃগুদেবকে দেখি নাই, ইহাঁরা ত অদ্যাপি আমার পরোক্ষ, দাদাগো! আপনি যে, আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, প্রত্যক্ষ জ্ঞানদাতা।

বক্তা—তোমার উত্তরকে কাটিবার শক্তি আমার নাই, রমা। এই দৃশ্যমান জগৎকে 'পুষ্প' বলা হয়; এই দৃশ্যমান জগতের যেখানে অন্ত হয়, যে স্থান সংসারের উর্দ্ধে, তাহা 'পুষ্পান্ত'।

জিজ্ঞাসু—দৃশ্যমান জগৎকে পুষ্প বলিবার হেতু কি?

বক্তা—পুষ্প হইতে ফল হয়, ফল হইতে বৃক্ষ হয়, বৃক্ষ হইতে আবার পুষ্প হয়। সংসার বা জগৎ এইরূপে প্রবাহরূপে নিত্য, জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও নাশ, সংসার এই ছয় প্রকার ভাববিকারে নিয়ত বিক্রিয়মাণ, জন্মের পর স্থিতি, তৎপরে বিপরিণাম ও বৃদ্ধি, তৎপরে অপক্ষয় ও বিনাশ, তৎপরে আবার জন্ম, আবার স্থিতি, আবার বিপরিণাম ও বৃদ্ধি, আবার অপক্ষয় ও বিনাশ, সংসারচক্রের এইরূপ আবর্ত্তন নিয়ত হইতেছে। যাঁহারা যথার্থভাবে রাত্রিদেবীর যথোক্ত উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহাদেরই সংসারভ্রমণের নিবৃত্তি হয়, পুনর্জ্জন্মগ্রহণ নিরুদ্ধ হয়, পরিণামক্রমের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে, তাঁহারাই

চিরশান্তিময়, চিরস্থির সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

জিজ্ঞাসু—দাদা! এইবার যে 'শিবরাত্রি' প্রতিবৎসর করিয়া থাকি, যে শিবরাত্রি ব্রত করিবার দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে ভাবিলে, হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও উৎসাহে পূর্ণ হয়, যে শিবরাত্রির তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া, নষ্টকপর্দ্দক, তাহার হারাণ কপর্দ্দকের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন স্পর্শমণি প্রাপ্ত হয়, আমি সেই প্রকার অমূল্য জ্ঞানস্পর্শমণি লাভ করিতেছি, সেই 'শিবরাত্রি' কোন্ পদার্থ, কি জন্য নির্দ্দিষ্ট কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে এই ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিন। শিবরাত্রিতে রাত্রিজাগরণ ও উপবাস করিবার বিধি হইয়াছে কেন, তাহা বলিয়া দিন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শিবরাত্রিকে কেন "শিবরাত্রি" এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে? 'শিবরাত্রি' এই শব্দের অর্থ বিচার।

বক্তা—শিবরাত্রিকে 'শিবরাত্রি' এই নামে অভিহিত করিবার কারণ কি? কি নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে 'শিবরাত্রি' ব্রত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, এখন তোমার ইত্যাদি প্রশ্ন সমূহের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইব।

আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, " 'যিনি শিব, তিনিই শিবা' 'যিনি শিব

তিনিই রাত্রি, তিনিই ভুবনেশ্বরী'। 'রাত্রি' কাহাকে বলে, আমি যখন তোমাকে তাহা বুঝাইব, তখন তুমি 'শিবরাত্রি' কি পদার্থ, শিবরাত্রির শাস্ত্রে কেন এত প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া, কৃতকৃত্য হইবে, 'শিব' কে, 'রাত্রি' কোন্ পদার্থ, সম্যগ্‌রূপে তাহা বুঝিয়া একটী শিবরাত্রিতে শিবের—শিবযুক্ত শিবার পূজা করিলে তোমার জন্ম সার্থক হইবে, তুমি কৃতার্থ হইবে।" আমার এই সকল কথা শুনিয়া, তুমি কত আশান্বিত হইয়া, 'শিবরাত্রির' স্বরূপ কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত কাল প্রতীক্ষা করিতেছ, যাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র আস্তিকতা আছে, সে এইরূপ কথা শ্রবণ করিলে 'শিবরাত্রি' কোন্ পদার্থ, তাহা জানিবার নিমিত্ত কৌতূহলী না হইয়া থাকিতে পারে কি? আশাকে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে সত্যা ও অনৃতা এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।* যে আশা কখন ফলবতী হয় না, যে আশা, আশারূপেই থাকে, তাহা অনৃতা বা মিথ্যা আশা, যে আশা ফলবতী হয়, তাহা সত্যা। আজ না হয়, কালান্তরে আমি ইহা নিশ্চয় পাইব, আমার ইহা নিশ্চয় সিদ্ধ হইবে, এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত যাঁহারা কাল প্রতীক্ষা করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে, সত্য আশা স্থান পাইয়াছে, বুঝিতে হইবে। রমা! 'শিব' কে, 'রাত্রি' কোন্ পদার্থ, সম্যগ্‌রূপে তাহা বুঝিয়া একটী শিবরাত্রিতে শিবের—শিবযুক্ত শিবার পূজা করিলে তোমার জন্ম সার্থক হইবে, তুমি কৃতার্থ হইবে, আমার এই কথা শুনিয়া, তুমি কিরূপ আশান্বিত হইয়া, কালপ্রতীক্ষা করিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। আমি তোমাকে মিথ্যা আশা দিয়া প্রবঞ্চিত করিবার চেষ্টা করি নাই, আমার যেরূপ বিশ্বাস, আমি তদনুরূপ কথাই তোমাকে বলিয়াছি। আমি

* "তমাশাব্রবীৎ। প্রজাপত আশয়া বৈ শ্রাম্যসি। অহমুবা আশাস্মি। মাং নু যজস্ব। অথ তে সত্যাশা ভবিষ্যতি।"—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১২।২।

"নিশ্চিতস্য লাভস্য প্রতীক্ষণং আশা। অনিশ্চিতস্যাপেক্ষা কামঃ।" "* * * সা দ্বিবিধা হ্যাশা, অনৃতা, সত্যা চ॥ ফলরহিতা আশা অনৃতা।"—তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণভাষ্য।

তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা যে, মিথ্যা নহে, তাহা যে অতিশয়োক্তি নহে, তাহা যে প্ররোচন কথা নহে, আমার তাহাই দৃঢ়প্রত্যয়। আমার যে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, তাহার কারণ কি? শাস্ত্র ও গুরুদেবের অনুগ্রহই তাহার প্রধান কারণ। প্রশ্ন হইতে পারে, অনেকেই ত শাস্ত্র পড়িয়াছেন, পড়িতেছেন, অনেকে শাস্ত্র পড়াইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেরই কি, এইরূপ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে? উত্তরে বলিতে হইবে, 'না'। শাস্ত্র পড়িলে কি হইবে? শাস্ত্রসংস্কৃতমতি না হইলে, শাস্ত্রপাঠ ঈপ্সিত-ফলদানে সমর্থ হয় না। আর এক কথা, সিদ্ধ গুরুদেবের সকাশ হইতে প্রাপ্ত না হইলে, বিদ্যা অভীষ্ট ফল দান করিতে পারে না। আমি বহু পূর্ব্বসুকৃতি বশতঃ সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা, নররূপে বিরূপাক্ষ গুরুদেবের কৃপা পাইয়াছিলাম, তাঁহার অমোঘ আশীর্বচন আমার হৃদয়ে বেদ-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়াছে। সেই শ্রদ্ধার প্রেরণায় আমি তোমাকে ঐরূপ আশা-প্রদ কথা শুনাইয়াছি। বিশ্বাস করিও, শ্রদ্ধাই সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির হেতু, এবং যথার্থ শ্রদ্ধার উদয় হইলেই মানুষ কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। তুমি যদি আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবতী হইতে পার, তাহা হইলে, পরে অনুভব করিতে পারিবে, আমি তোমাকে মিথ্যা আশা দিই নাই। বেদ বলিয়াছেন, প্রজাপতি সত্যে শ্রদ্ধার এবং অনৃত বা মিথ্যাতে অশ্রদ্ধার আসন দিয়াছেন। যাক্ এ সকল কথা, এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ কর, আমি তোমার সরল ও কোমল হৃদয়ে যে আশাকে সঞ্চারিত করিয়াছি, তাহা যেন মিথ্যা না হয়, শিবযুক্ত শিবার কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া 'শিবরাত্রির' স্বরূপ প্রদর্শনের চেষ্টা করিতেছি।

পঙ্ক হইতে পদ্ম ছাড়া অন্যান্য বস্তু জন্মিলেও, যে কারণে (অর্থাৎ রূঢ়ি শক্তি দ্বারা) উহা পদ্মের বোধক হয়, সেই কারণে 'শিবরাত্রি' মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে অনুষ্ঠেয় ব্রতের বোধক হইয়া থাকে। রমা! তুমি বোধ হয় এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, তাহা ভাল বুঝিতে

পারিতেছ না। ইহারা দুর্ব্বোধ্য কথা নহে। শব্দ উচ্চারিত হইলে, যদ্দ্বারা উহার অর্থবোধ হয়, তাহাকে শব্দের শক্তি বলে। শব্দের অর্থবোধক শক্তিকে 'যোগ', 'রূঢ়ি' ও 'যোগরূঢ়ি' এই তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। শব্দের অর্থবোধক শক্তি ত্রিবিধ বলিয়া শব্দসমূহকেও 'যৌগিক', 'রূঢ়', ও 'যোগরূঢ়' এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। যিনি পাক করেন, তাঁহাকে 'পাচক' বলা হয়। 'পাচক' শব্দ কি জন্য, 'যিনি পাক করেন,' তাঁহার বোধক হয়, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু 'যাহা পঙ্ক হইতে জন্মায়', এই অর্থ হইতে, কি কারণে, পঙ্ক হইতে জন্মায় এমন অন্যান্য বস্তুকে না বুঝাইয়া 'পঙ্কজ' শব্দ পদ্মকেই বুঝাইয়া থাকে, তাহা জানিতে যাইলে, প্রতীতি হইবে, 'যাহা পঙ্ক হইতে জন্মায়' এই অর্থ অন্য কোন শক্তি দ্বারা নিয়ামিত হয়, তা'ই 'পঙ্কজ' শব্দ পঙ্ক হইতে জাত অন্যান্য বস্তুকে না বুঝাইয়া পদ্মেরই বোধক হয়। শব্দের যে শক্তি যৌগিক অর্থকে নিয়ামিত করে, বিশেষিত করে, শব্দের সেই শক্তিকে 'যোগরূঢ়ি' এই নামে অভিহিত করা হয়। 'শিবের রাত্রি' = 'শিবরাত্রি' অথবা 'শিবপ্রিয় রাত্রি' = 'শিবরাত্রি', 'শিবরাত্রি' শব্দের ইহাই 'যোগ'শক্তি বোধ্য অর্থ, রূঢ়ি শক্তি এই অর্থকে বিশেষিত করিতেছে। রূঢ়ি শক্তি বুঝাইতেছে, মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে উপবাস, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি নিয়ম পালনপূর্ব্বক যে শিবের পূজন হয়, সেই 'ব্রত' 'শিবরাত্রি' শব্দের অর্থ। 'শিবের রাত্রি,' = 'শিবরাত্রি,' 'যোগ' শক্তি দ্বারা এই অর্থ অবগত হওয়া যায়, ইহা 'রূঢ়ি' শক্তি দ্বারা মাঘকৃষ্ণচতুর্দ্দশীরূপ কালবিশেষে নিয়ামিত হইয়া থাকে ("তত্র শিবস্য রাত্রিরিতি তৎপুরুষ সমাসেন যোগেন বর্ত্তমানশব্দো রূঢ্যা মাঘকৃষ্ণচতুর্দ্দশীরূপে কালবিশেষে নিয়ম্যতে।"—কালমাধব)। মাধবাচার্য্য স্বপ্রণীত কালমাধব নামক গ্রন্থে বহু বিচারপূর্ব্বক পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 'শিবরাত্রি' শব্দ যোগরূঢ়, শিবের প্রিয়া রাত্রি যে ব্রতে অঙ্গরূপে বিহিত হয়, সেই ব্রত 'শিবরাত্রি' এই নামে উক্ত হইয়া থাকে,

("শিবস্য প্রিয়া রাত্রির্যস্মিন্ ব্রতেঽঙ্গত্বেন বিহিতা, তদ্ব্রতং শিবরাত্র্যাখ্যম্। তস্মাৎ নির্মন্থ্য-ন্যায়েনাত্র যোগরূঢ়ঃ শিবরাত্রিশব্দঃ।"—কালমাধব)।

শিবরাত্রি-ব্রতের প্রশংসা।

শিবরাত্রি-ব্রতের পুরাণাদি শাস্ত্রে অত্যন্ত প্রশংসা আছে। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে, 'পর হইতে পরতর থাকিতে পারে না, শিবরাত্রি পরাৎপর, যে জীব এই শিবরাত্রিতে ত্রিভুবনেশ্বর রুদ্রদেবকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে না, সে নিশ্চয় সহস্র জন্ম পরিভ্রমণ করে' ("পরাৎপরতরং নাস্তি, শিবরাত্রি পরাৎপরম্। ন পূজয়তি ভক্ত্যেশং রুদ্রং ত্রিভুবনেশ্বরম্। জন্তুর্জন্ম সহস্রেষু, ভ্রমতে নাত্র সংশয়ঃ॥"—স্কন্দপুরাণ)। সাগর যদি শুষ্ক হয়, হিমালয় যদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, মেরু-মন্দরাদি পর্ব্বত যদি বিচলিত হয় (অর্থাৎ সাগরের শুষ্ক হওয়া সম্ভব হইতে পারে, হিমগিরির ক্ষয়ও সম্ভব হইতে পারে, মেরু প্রভৃতির বিচলিত হওয়াও সম্ভব হইতে পারে) কিন্তু নিশ্চল শিবব্রত কদাচিৎ বিচলিত হয় না ("সাগরো যদি শুষ্যেত, ক্ষীয়েত হিমবানপি। মেরুমন্দর শৈলাশ্চ শ্রীশৈলো বিন্ধ্য এবচ। চলন্ত্যেতে কদাচিদ্বৈ নিশ্চলং হি শিবব্রতম্॥"—স্কন্দপুরাণ)। শিবচতুর্দ্দশীতে শিবের পূজা করিয়া, যে জাগিয়া থাকে, তাহাকে আর মাতার স্তন্যপান করিতে হয় না ("শিবং পূজয়িত্বা যো জাগর্ত্তি চ চতুর্দ্দশীম্। মাতুঃ পয়োধররসং ন পিবেৎ স কদাচন॥"—স্কন্দপুরাণ)। যিনি মুমুক্ষু—অতএব যাঁহার অন্য কোন কামনা নাই, শিবরাত্রি ব্রত করিলে তিনি তাঁহার ঈপ্সিত মোক্ষলাভ করেন, যিনি কোনরূপ কামনাপূর্ব্বক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারও এতদ্দ্বারা কামনা চরিতার্থ হইয়া থাকে। শিবরাত্রি ব্রত সর্ব্বপাপের প্রণাশক, ইহা আচণ্ডাল মনুষ্যের ভুক্তি ও

মুক্তির প্রদায়ক, এই ব্রতে সকলেরই অধিকার আছে, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর সকলেরই এই ব্রত কর্ত্তব্য। যিনি শিবরাত্রি-ব্রত-বহির্মুখ—যিনি এই ব্রত করেন না, তিনি অন্য দেবতার পূজা করিয়া কোন ফল পান না ("শিবরাত্রি ব্রতং নাম সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। আচণ্ডালমনুষ্যাণাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্॥"—ঈশানসংহিতা। "সৌরো বা বৈষ্ণবো বান্যো দেবতান্তরপূজকঃ। ন পূজাফলমাপ্নোতি শিবরাত্রি-বহির্মুখঃ॥"—নৃসিংহপরিচর্য্যা ও পদ্মপুরাণ)।

শিবরাত্রি ব্রতের এইরূপ প্রশংসা শুনিয়া, তোমার কি কিছু জিজ্ঞাসা হইতেছে, রমা?

জিজ্ঞাসু—অনেক কথাই জানিবার ইচ্ছা হইতেছে দাদা!

বক্তা—কি, কি বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইতেছে তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—'শিব' ও 'রাত্রি' এই শব্দদ্বয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহা শুনিয়া 'শিবরাত্রি' ব্রতের এইরূপ প্রশংসাতে যে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নাই, আমার তাহা বোধ হইয়াছে, যে শিব, বিশ্বের ঈশ্বর, যে শিব সর্ব্বকার্য্যের পরম কারণ, যে শিবই যথার্থ মাতা-পিতা, যে শিবই সর্ব্বভাবময়, যে প্রেমময় শিবের প্রেমকণা পাইয়া জগৎ কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রেমবিশিষ্ট হইয়াছে, এককথায় যিনিই জগতের সব, তাঁহাকে পূজা করিলে, যথার্থ-ভাবে তাঁহাকে ভক্তি করিলে, তাঁহার প্রপন্ন হইলে, নিয়ত তাঁহার ধ্যান করিলে, এমন কি আছে, যাহা মানুষ পাইতে পারে না? আর রাত্রি বা শিবা; ভুবনেশ্বরী—তাঁহার স্বরূপের যে আভাস পাইয়াছি, রাত্রিসূক্তে তাঁহার যে রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমারও হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে, আমিও নির্ভয় হইয়াছি, আমার এখন মনে হইতেছে, মা যেন তাঁহার সকল সন্তানকে সর্ব্বদা কোলে করিয়া আছেন, মা যেন আমার সকল দিকে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, আমি যেন মা'র করুণাপূর্ণ সহাসবদন সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেছি,

যেদিকে তাকাই, সেদিকেই যেন আমার পরম করুণাময়ী, সর্ব্বদুঃখনিবারিণী মাকে আমি দেখিতে পাই। আহা, এ মাকে পূজা না করিয়া, এ মাকে নিয়ত ধ্যান না করিয়া, এ মায়ের চরণে প্রপন্ন না হইয়া থাকা যায় কি?

বক্তা—তোমার কথা যথার্থ, এখন 'শিবরাত্রি' ব্রতের প্রশংসা শুনিয়া তোমার যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—আমার জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, 'শিবের রাত্রি' 'শিবরাত্রি', অথবা 'শিবপ্রিয়া রাত্রি' শিবরাত্রি', শিবরাত্রির এইরূপ অর্থ হইতে কি নিমিত্ত তাহা মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে অনুষ্ঠেয় ব্রতবিশেষের বাচক হয়? মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাস, জাগরণ ও শিবপূজন করিলে কি জন্য সর্ব্বকামনা চরিতার্থ হয়? কি জন্য মুমুক্ষু মুক্তিলাভ করেন? শুনিয়াছি, না জানিয়া উক্ত শিবচতুর্দ্দশীতে বাধ্য হইয়া রাত্রি জাগরণ ও উপবাস করিয়াছিল বলিয়া, এক ব্যাধ নিষ্পাপ হইয়াছিল, গণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল; ইহা শুনিয়া প্রবল জিজ্ঞাসা হইয়াছে, উক্ত তিথির এতাদৃশ মাহাত্ম্য হইবার কারণ কি? মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথির রাত্রি শিবের বিশেষতঃ প্রিয় হইবার কারণ কি? শিবরাত্রির স্বরূপ প্রদর্শনার্থ আপনি ঋগ্বেদ ও সামবিধান-ব্রাহ্মণ হইতে 'রাত্রি' শব্দের যে অর্থ জানাইলেন, শিবপ্রিয়া রাত্রি= 'শিবরাত্রি', এই স্থলে তদর্থে 'রাত্রি' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া আমি বুঝিতে পারি নাই; 'শিবপ্রিয়া রাত্রি'='শিবরাত্রি' এখানে সাধারণের পরিচিত 'রাত্রি' শব্দ গৃহীত হইয়াছে বলিয়া, আমার বোধ হইয়াছে, এখানে 'রাত্রি' শব্দ চিৎশক্তির, সর্ব্বাধারভূতা শিবা বা ভুবনেশ্বরীর বাচক-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে কি? রাত্রিসূক্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া 'রাত্রি' বলিতে যাঁহাকে বুঝিয়াছিলাম, 'শিবপ্রিয়া রাত্রি'='শিবরাত্রি' এখানে তদর্থে 'রাত্রি' শব্দের ব্যবহার হয় নাই, আমার ইহাই মনে হইয়াছে। রাত্রিসূক্তে রাত্রিদেবীর যে রূপ বর্ণিত

হইয়াছে, সে রূপ কত মনোহর, কত আশাপ্রদ, সে রূপের ধ্যান করিলে, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়গণ আপনা হইতে সব ভুলিয়া, কোন দিকে না তাকাইয়া, তাঁহাতেই নিমগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু শিবপ্রিয়া রাত্রি = শিবরাত্রি, 'রাত্রি' শব্দের এই অর্থ আমার পরমকরুণাময়ী সংসারার্ণবতারিণী, অগ্নিবর্ণা দুর্গাদেবীকে মনে পাড়াইয়া দেয় না, মার শান্তিময়ী অভয়া মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিফলিত করে না। আমি স্বল্পমতি, আমাকে বুঝাইয়া দিন, ঋগ্বেদ যে রাত্রিকে সর্ব্বভূতনিবেশনী বলিয়াছেন, বিশ্বজননী বলিয়াছেন, মঙ্গলময়ী বলিয়াছেন, যাঁহাকে একমাত্র শরণ্যা বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার ভয়-নিবারিণী বলিয়া বুঝাইয়াছেন, যাঁহার শরণাগত হইলে, অপরাধের আলয়ও নিষ্পাপ হয়, মুক্তি পায় এই কথা বলিয়াছেন, 'শিবপ্রিয়া রাত্রি' = 'শিবরাত্রি' শিবরাত্রির এইরূপ অর্থ শুনিয়া আমি যে, আমার সে মাকে দেখিতে পাইতেছি না। রাত্রিসূক্তে বর্ণিত মা'র রূপ আমারও মৃত্যুভয় কমাইয়াছিল, কিন্তু এ রাত্রির রূপ পরিচিত অন্ধকারময়ী রজনীর ভীষণ রূপই নয়ন সমক্ষে ধরিতেছে। 'শিবরাত্রি' যদি সাধারণের পরিচিতা রাত্রি হন, তাহা হইলে আপনি বেদ হইতে রাত্রির সেই পরম কমনীয় রূপ দেখাইবার জন্য এত পরিশ্রম করিলেন কেন? পুনর্জ্জন্মভীরুদিগকে সামবিধান ব্রাহ্মণ যে রাত্রিদেবীর উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, সে রাত্রি কি সাধারণতঃ পরিচিত রাত্রি ? সাধারণতঃ পরিচিত রাত্রি কি, জন্ম-নিরোধ করিতে পারেন ? ভক্তকে দেখা দিতে পারেন, কথা বলিতে পারেন ?

বক্তা—রাত্রিসূক্তের পরিশিষ্টে রাত্রির যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে, পূর্ণভাবে তাহা অবগত হইলে, উপলব্ধি হয়, রাত্রিকে নবসংখ্যক নবতি (৯ × ৯০) আবরক অসুর বা রাক্ষসযুক্তাও বলা হইয়াছে ("যে তে রাত্রী নৃচক্ষসো যুক্তাসো নবতির্নব।"—রাত্রিসূক্ত পরিশিষ্ট)। ইন্দ্র দধীচ মুনির অস্থিনির্ম্মিত অস্ত্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে—নবসংখ্যক নবতি (৯ × ৯০) আবরক অসুরদিগকে

বিনাশ করিয়াছিলেন, ঋগ্বেদ ও সামবেদে ইহা উক্ত হইয়াছে (দুর্গ দুর্গার্চ্চনতত্ত্বে আমি ইহা জানাইয়াছি)। রাত্রিসূক্তের পরিশি রাত্রিদেবীকে নবসংখ্যক নবতি নরভক্ষক, জীবের জ্ঞানাবরক রাক্ষ অসুরযুক্তা বলা হইয়াছে। যে রাত্রিসূক্তে রাত্রিদেবীকে জীবের একমা শরণ্যা বলা হইয়াছে, সর্ব্বদুর্গতিনাশিনী দুর্গা বলা হইয়াছে, মহাকারুণ্যময়ী চিন্ময়ী, ভীমভবার্ণবতারিণী বলা হইয়াছে, সেই রাত্রিকেই নবসংখ্যক রাক্ষসযুক্তাও বলা হইয়াছে। ষড়্বিংশব্রাহ্মণ পাঠ করিলে, অবগত হ যায়, রাত্রিতে অসুরদিগের প্রবলতা হইয়া থাকে, রাত্রি অজ্ঞানান্ধকারের—আবরণাত্মিকা শক্তির বাচক। * মহানিশান্বিতা মাঘমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রি ব্রত করিবে ('মহানিশান্বিতায়াং তু তত্র কুর্য্যাদিদং ব্রতম্'), পুরাণে এই কথা আছে। যথোক্ত কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রাত্রিতে এই ব্রত কর্ত্তব্য কেন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত স্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন, রাত্রিতে (বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে) ভূত (পিশাচাদি)-সকল, দেবীগণ এবং শূলভৃৎ শঙ্কর, ইহাঁরা বিচরণ করেন, অতএব চতুর্দ্দশী থাকিতে রাত্রিতে শিবরাত্রি ব্রত কর্ত্তব্য ("নিশি ভ্রমন্তি ভূতানি শক্তয়ঃ শূলভৃদ্যতঃ। অতস্তস্যাং চতুর্দ্দশ্যাং সত্যাং তৎপূজনং ভবেৎ।"—স্কন্দপুরাণ)। শঙ্কর স্বয়ংই বলিয়াছেন, কলিতে আমি মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে ভূপৃষ্ঠে গমন করিব, দিবসে যাইব না ("মাঘমাসস্য কৃষ্ণায়াং চতুর্দ্দশ্যাং সুরেশ্বর। অহং যাস্যামি ভূপৃষ্ঠে রাত্রৌ নৈব দিবা কলৌ॥"—নাগরখণ্ড, স্কন্দপুরাণ)। এই তিথির রাত্রিতে এক বৎসরের সঞ্চিত পাপ সমূহের বিশুদ্ধির নিমিত্ত স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত লিঙ্গে আমি সংক্রমণ করি, জঙ্গম-স্থাবর অখিল লিঙ্গে আমার শক্তির আবেশ হইয়া থাকে। অতএব মানব এই রাত্রিতে আমার পূজা করিবে, চতুর্দ্দশীরাত্রিতে যে মানব আমার পূজা করিবে সে নিশ্চয় নিষ্পাপ

* * * * যদ্দিবা দেবানসৃজত তদ্দেবানাং দেবত্বং যদসূর্য্যং তদসুরাণামসুরত্বং * * *।"—ষড়্বিংশব্রাহ্মণ।

...ব ("লিঙ্গেষু চ সমস্তেষু চলেষু স্থাবরেষু চ। সংক্রমিষ্যাম্যসন্দিগ্ধং বর্ষপাপ-শুদ্ধয়ে। তস্মাদ্রাত্রৌ হি মে পূজাং যঃ করিষ্যতি মানবঃ। মন্ত্রৈরেতৈঃ রশ্রেষ্ঠ বিপাপ্মা স ভবিষ্যতি॥"—নাগরখণ্ড, স্কন্দপুরাণ)।

কি নিমিত্ত মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী রাত্রিতে শিবপূজা করিলে, বিশেষ ফল লাভ হয়, স্কন্দপুরাণ হইতে তোমাকে তাহা শুনাইলাম। রাত্রিতে ভূতাদির আবির্ভাব হয়, রাত্রি অসুরদিগের প্রবল হইবার সময়, ...দেও যে, এই কথা আছে, তাহাও তুমি শ্রবণ করিলে। এখন তোমার কি জিজ্ঞাসা হইতেছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—স্কন্দপুরাণের এই কথা শুনিয়া, শাস্ত্র-শ্রদ্ধাবানের, অতএব ভাগ্যবানের শিবরাত্রি ব্রত কেন মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে করিতে হয়, এইরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইবে, সন্দেহ নাই।

বক্তা—তোমার এতদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হইয়াছে কি না, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—আমি ত কিছুই জানিনা, আমি আর কি বলিব। তবে আমার জিজ্ঞাসা যে, ইহা শুনিয়াও পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। অল্পমতিকে বুঝাইতে হইলে, উপদেষ্টার বেশী শ্রম হইয়া থাকে।

বক্তা—যাবৎ তোমার সংশয় বিদূরিত না হইবে, তাবৎ তুমি জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কুচিত হইও না, আমি যথাশক্তি তোমার সংশয় দূর করিবার চেষ্টা করিব। তুমি যে শিবের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছ, যথার্থভাবে যে শিবের পূজা করিতে অভিলাষিণী হইয়াছ, তিনিই সকলের সকল সংশয় দূর করেন, তিনি ভিন্ন আর কে, অজ্ঞানান্ধকারকে অপসারিত করিতে পারেন রমা! আমাদের তিনি ছাড়া আর কে আছেন? বুঝিতে না পারিলে, তাঁহাকে ডাকিবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, 'আমার সংশয় ছেদন করে দেও' ব'লে, সরল হৃদয়ে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিবে। তোমার কোন্ বিষয়ের সংশয় এখনও নিরস্ত হয় নাই, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—কলিতে মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে শিব, পৃথিবীতে বিচরণ করেন, ঐ সময়ে স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বলিঙ্গে শিবের আবেশ হয়, রাত্রি নবসংখ্যক নবতি (৯×৯০) অস্বরযুক্তা, এই সকল কথার আশয় কি ? শিবরাত্রিতে উপবাস ও জাগরণের এত প্রভাব হইয়াছে কেন, 'রাত্রি', তাহা হইলে, বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ ? আমার এই সকল প্রশ্নের এখনও সমীচীন সমাধান হয় নাই। 'ব্রত' কোন্ পদার্থ, আমার তাহা জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

বক্তা—এই সকল প্রশ্নের সমীচীন সমাধান করিতে হইলে, কাল এবং কালের অবয়ব ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, তিথি, পক্ষ, অয়ন, সম্বৎসর এই সকলের তত্ত্ব জানিতে হইবে। শুভ, অশুভ যে কোন কর্ম্ম হোক্, তাহাতে যে, কালের কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে বেদের নয়ন বলা হইয়াছে। জ্যোতিষ 'গণিত' ও 'ফলিত' ভেদে দ্বিবিধ। ফলিত জ্যোতিষের সম্মান, এখন খুব কমিয়াছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টিতে স্থূল প্রত্যক্ষ প্রমাণের অগম্য পদার্থ সকল অসৎরূপেই পতিত হইয়া থাকে। ফলিত জ্যোতিষ বস্তুতঃ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সারতম প্রসব। ক্ষণ ও তৎক্রমে সংযম করিলে বিবেকজ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। জ্ঞাননিধি, যোগিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের এই কথার মূল্য কত, তদবধারণের শক্তি আমাদের আছে কি ? অবনতির দিন যখন প্রবল হয়, তখন মানুষ অনেক কিছুই ভাঙ্গিতে পারে, কিন্তু একটী বিষয়ও গড়িতে পারে না। বিশুদ্ধ ফলিত জ্যোতিষ যোগেরই স্থূলরূপ। গণিতজ্যোতিষের যাঁহারা ফলবিজ্ঞান জানেন না, জানিবার চেষ্টা করেন না, তাঁহাদের গণিতের জ্ঞান নিষ্ফল। যে কোন বিজ্ঞান হোক্, তাহার ফলবিজ্ঞানের প্রয়োজন যিনি উপলব্ধি করেন না, তাঁহার বিজ্ঞানানুশীলন অনর্থক, সন্দেহ নাই। পূজ্যপাদ ভৃগুদেব যোগ ও জ্যোতিষের অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখাইবার জন্য এই অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন ভারতগগনে সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু কে তাঁহার

যথার্থভাবে অনুসন্ধান করেন? জ্যোতিষই বস্তুতঃ বেদের নয়ন। যথাস্থানে এই বিষয়ের আলোচনা করিব। কালতত্ত্ব অবগত হইলে, তুমি বুঝিতে পারিবে, কিজন্য মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রি শিবপ্রিয় হইয়াছেন, তাহা হইলে তোমার উপলব্ধি হইবে, কিজন্য উক্ত চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে শিবপূজা করিলে, বিশেষ ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে 'রাত্রি' বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ, এবং বেদের, শাস্ত্রের ও বেদশাস্ত্রজ্ঞ ঋষি এবং আচার্য্যদিগের, জীবের প্রতি কিরূপ কৃপা, তোমার কিঞ্চিন্মাত্রায় তাহা অনুভব হইবে, তাহা হইলে, 'অহো বেদ'! 'অহো বেদ'! 'অহো শাস্ত্র'! 'অহো শাস্ত্র'! 'অহো গুরো'! 'অহো গুরো'! অবশ্যভাবে তোমার মুখ হইতে এই সকল কথা উচ্চারিত হইবে। কাল কোন্ পদার্থ, ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দিবস, তিথি, পক্ষ, অয়ন, সম্বৎসর এই সকল শব্দের অর্থ কি, সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর।